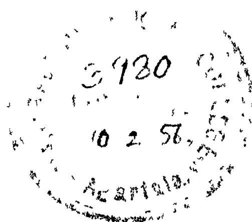
জাঁ-পল সাত্‌র্‌

নোংরা হাত

অনুবাদ করেছেন

শিবনারায়ণ রায়





১২, কৃষ্ণরাম বোস ষ্ট্রীট কলিকাতা ৪

Jean-Paul Sartre, *Les mains Sales*, Gallimard, 1948
জাঁ-পল সার্ত্র্, নোংরা হাত, শিবনারায়ণ রায় কৃত
বাংলা অনুবাদ, প্রথম মুদ্রণ, জানুয়ারী, ১৯৫৫

দু' টাকা আট আনা

শ্রীসুকুমার ঘটক কর্তৃক নিউ গাইড, ১২, কৃষ্ণরাম বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক টেম্পল প্রেস,
২, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।
প্রচ্ছদপট : শ্রীঅহিভূষণ মালিক

জিত্-কে

তর্জমা কঠিন কাজ। একাজ যিনি ভাল ভাবে করতে চান তাঁর একসঙ্গে অন্তত দুটি কথা মনে রাখা দরকার। যে লেখা তিনি তর্জমা করবেন ভাষান্তরেও তার চরিত্র যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। এবং যে ভাষায় তিনি তর্জমা করবেন তর্জমার ফলে সে ভাষা যেন বিকৃত না হয়। ভাষার রহস্যবিষয়ে যিনি এতটুকু খোঁজ রাখেন, তিনিই বুঝবেন একাজ কত কঠিন। একটা ভাষার হদিশ পেতেই জীবন কেটে যায়, দু-দুটো ভাষাকে ভালবেসে তাদের মধ্যে বোঝাপড়া ঘটান বড় চাট্টিখানি কথা নয়।

বাংলা ভাষায় তর্জমার অভাব নেই, কিন্তু সৎ তর্জমার অভাব আছে। সাধারণত একাজ যাঁরা করেন মূল লেখার সঙ্গে তাঁদের কোনো পরিচয় পর্যন্ত থাকে না। রুশ ভাষার অ-আ ক-খ না শিখেই তাঁরা টলস্টয়-ডস্টয়েভস্কী অনুবাদ করতে বসেন। চীনে কবিতা অনুবাদ করার আগে অন্তত চীনে হরফ যে চেনা দরকার এটা তাঁরা স্বীকার করেন না। আর বাংলা যেহেতু তাঁদের মাতৃভাষা এ ভাষা আবার শেখার কথা ওঠে কি করে। ফলে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য নামে সাধারণত যা ছাপা হয়, তা প্রায়শই না অনুবাদ না সাহিত্য।

ভাষান্তর যে কত কঠিন কাজ সার্ত্র্ এর এ বইটি অনুবাদ করতে যেয়ে পদে পদে সে কথা আমি টের পেয়েছি। সার্ত্র্-এর লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৪৬ সালে শ্রী ক্ষা এলেন রায়ের কল্যাণে। তাঁর নানা লেখা পড়ে এধারণা আমার মনে দৃঢ়মূল হয় যে তিনি শুধু একজন পয়লা নম্বরের লিখিয়ে নন, একজন পয়লা নম্বরের ভাবিয়েও বটে। ১৯৪৯ সালে এপ্রিল মাসে ল্য কুরিএ দেঁজ্যাদ পত্রিকায় সার্ত্র্ এর ভাবনা সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি এবং সে প্রবন্ধ পড়ে সম্পাদক পেতি দুতেই সাহেব

"নোংরা হাত" নাটকটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নাটকটি পড়ে আমি মুগ্ধ হই এবং ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে সেটিকে "নোংরা হাত" নামে প্রথম বাংলায় তর্জমা করি। কিন্তু সে তর্জমায় আমার মন খুশী হয়নি। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে নানাকাজের ফাঁকে ফাঁকে তর্জমাটিকে বারতিনেক আগাগোড়া ঘষামাজা করেছি। ১৯৫৩ সালের শেষ দিক হতে "নোংরা হাত" ধারাবাহিক ভাবে "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ। তারপর গত একবছরে "দেশ"-এ প্রকাশিত অনুবাদটিকে আরো কিছু ঘষামাজা করেছি। অবশেষে বন্ধু শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুর উদ্যোগে সেটি বই আকারে প্রকাশিত হল।

মূল খসড়াটি এভাবে যে বারবার রদবদল করতে হয়েছে তার কারণ আমার চেষ্টা ছিল অনুবাদে কোথাও যেন মূলের কিছুমাত্র অর্থবিকৃতি না ঘটে অথচ পাঠক বা শ্রোতাকে কোথাও যেন ভাষার জন্যে হোঁচট খেতে না হয়। আমার চেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে এ নাটক যাঁরা পড়বেন বা শুনবেন তাঁরাই বিচার করবেন। দু-এক জায়গায় লাগসৈ বাংলা কোনো প্রতিশব্দ খুঁজে না পেয়ে আমি মূলে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ প্রয়োগ করেছি, এবং যেহেতু সেসব শব্দের ফরাসী উচ্চারণ সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিচিত, সে কারণে সাধারণের মধ্যে চলতি ইংরেজি রূপটাই বেছে নিয়েছি। যেমন nerveux কিম্বা Re´gent অথবা Pentagone। এছাড়া একটি শব্দ আমাকে বড় ভাবিয়েছে: abstrait; এর অর্থ যে কি ভাবে চলতি বাংলায় বোঝান যায় আমি ঠিক করতে পারি নি। Un meurtre···c'est abstrait; আমি তর্জমা করেছি, "খুন··এটা একটা বিদেশী কল্পনা"।

এখানে স্পষ্টতই ভাষান্তরে লোকসান ঘটেছে। আমার বিশ্বাস বারবার ঘসামাজার ফলে এজাতের দোষত্রুটি অনেক কমাতে পেরেছি। এখন তর্জমাটা যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাতে পাঠক বোধ হয় মূলের স্বাদে খুব বেশী বঞ্চিত হবেন না।

শুধু একটি ব্যাপারে আমি সামান্য পরিবর্তন করেছি। মূল কেতাবে সাতটি অঙ্ক ছিল; তর্জমায় প্রথম এবং শেষ অঙ্কের যথাক্রমে নাম দেওয়া হয়েছে অবতরণিকা এবং উপসংহার। মূল কেতাবে প্রতি অঙ্কে অজস্র দৃশ্য আছে; ফরাসী অথবা ক্লাসিক্যাল নাট্যরীতি অনুসারে মঞ্চে কোনো চরিত্র ঢুকলে বা বার হয়ে গেলে এক একটি নতুন দৃশ্যের অবতারণা হয়। আমি এ সব টুকরো টুকরো দৃশ্যের উল্লেখ করি'ন। প্রতি অঙ্ককে একটি দৃশ্যরূপে উপস্থিত করেছি।

সার্ত্র্ যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর প্রতিভা বহুমুখী। তিনি একাধারে দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ছোট গল্প-লিখিয়ে, রাজনীতিজ্ঞ এবং সাহিত্য সমালোচক। তাঁর দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে আমি নিজে বহুক্ষেত্রে একমত নই; ১৯৫০ সালে 'হিউম্যানিষ্ট ওয়ে' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) এ বিষয়ে আম বিস্তৃত আলোচনা করেছি। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ যে তাঁর লেখার সঙ্গে যার পরিচয় নেই এ যুগের মেজাজ বোঝা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাঁর লেখা মনকে শুধু নাড়া দেয়না, পরিণত করে তোলে। যে বইটি আমি অনুবাদ করেছি, এটি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ রচনা; এর উপজীব্য বিষয় শুধু সমকালীন নয়, নিত্যকালীনও বটে। এ ধরণের বই একা নিজে পড়ে তৃপ্তি হয়না; আর পাঁচজন বাঙালী পাঠকপাঠিকাও যাতে এ স্বাদের অংশীদার হতে পারেন, সেই আকাঙ্খা হতেই এ তর্জমার জন্ম।

চরিত্র

(প্রবেশক্রম অনুসারে)

ওলগা লোরাম	জর্জ
হুগো বারিণ	শ্লিক
শার্ল	হোয়েডেরার
ফ্রান্ৎজ্	কারস্কি
লুই	রাজকুমার পল
ইভান	লেঅঁ
যেসিকা	

অবতরণিকা

ওলগার ফ্ল্যাট। শহরের প্রধান সড়কের পরে ছোট বাড়ির একতলা। দেখলে মনে হয়, এখানে যে থাকে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সে একেবারেই উদাসীন। ডানধারে হলঘরে যাবার দরজা, খড়খড়ি ভেজানো একটা জানলা। বাঁধারে পেছন দিকে আর একটা দরজা, ম্যাণ্টল্‌পিসওয়ালা একটা ফায়ারপ্লেস্, তার ওপরে একটা আরশী। একদম পেছনে দেরাজের ওপরে টেলিফোন।

মাঝে মাঝে পথ দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে, রাস্তা হতে ভেসে আসছে চলাচলের আওয়াজ আর মোটরের ভেঁপু।

ওলগা রেডিও-র সামনে বসে চাবি নিয়ে টানাটানি করছে। খানিকটা কাটাকাটা আওয়াজের পর স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

রেডিও। জার্মান সৈন্যরা সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পিছু হটছে। ইলিতিয়া সীমান্ত হ'তে চল্লিশ মাইল দূরে কিশনার এখন রেড আর্মির দখলে। যেখানে যেখানে সম্ভব ইলিতিয়ার সৈন্যরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অস্বীকার করছে। কয়েকটি বাহিনী ইতিমধ্যেই মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছে। ইলিতিয়ার নাগরিকেরা, আমরা জানি, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তোমাদের অস্ত্র ধরতে বাধ্য করা হয়েছিল, আমরা জানি, ইলিতিয়াবাসীদের গভীর গণতান্ত্রিক মনোভাবের কথা, আমরা......

ওলগা চাবিটা ঘুরিয়ে দিতে রেডিও থেমে গেল। শূন্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সে নিস্তব্ধ বসে থাকে। চুপচাপ। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হয়, ও চমকে ওঠে। আরো শব্দ। আস্তে আস্তে দরজার কাছে যায়। আরো শব্দ।

ওলগা। কে বাইরে?

হুগো। (বাইরে) হুগো।

ওলগা। কে?

হুগো। (বাইরে) হুগো বারিন।

স্পষ্টই বিস্মিত হ'লেও ওলগা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে।

হুগো। (বাইরে) আমার গলা কি তুমি চেন না? দরজাটা খোল।

ওলগা চট করে দেরাজের কাছে গিয়ে তা হ'তে একটা জিনিস বার করে বাঁ হাতে নেয়, তারপর স্কার্ফ-এ হাতটা ঢাকা দিয়ে দরজা খুলতে যায়। আগন্তুক হঠাৎ যাতে কিছু না করতে পারে তার জন্যে দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলেই চট করে পিছিয়ে আসে। বছর তেইশের ঢ্যাঙা চেহারার একটি ছেলে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে।

আমি। (দুজনে মুহূর্তকাল পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে।) তোমার কি আশ্চর্য লাগছে?

ওলগা। তোমাকে এত অন্যরকম দেখাচ্ছে।

হুগো। হ্যাঁ, আমি বদলেছি। (চুপচাপ) কি, ভাল করে দেখা হয়েছে? (স্কার্ফের আড়ালে রিভলবারের দিকে দেখিয়ে) ওটাকে সরিয়ে রাখতে পার।

ওলগা। (রিভলবার না নামিয়ে) আমি জানতাম তোমার পাঁচ বছর হ'য়েছে।

হুগো। ঠিকই, পাঁচ বছর।

ওলগা। দরজা বন্ধ করে ভেতরে এস। কি করে বেরোলে?

এক পা পিছিয়ে যায়। পিস্তলটা ঠিক হুগোকে লক্ষ্য করে না হ'লেও তারি দিকে মুখ করে ধরা। হুগো একবার সেদিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে চায়, তারপর ওলগার দিকে পেছন ফিরে দরজা বন্ধ করে

তুমি কি পালিয়ে এসেছ ?

হুগো। পালাব ? আমি ত পাগল নই। ওরাই আমাকে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছে। (থেমে) জেলে ভালভাবে থাকার দরুণ ছেড়ে দিয়েছে।

ওলগা। ক্ষিধে পেয়েছে ?

হুগো। পেলে তোমার পছন্দসই হয়, তাইনা ?

ওলগা। কেন ?

হুগো। খেতে বসলে মানুষকে ভারি নিরীহ দেখায়। (থেমে) না, ধন্যবাদ, ক্ষিধেতেষ্টা কোনটাই আমার পায়নি।

ওলগা। হ্যাঁ কি না বললেই হ'ত।

হুগো। মনে নেই, আমি একটু বেশী বকি।

ওলগা। মনে আছে।

হুগো। (চারদিকে চেয়ে দেখে) সমস্ত কি রকম খালি খালি দেখাচ্ছে। অথচ সব কিছু যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। আমার টাইপরাইটারটা ?

ওলগা। বিক্রী হ'য়ে গেছে।

হুগো। বটে ? (চুপচাপ। ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখে) একদম খালি।

ওলগা। কি খালি ?

হুগো। (এক সঙ্গে সব কিছুকেই দেখানোর ভাবে) এখানকার সব কিছুই। আসবাবপত্র যেন শূন্যে ভাসছে। ওখানে হাত দুটো বাড়ালেই আমার খুপরীর দুপাশের দেয়াল ছোঁয়া যেত। কাছে এস। (ওলগা নড়ে না) ভুলে গিয়েছিলাম, জেলের বাইরে মানুষেরা ভদ্ররকম ব্যবধান রেখে চলে। মিছিমিছি কত না যায়গা নষ্ট হয়! ছাড়া পাওয়া কিন্তু ভারী মজার।

মনে হয় যেন মাথা ঘুরছে। মাঝখানে একঘরের ব্যবধান বজায় রেখে কথা বলায় আমাকেও অভ্যস্ত হ'তে হবে।

ওলগা। তোমাকে ওরা কবে ছেড়েছে ?

হুগো। এইমাত্র।

ওলগা। এখানে সিধে চলে এসেছ ?

হুগো। আর কোথায় বা যেতে পারতাম ?

ওলগা। কারো সঙ্গে কথা বলনি ?

হুগো। (তার দিকে চায়, হাসতে শুরু করে) না, বলিনি। সব ঠিক আছে। (ওলগা একটু শিথিল হয়, হুগোর দিকে চায়) আমাকে দেখে তুমি কি খুশী হয়েছ ?

ওলগা। জানি না। (একটা গাড়ি হর্ন বাজিয়ে চলে যায়। হুগো কেঁপে ওঠে। গাড়িটা পেরিয়ে গেল, ওলগা হিমচোখে তাকে লক্ষ্য করে।) তোমাকে যদি সত্যিই ছেড়ে দিয়ে থাকে তাহ'লে তোমার তো ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

হুগো। (ব্যঙ্গের স্বরে) তাই নাকি ? (কিছু যায় আসে না ভাবে কাঁধ ঝাঁকি দেয়। চুপচাপ) লুই কেমন আছে ?

ওলগা। ভাল।

হুগো। আর ল্যর্রা ?

ওলগা। সে—তার বরাত খারাপ।

হুগো। আমিও তাই ভেবেছিলাম। কেন জানিনা সব সময়ই ও মারা গেছে বলে আমার মনে হ'ত। এখানে নিশ্চয় অনেক অদলবদল হ'য়েছে ?

ওলগা। এখন সব কিছুই আরও অনেক কঠিন। জার্মানরা এসে গেছে কিনা।

হুগো। (নির্লিপ্তভাবে) বটে। কতদিন ?

ওলগা। তিন মাস হ'ল। পাঁচ বাহিনী সৈন্য। এপথ দিয়ে তাদের হাঙ্গেরী যাওয়ার কথা, কিন্তু তারা রয়ে গেছে।

হুগো। বটে। তোমাদের নিশ্চয়ই এখন বেশ কিছু নতুন সদস্য হ'য়েছে।

ওলগা। হ্যাঁ। এখন আর আগের মত ভাবে দলে ভর্তি করা হয় না। অনেক ফাঁক ভরাট করতে হচ্ছে। আমরা··· আমরা এখন কম কড়াকড়ি করি।

হুগো। হ্যাঁ, বটেই তো। নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবে বই কি। (সামান্য উদ্বেগের সঙ্গে) কিন্তু আসলে সব কিছুত একই আছে ?

ওলগা। (বিব্রতভাবে) তা মোটামুটি একই আছে বই কি।

হুগো। যাহোক তুমি তো এখনো বেঁচে আছ। জেলের মধ্যে বোঝাই শক্ত যে, অন্যরা আগের মত বেঁচে চলেছে। আচ্ছা, তোমরা কথনো আমার কথা বল ?

ওলগা। (অপটুভাবে মিথ্যে বলার চেষ্টা করে) কথনো কথনো।

হুগো। আগের মতই রাতে ছেলেরা বাইকে করে আসে। তারা সব টেবিলের চারধারে বসে, লুই পাইপ ধরায়। তথন একজন বলে : এমনি এক রাতে ছেলেটা স্বেচ্ছায় বিশেষ কাজের ভার যেচে নিজের কাঁধে নিয়েছিল।

ওলগা। ওই গোছেরই কিছু।

হুগো। তথন তুমি বল : কাজটা সে ভালভাবেই হাঁসিল করেছিল। কাউকে না জড়িয়ে, বেশ পরিষ্কারভাবে।

ওলগা। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

হুগো। কথনো কথনো বৃষ্টিতে ঘুম ভেঙে যেত। নিজেকে বলতাম, হয়তো আজ রাতে ওরা আমার কথা বলবে। যারা

যারা গেছে তাদের তুলনায় এইটেই ছিল আমার বড় সুবিধে। আমি ভাবতে পারতাম যে, তোমরা আমার কথা ভাবছো। (ওলগা না ভেবেই হুগোর একটা বাহু নিজের হাতে আড়ষ্ট-ভাবে টেনে নেয়। তারা পরস্পরের দিকে তাকায়। ওলগা হাতটা ছেড়ে দেয়। হুগো একটু শক্ত হয়ে যায়।) তারপর একদিন তোমরা পরস্পরকে বললে : ওর এখনো ছাড়া পেতে তিন বছর বাকী। যখন ও বেরিয়ে আসবে…(গলার স্বর বদলে যায়। ওলগার চোখ হতে চোখ না ফিরিয়ে)…যখন ও বেরিয়ে আসবে, তখন ওর পুরস্কার হিসেবে, আমরা ওকে কুকুরের মত গুলি করে মারব।

ওলগা। (চমকে পিছিয়ে যায়) তুমি কি পাগল হ'য়েছ ?

হুগো। (থেমে) ওরা কি তোমাকে দিয়ে আমার কাছে চকোলেট পাঠিয়েছিল ?

ওলগা। কি চকোলেট ?

হুগো। গোলাপী বাক্সে লিক্যর চকোলেট। রাইশ বলে কার কাছ হ'তে ছ'মাস ধ'রে নিয়মিত পার্সেল পেতাম। ও নামে কারুকে জানি না, তাই ভাবতাম যে পার্সেলগুলো তোমার কাছ হ'তে আসে, আর খুব ভাল লাগতো। তারপর পার্সেল আসা বন্ধ হ'ল। আমি ভাবলাম : ওরা আমাকে ভুলে গেছে। তিন মাস আগে একটা পার্সেল এল, একই লোকের কাছ হ'তে, তা'তে চকোলেট আর সিগারেট ছিল। আমি সিগা-রেটগুলো নিলাম, আমার পাশের কুঠুরীর কয়েদী চকোলেট-গুলো খেল। বেচারী খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়লো—ভারী অসুস্থ। তখন আমি বুঝতে পারলাম, তোমরা তাহ'লে আমাকে ভোলনি।

ওলগা। হোয়েডেরারের বন্ধুদের ত তোমাকে খুব পছন্দ হবার কথা নয়।

হুগো। সে খবর দেবার জন্যে তারা নিশ্চয়ই দু'বছর অপেক্ষা করতো না। না ওলগা, আমি ব্যাপারটা ভাল ক'রে ভেবে দেখার জন্যে অনেক সময় পেয়েছি। এর শুধু একটাই ব্যাখ্যা হ'তে পারে। প্রথমে পার্টি ভেবেছিল আমি হয়ত এখনো কাজে লাগতে পারি ; পরে তারা মত বদলেছে।

ওলগা। (কোন কঠিনতা না দেখিয়ে) তুমি বড্ড বেশী বকো হুগো। বড্ড বেশী। কথা না বললে তোমার মনেই হয় না যে তুমি বেঁচে আছ।

হুগো। আমি বড্ড বেশী বকি। আমি বড্ড বেশী জানি। আর তোমরা আমাকে কোনদিনই বিশ্বাস করনি। মোটমাট কথাটা তাই। (থেমে) তার জন্য অবশ্য তোমাকে কোনও দোষ দিই না।

ওলগা। হুগো, আমার দিকে চাও। তুমি যা বলছো তুমি কি সত্যি তা' বিশ্বাস কর? (তার দিকে চায়) হ্যাঁ, তুমি কর। (উত্তেজিতভাবে) তাহ'লে এখানে আমার কাছে এলে কেন? কেন? কেন?

হুগো। তুমি কখনো আমাকে গুলি করতে পারবে না, তাই। (ওলগার হাতের রিভলবারটার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে) অন্তত তাই আমি ভেবেছিলাম। (ওলগা ক্রুদ্ধভাবে রিভলবার আর স্কার্ফটা টেবিলের পরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।) দেখলে ত?

ওলগা। শোন হুগো, আমি তোমার গালগল্পের একটা কথাও বিশ্বাস করিনে। আমি কোন নির্দেশ পাইনি। কিন্তু যদি কোন নির্দেশ পাই তাহ'লে বরং জেনে রাখো যে, আমি

নির্দেশ মতই কাজ করবো। আর পার্টির কেউ যদি প্রশ্ন করে, আমি তাদের বলবো যে, তুমি এখানে আছ। আমার সামনেই তারা তোমাকে গুলি ক'রে মারবে তা জানলেও বলবো। তোমার কাছে টাকাকড়ি আছে?

হুগো। না।

ওলগা। আমি তোমাকে কিছু টাকাকড়ি দিচ্ছি। তারপরে তোমাকে চলে যেতে হবে।

হুগো। কোথায়? অলিগলির অন্ধকার আড়ালে ঘুপটি মেরে বেঁচে থাকতে? জল বড় হিম, ওলগা। যা ঘটে ঘটুক এখানে আলো আছে, উত্তাপ আছে। এখানে খতম হওয়া অনেক আরামের।

ওলগা। হুগো, আমাকে পার্টির নির্দেশ মত কাজ করতেই হবে। শপথ ক'রে বলছি, আমি পার্টির হুকুম তামিল করব।

হুগো। দেখলে তো, আমি সত্যি কথাই বলেছি।

ওলগা। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

হুগো। না। (ওলগার অনুকরণ করে) "আমি পার্টির হুকুম তামিল করব।" তোমার এখনো অনেক শেখা বাকী আছে ওলগা। সংসারের সমস্ত সদিচ্ছা নিয়েও তুমি যাই কর তা কখনো পার্টির হুকুম মাফিক হয় না। "যাও, হোয়ে-ডেরারের পেটে তিনটে গুলি দেগে দিয়ে এস।" এত খুব স্পষ্ট, তাই না? আমি হোয়েডেরারের কাছে গেলাম, তার পেটে তিনবার গুলিও করলাম। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল একেবারে অন্যভাবে। হুকুম—কোনো হুকুম ছিল না। খানিকটা পর্যন্ত খুব সহজ, তারপরে আর কোন হুকুম নেই। হুকুম টুকুম সব পেছনে পড়ে রইল। আমাকে একলাই

এগিয়ে যেতে হোল, একেবারে একলাই খুন করতে হ'ল… অথচ কেন, তারপর তা' পর্যন্ত আমি জানি না। আমার ইচ্ছে করছে পার্টি যেন তোমাকে হুকুম দেয় আমাকে গুলি করে মারতে। কি হয় শুধু তাই দেখতে, স্রেফ্ তাই দেখতে।

ওলগা। বেশ, দেখবে। (চুপচাপ) এখন তুমি কি করবে?

হুগো। জানি না, ভেবে দেখিনি। যখন জেলের দরজা খুলে দিলে ভাবলাম এখানে আসব, তাই এলাম।

ওলগা। যেসিকা কোথায়?

হুগো। তার বাবার কাছে। গোড়ার দিকে কখনো কখনো চিঠি লিখতো। এখন বোধ হয় আমার উপাধি আর ব্যবহার করে না।

ওলগা। তোমাকে নিয়ে আমি এখন কি করবো আশা করছো? ছেলেরা কেউ না কেউ রোজই এখানে আসে। তাদের ইচ্ছে মত আসে, চলে যায়।

হুগো। তারা কি তোমার শোবার ঘরও ব্যবহার করে নাকি?

ওলগা। না।

হুগো। তাহ'লে আমি ও ঘরে যাচ্ছি। দেয়ালঘেঁষা তক্তপোষে একটা লাল চাদরের ঢাকনা ছিল, দেয়ালমোড়ার কাগজে হলদে আর সবুজ রুইতনের ছক কাটা। দেয়ালে দুটো ফটো ছিল, একটা আমার।

ওলগা। সম্পত্তির হিসেব মেলাচ্ছ?

হুগো। না, স্মরণ করছি। এ সবের কথা অনেক ভেবেছি কিনা। দ্বিতীয় ফটোটা আমাকে অনেক দুর্ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে, কিছুতে মনে করতে পারতাম না ছবিটা কার।

পথ দিয়ে একটা গাড়ি যায়। হুগো চমকে ওঠে। দুজনেই নীরব। গাড়িটা থামে। একটা দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ।

ওলগা। কে ?

শার্ল্। (বাইরে) শার্ল্।

হুগো। (ফিস্‌ফিস্ করে) শার্ল্ কে ?

ওলগা। (ফিস্‌ফিস্ করে) আমাদের একজন।

হুগো। (তার দিকে চেয়ে) তাহ'লে ?

সামান্তক্ষণ চুপচাপ। শার্ল্ আবার কড়া নাড়ে।

ওলগা। তাহ'লে দাঁড়িয়ে আছ কিসের জন্যে ? যাও, ভেতরের ঘরে তোমার সব স্মৃতিচিহ্ন মিলিয়ে দেখগে।

হুগো চলে যায়। ওলগা দরজা খোলে। শার্ল্ আর ফ্রান্‌ৎজ্ দাঁড়িয়ে।

শার্ল্। ও কোথায় ?

ওলগা। কে ?

শার্ল্। তুমি ত জান। শ্রীঘর ছাড়ার পর হতেই আমরা ওর পিছু নিয়েছি। (সামান্য চুপচাপ) ওকি এখানে নেই ?

ওলগা। হ্যাঁ, ও এখানেই আছে।

শার্ল্। কোথায় ?

ওলগা। ওখানে। (নিজের ঘর দেখিয়ে দেয়)

শার্ল্। ভাল।

ফ্রানৎজ-কে অনুসরণ করার সঙ্কেত করে পকেটে হাত দেয়, এক পা এগোয়। ওলগা পথ আটকে দাঁড়ায়।

ওলগা। না।

শার্ল্। বেশীক্ষণ লাগবে না ওলগা। ইচ্ছে হয় যদি একটু

বাইরে ঘুরে এস। ফিরে এসে এখানে কাউকে কিম্বা কোন চিহ্নও দেখতে পাবে না। (ফ্রান্‌ৎজকে দেখিয়ে) সেইজন্তেই ওকে আনা।

ওলগা। না।

শার্ল্‌। আমাকে কাজটা চুকোতে দাও ওলগা।

ওলগা। তোমাকে কি লুই পাঠিয়েছে ?

শার্ল্‌। হ্যাঁ।

ওলগা। সে কোথায় ?

শার্ল্‌। গাড়ীতে।

ওলগা। যাও, তাকে নিয়ে এস। (শার্ল্‌ ইতস্তত করে।) আমি ওকে নিয়ে আসতে বলেছি।

শার্ল্‌ সঙ্কেত করতে ফ্রান্‌ৎজ বেরিয়ে যায়। শার্ল্‌ আর ওলগা নির্বাক পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওলগা শার্লের চোখ হতে চোখ না সরিয়ে স্কার্ফ মোড়া রিভলবারটা তুলে নেয়। ফ্রান্‌ৎজ-এর সঙ্গে লুই ঢোকে।

লুই। কি ব্যাপার ? তুমি বাগড়া দিচ্ছ কেন ?

ওলগা। বড্ড বেশী তাড়াতাড়ি করছো।

লুই। বড্ড বেশী তাড়াতাড়ি ?

ওলগা। এদের বাইরে যেতে বল।

লুই। বাইরে অপেক্ষা কর। আমি ডাকলেই এস। (তারা চলে যায়) বেশ, এখন বল কি বলবে আমাকে।

ওলগা। (কোমল গলায়) লুই, ও আমাদের জন্যে কাজ করেছে।

লুই। খুকী হোয়োনা ওলগা। ও সাংঘাতিক ধরণের লোক। ওর মুখ বন্ধ করতেই হবে।

ওলগা। ও কিছু বলবে না।

লুই। হারামজাদা যা বাচাল…

ওলগা। ও কিছু বলবে না।

লুই। ও যা তুমি ওকে সত্যিই সেভাবে দেখ কি না আমার সন্দেহ আছে। তোমার চিরদিনই ওর পরে একটু টান আছে।

ওলগা। তোমারো চিরদিনই ওর পরে একটা আক্রোশ আছে। (থেমে) লুই, আমি এখানে আমার আবেগ অনুভূতি আলোচনার জন্যে তোমাকে ডাকিনি। আমি পার্টির স্বার্থের কথা ভেবে বলছি। জার্মানরা আসার পর হতে আমাদের অনেক কর্মী মারা গেছে। এ ছোকরাকে আবার কাজে লাগানো যায় কিনা একবার না দেখেই আমরা একে হারাতে পারি না।

লুই। আবার কাজে লাগানো যায় কিনা? একটা ক্ষুদে লাগামছুট অ্যানার্কিস্ট, ঢংসর্বস্ব ইণ্টেলেকচুয়্যাল, দায়িত্বহীন, খামখেয়ালী বুর্জোয়া, তাকে আবার ফিরে কাজে লাগানো যায় কিনা!

ওলগা। তবুও কুড়ি বছর বয়সে সেই মানুষই হোয়েডেরারকে তার দেহরক্ষীদের পাহারার মাঝখানে খুন করেছিল—একটা রাজনৈতিক হত্যাকে প্রণয়ঘটিত খুন ব'লে চালিয়ে দিয়েছিল।

লুই। সেটা সত্যিই কি রাজনৈতিক হত্যা? ব্যাপারটা কোনো দিনই ভালো ক'রে পরিস্কার হয়নি।

ওলগা। ঠিক কথা। আমাদের এখন সেটা পরিস্কার করা দরকার।

লুই। সমস্ত ঘটনাটাই দুর্গন্ধে ভরা। আমি লগির মাথা দিয়েও তা ছুঁতে চাইনে। তাছাড়া ওকে দিয়ে পরীক্ষা পাশ করানোর মত সময় আমার হাতে নেই।

ওলগা। আমার আছে। (লুই চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।) লুই, আমার মনে হচ্ছে তুমি হয়ত এ ব্যাপারটায় বড্ড বেশী ব্যক্তিগত ভাব এনে ফেলছো।

লুই। আমার মনে হয়, তুমিও সেই একই ভুল করছো।

ওলগা। ব্যক্তিগত অনুভূতির কাছে আমাকে হার মানতে দেখেছো কখনো? আমি ত বিনাসর্তে ওকে বাঁচতে দিতে বলছি না। ওর জীবনের আমি কানাকড়িও দাম দিই নে। আমি শুধু বলছি যে, ওকে একেবারে মুছে ফেলার আগে আমাদের দেখা দরকার ওকে আবার পার্টিতে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা।

লুই। পার্টি কখনো ওকে আর গ্রহণ করবে না। অন্ততঃ এখন নয়। সে কথা আমার মত তুমিও জান।

ওলগা। ও ছদ্মনামে পার্টির কাজ করত। আমরা ছাড়া এখন ওকে কেউ জানে না। তোমার কি ভয় ও বড্ড বেশী বলে ফেলতে পারে? ওর পরে ভাল করে চোখ রাখলে ও কিছুই বলবে না। তুমি বলছ, ও ইন্টেলেক্‌চুয়াল্, ও অ্যানার্কিষ্ট। হ'তে পারে, কিন্তু ও মরীয়া ধরণের মানুষও বটে। ওকে ঠিকমত লাগাতে পারলে, ও অনেক কাজে প্রধান দায়িত্ব নিতে পারে। ও তার একবার প্রমাণও দিয়েছে।

লুই। বেশ, তা তুমি কি বল?

ওলগা। এখন ক'টা বাজে?

লুই। ন'টা।

ওলগা। বারোটায় ফিরে এস। আমি এর মধ্যে জেনে নেব হোয়েডেরারকে ও কেন খুন করেছিল, আর এখন ওর মনের চেহারাটাই বা কেমন। যদি বুঝতে পারি ও আবার আমাদের

সঙ্গে কাজ করতে পারবে আমি দরজার ফাঁক হতে তোমাকে জানাব। আজ রাতের মত নিজের মনে থাকুক, কাল এসে ওকে কাজের নির্দেশ দিয়ে যেও।

লুই। যদি ওকে আর কাজে লাগানোর মত না মনে হয়?

ওলগা। আমি দরজা খুলে দেব।

লুই। মিছিমিছি একরাশ ঝুঁকি নেওয়া।

ওলগা। ঝুঁকিটা কোথায়? বাড়ীর চারপাশে তোমার লোক আছে না?

লুই। চারজন।

ওলগা। তাদের রেখে যাও। (লুই নড়ে না) লুই, ও এককালে আমাদের জন্যে কাজ করেছে। ওকে একটা সুযোগ দিতে হবে।

লুই। আচ্ছা, আমি রাত বারোটায় আসব।

লুই চলে যায়। ওলগা শোবার ঘরের দরজাটা খুলে দেয়। হুগো বেরিয়ে আসে।

হুগো। ওটা তোমার বোনের।

ওলগা। কোন্‌টা?

হুগো। অন্য ছবিটা। ওটা তোমার বোনের। (চুপচাপ) আমারটা নামিয়ে রেখেছ। (ওলগা কথা বলে না। হুগো তার দিকে চায়) তোমাকে যেন কি রকম দেখাচ্ছে। ওরা কী চাইছিল?

ওলগা। ওরা তোমার খোঁজে এসেছিল।

হুগো। ও। তুমি ওদের বলেছ আমি এখানে আছি?

ওলগা। হ্যাঁ।

হুগো। বুঝেছি। (বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করে)

ওলগা। এটা জ্যোৎস্না রাত আর বাড়ির চারধারে লোকেরা অপেক্ষা করছে।

হুগো। তাই বুঝি? (টেবিলের ধারে বসে) আমাকে কিছু খেতে দাও।

ওলগা রুটী, মাংস আর একটা প্লেট নিয়ে আসে। টেবিলে প্লেট খাবার গুছিয়ে দেয়। হুগো বলতে থাকে

তোমার ঘর সম্বন্ধে আমি ঠিকই কল্পনা করেছিলাম। প্রত্যেকটা জিনিষ আমার মনে ছিল। আমার মনে যে ছবি ছিল প্রত্যেকটা জিনিষ ঠিক তেমনি রয়েছে। (থেমে) যখন জেলে ছিলাম ভাবতাম সবই বুঝি শুধু একটু স্মৃতি। এখন দেখছি সত্যিই ঘরটা রয়েছে, ওখানে, দেয়ালের ওপাশে। আমি ত' এই মাত্র ওর ভেতরে গিয়েছিলাম, আমার স্মৃতিতে যে রকম দেখাত, তার চাইতে কিছু বেশী বাস্তব মনে হ'ল না। জেলের কুঠরীটা, তাও সব যেন একটা স্বপ্ন। আর হোয়েডেরারের চোখ দুটো—যেদিন আমি তাকে খুন করলাম। তোমার কি মনে হয় আমি কোনোদিন আর জেগে উঠবো? হয়ত যখন তোমার বন্ধুরা গুলি করতে আসবে……

ওলগা। তুমি যতক্ষণ এখানে আছ, তারা তোমাকে ছোঁবে না।

হুগো। তুমি বুঝি তাদের এটুকু রাজী করিয়েছ? (গ্লাসে মদ ঢেলে নেয়)। এক সময় না এক সময় আমাকে বেরোতে ত' হবে।

ওলগা। রোসো। রাতটা হাতে আছে। এক রাতের মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে।

হুগো। কি ঘটার আশা করছ ?

ওলগা। কত কি বদলাতে পারে।

হুগো। যথা ?

ওলগা। তুমি আমি।

হুগো। তুমি ?

ওলগা। সেটা তোমার 'পরে নির্ভর করছে।

হুগো। (হেসে ওঠে, তার দিকে চায়, কাঁধ ঝাকি দেয়) বলে ফেল।

ওলগা। আমাদের মধ্যে আবার কেন ফিরে এসো না ?

হুগো। (হেসে ওঠে) সে কথা শুধোবার খাসা একখানা সময় বটে

ওলগা। কিন্তু ধর, যদি তা সম্ভব হয় ? ধর, সব কিছুই যদি ভুল বোঝার জন্যে হয়ে থাকে ? জেল থেকে বেরিয়ে কি করবে, কখনো কি তা ভাব নি ?

হুগো। না।

ওলগা। কি কথা ভাবতে তাহলে ?

হুগো। যা করেছি তারি কথা। বুঝতে চেষ্টা করতাম কেন এ কাজ করলাম ;

ওলগা। বুঝতে পেরেছিলে ? (হুগো কাধ ঝাঁকি দেয়।) আচ্ছা, কি করে ব্যাপারটা ঘটলো—মানে তোমার আর হোয়েডেরারের ? সত্যিই কি ও যেসিকার চারধারে ঘুর ঘুর শুরু করেছিল ?

হুগো। হ্যাঁ।

ওলগা। তোমার তাহলে হিংসে হয়েছিল বল ?

হুগো। জানি না। আমি···আমার তা মনে হয় না।

ওলগা। আমাকে বল।

হুগো। কি বলব ?

ওলগা। সব কিছু। একেবারে গোড়া হতে।

হুগো। সেটা এমন কিছু শক্ত নয়। এ কাহিনী আমার মুখস্থ। জেলে সমস্ত ব্যাপারটা গোড়া হতে শেষ পর্যন্ত রোজ উল্টে-পাল্টে দেখতাম। কিন্তু এর মানে যে কি, সে হ'ল অন্য কথা। যদি দূর হতে দেখ, মনে হবে ব্যাপারটার মধ্যে কাজচলা গোছের একটা ঐক্য আছে। কিন্তু বিশ্লেষণ করতে যাও, মুখের সামনে সব ছত্রাকার হ'য়ে যাবে। আমি যে কয়েকবার গুলী ছুঁড়েছিলাম এটা শেষ পর্যন্ত সত্যি…

ওলগা। একদম গোড়া হতে শুরু কর।

হুগো। গোড়া হতে ? সে ত' তুমি আমার মতই ভাল করে জান। তা ছাড়া সত্যিই কি কখনো কোন গোড়া ছিল ? কাহিনী শুরু করতে পার '৪৩এর মার্চে লুই যখন আমায় ডেকে পাঠায় তখন হতে। কিম্বা আরো এক বছর আগে যখন আমি পার্টিতে যোগ দিই তখন হতে। কিম্বা তারো আগে আমার জন্ম হতে। যাকগে, ধরা যাক ব্যাপারটার শুরু ১৯৪৩এর মার্চ মাস হতে… (কথা বলতে বলতে আলো ধীরে ধীরে কমে আসে।)

যবনিকা

প্রথম দৃশ্য

দুবছর আগে, ওলগার ফ্ল্যাট। সময় রাত। পেছনের দরজা হতে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, কখনো জোরে কখনো আস্তে। বোঝা যায় ভেতরে অনেক লোক উত্তেজিত হ'য়ে কথা বলছে।

হুগো টাইপ করছে। তাকে গত দৃশ্যের চাইতে অনেক বেশী তরুণ দেখায়। ইভান্ ঘরের এধার হতে ওধার পায়চারী করছে।

ইভান্। শুনছো ?

হুগো। অ্যাঁ ?

ইভান্। টাইপ করা একটু থামাতে পারো না ?

হুগো। কেন ?

ইভান্। ওতে আমার নার্ভাস লাগে।

হুগো। তোমাকে ত মোটেই নার্ভাস ধরনের লোক মনে হচ্ছে না।

ইভান্। তা ঠিক। তবে এখন ও আওয়াজ শুনলে আমার নার্ভাস লাগছে। আমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পার না ?

হুগো। (খুশী হ'য়ে) নিশ্চয়। তোমার নাম কি ?

ইভান্। আমার ছদ্মনাম ইভান্, তোমার ?

হুগো। রাস্‌কোলনিকফ।

ইভান্। (হেসে ওঠে) এত প্রায় দেড়খানা নাম।

হুগো। এটা আমার পার্টি নাম।

ইভান্। নামটা কোত্থেকে খুঁড়ে বার করলে ?

হুগো। একটা বইয়ের চরিত্র।

ইভান্। কি করেছিল সে ?

হুগো। একজনকে খুন করেছিল।

ইভান্। বটে! তুমি কাউকে খুন করেছ নাকি?

হুগো। না (থেমে) তোমাকে এখানে কে পাঠিয়েছে?

ইভান্। লুই।

হুগো। সে তোমাকে কি বলেছে?

ইভান্। দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে।

হুগো। তারপরে?

ইভান হুগোকে প্রশ্ন না করার ইঙ্গিত করে। পাশের ঘর হতে নানা গলার আওয়াজ ভেসে আসে। তর্কের মত শোনায়।

ইভান্। ভেতরে ওরা ছাতার করছেটা কি?

ইভানের অনুকরণে হুগোও প্রশ্ন না করতে ইঙ্গিত করে।

হুগো। মুশকিল কি এ আলাপ বেশীক্ষণ চলতে পারে না। (চুপচাপ)

ইভান্। পার্টিতে কি অনেকদিন?

হুগো। '৪২ হতে। প্রায় এক বছর। রিজেণ্ট সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পরই যোগ দিই……তুমি কতদিন?

ইভান্। মনে করতে পারি না। বোধ হয় চিরদিনই সদস্য ছিলাম। (থেমে) আমাদের খবরের কাগজ যে ছাপে, তুমি কি সেই লোক নাকি?

হুগো। হ্যাঁ। আমি, তা ছাড়া আরো অনেকে মিলে।

ইভান্। তোমাদের কাগজ আমার হাতে অনেক সময় আসে। কিন্তু আমি পড়ি না। অবশ্যি দোষ কিছু তোমাদের নয়। তবে

মস্কো রেডিও কি বি-বি-সি'র তুলনায় তোমাদের থাকে এক সপ্তাহের বাসী খবর।

হুগো। তা কি আশা কর? আমরাও অন্য পাঁচজনের মত রেডিও শুনেই খবর পাই।

ইভান্। আমি ত' নালিশ করছি না। তুমি তোমার কাজ করছ, ব্যস্। (চুপচাপ) কটা বাজে?

হুগো। দশটা বাজতে পাঁচ। (ইভান্ হাই তোলে) কি হ'ল?

ইভান্। কিছু না।

হুগো। তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

ইভান্। না, ভালই আছি। ঠিক আগটাতে চিরকালই আমার এরকম হয়।

হুগো। কার আগে?

ইভান্। কিছুর আগে না। (চুপচাপ) বাইকে চাপলেই সব ঠিক হয়ে যায়। (চুপচাপ) মনে হয় আমি মানুষটা এত নিরীহ একটা মাছিকে পর্যন্ত ব্যথা দিতে পারি না। (হাই তোলে)

ওলগা সামনের দরজা দিয়ে ঢোকে। দরজার কাছে একটা স্যুটকেস নামিয়ে রাখে।

ওলগা। (ইভান্‌কে) এটা তোমার জিনিস। ক্যারিয়ারে ঠিক বসবে তো?

ইভান্। দেখি। হ্যাঁ, ঠিক আছে।

ওলগা। দশটা বাজে। বেরিয়ে পড়। পাড়া আর বাড়িটার হিসেব বুঝে নিয়েছ ত?

ইভান্। হ্যাঁ।

ওলগা। ভালয় ভালয় যেন হয়ে যায়।

ইভান্। (চুপচাপ) একটা চুমু খাবে না ?

ওলগা। নিশ্চয়। (তার দু'গালে চুমু খায়।)

ইভান্। (স্যুটকেসটা তুলে নিতে দরজার কাছে এসে ঘুরে দাঁড়ায়, কৌতুকের স্বরে হুগোকে) চললাম তাহলে রাসকোলনিকফ্।

হুগো। (হেসে) গোল্লায় যাও।

ইভান্ বেরিয়ে যায়

ওলগা। যাবার সময় ওরকম বলা তোমার উচিত হয় নি।

হুগো। কেন ?

ওলগা। ও রকম বলা উচিত নয়।

হুগো। (বিস্মিতভাবে) তোমার এ সব কুসংস্কার আছে নাকি ?

ওলগা। (বিরক্তভাবে) মোটেই না।

হুগো। (ভাল ক'রে তার দিকে চেয়ে) ও কি করতে যাচ্ছে ?

ওলগা। তোমার তা জানবার কোনো দরকার নেই।

হুগো। কোর্স্কের সেতুটা উড়িয়ে দিতে গেছে।

ওলগা। সেকথা তোমার শোনার কি দরকার ? দুর্ঘটনা ঘটলে যত কম জান, ততই ভাল।

হুগো। কিন্তু ও কি করতে যাচ্ছে তুমি তো জান।

ওলগা। (কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে) আমার কথা .....

হুগো। তা বটে। তুমি মুখ বন্ধ রাখতে জান। তুমি লুইয়ের মত, মেরে ফেললেও তোমাকে দিয়ে কিছু বলাতে পারবে না। (কিছুক্ষণ নীরব) কিন্তু আমিই যে বলে ফেলব তার কি কোন প্রমাণ পেয়েছ ? আমাকে পরীক্ষা না করলে আমি বিশ্বাসের যোগ্য কিনা কি করে জানবে ?

ওলগা। পার্টি কিছু আর নৈশ বিদ্যালয়ের আসর নয়। আমরা পরীক্ষা করে যাচাই করিনে, আমরা যাচাই করি প্রত্যেককে তার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী কাজে লাগিয়ে।

হুগো। (টাইপরাইটারটা দেখিয়ে) আর এটাই আমার সবচেয়ে সদ্ব্যবহার বুঝি?

ওলগা। রেললাইন কেমন করে ওপড়াতে হয় জান?

হুগো। না।

ওলগা। তাহলে? (চুপচাপ। হুগো আরশীতে নিজের চেহারা দেখে।) নিজের রূপ দেখছো?

হুগো। দেখছি আমি আমার বাবার মত দেখতে কিনা। (থেমে) আমার যদি গোঁফ থাকতো তুমি আমাদের মধ্যে ফারাক করতে পারতে না।

ওলগা। (কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে) কি হ'ল তাতে?

হুগো। আমি আমার বাবাকে পছন্দ করি না।

ওলগা। তা আমরা জানি!

হুগো। বাবা আমাকে বলেছিল, "যৌবনকালে আমিও এক বিপ্লবীদলে কাজ করতাম। তাদের কাগজের জন্য লিখতাম। আমার মত তোরও এ ভূত নামবে।"

ওলগা। আমাকে এ সব কথা বলছ কেন?

হুগো। কিছুর জন্যে নয়। আরশীতে চাইলেই এ-কথাগুলো আমার মনে পড়ে, তাই।

ওলগা। (আলোচনা ঘরের দিকে তাকিয়ে) ওখানে লুই আছে?

হুগো। হ্যাঁ।

ওলগা। আর হোয়েডেরার?

হুগো। তাকে চিনি না, বোধ হয় আছে। মানুষটা কে?

ওলগা। আইন পরিষদ ভেঙে দেবার আগে তার সদস্য ছিল। এখন পার্টির সম্পাদক।

হুগো। ভেতরে ওরা খুব গণ্ডগোল করছে। মনে হয় ঝগড়া হচ্ছে।

ওলগা। হোয়েডেরার একটা প্রস্তাবের পরে ভোট নেবার জন্যে কমিটির মিটিং ডেকেছে।

হুগো। কি প্রস্তাব ?

ওলগা। আমি জানি না। আমি শুধু জানি লুই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে।

হুগো। (হেসে) লুই যদি বিরুদ্ধে হয় ত' আমিও বিরুদ্ধে। কিসের প্রস্তাব জানার কোন দরকার নেই। (থেমে) ওলগা, আমাকে সাহায্য করতে হবে।

ওলগা। কি সাহায্য ?

হুগো। লুইকে বোঝাতে হবে যাতে কোন প্রত্যক্ষ কাজে আমাকে একটা অংশ দেয়। সবাই যখন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে, তখন আমার কাজ শুধু লেখা। আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

ওলগা। তোমার কাজেও তো ঝুঁকি রয়েছে।

হুগো। কিন্তু সে ঠিক এক ঝুঁকি নয়। (চুপচাপ) ওলগা, আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

ওলগা। সত্যি ? কেন ?

হুগো। বড্ড কঠিন।

ওলগা। তোমার তো বিয়ে হ'য়েছে ?

হুগো। তাতে কি ?

ওলগা। তোমার বউকে তুমি ভালবাস না ?

হুগো। নিশ্চয়, ভালবাসি বইকি। (চুপচাপ) যে বেঁচে থাকতে

চায় না তাকে কাজে লাগানো উচিত। অবশ্য কিভাবে লাগানো যায়, তা যদি জানা থাকে। (চুপচাপ আলোচনা-ঘর হতে চেঁচামেচি, চাপা আওয়াজ ভেসে আসে।) ওখানে অবস্থা খারাপ মনে হচ্ছে।

ওলগা। (উদ্বিগ্নভাবে) খুবই খারাপ।

খুলে লুই বেরিয়ে আসে। সঙ্গে দু'জন লোক, তারা দ্রুত সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

লুই। হ'য়ে গেল।

ওলগা। হোয়েডেরার কোথায় ?

লুই। বোরিস আর লুকাসের সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ওলগা। তাহলে ?

লুই। (জবাব না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকি দেয়। চুপচাপ।) খানকির বাচ্চারা !

ওলগা। ভোট নিয়েছিলে ?

লুই। হ্যাঁ। (থেমে) ওকে আলোচনা শুরু করার ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছে। পরের সভায় নির্দিষ্ট সর্ত নিয়ে এলে ওর ইচ্ছে মতই সিদ্ধান্ত হবে।

ওলগা। পরের সভা কবে ?

লুই। দশ দিনের মধ্যে। আমাদের হাতে এক সপ্তাহ সময় আছে। (ওলগা হুগোর দিকে দেখায়।) কি ? ও, হ্যাঁ··· তুমি বুঝি এখনো এখানে ? (হুগোর দিকে চেয়ে আপন মনে আবার বলে) এখনো এখানে···(হুগো চলে যাবার উদ্যোগ করে) দাঁড়াও। তোমাকে হয়তো একটা কাজের ভার দিতে

পারি। (ওলগাকে) আমার চাইতে তুমি ওকে ভাল জান। কতখানি দৌড় ?

ওলগা। চলে যাবে।

লুই। ভেঙে যাবে না ?

ওলগা। ভেঙে যাবে না নিশ্চয় জানি। বরং…

লুই। বরং কি ?

ওলগা। কিছু না। ও ঠিক পারবে।

লুই। বহুত আচ্ছা। (থেমে) ইভান্ চলে গেছে ?

ওলগা। পোয়া ঘণ্টা হবে।

লুই। আমাদের আস্তানাটা ঘেরের পাশেই পড়ে—ফাটার আওয়াজ এখান হতে শোনা যাবে। (চুপচাপ। হুগোর কাছে এসে) শুনলাম তুমি কাজ চাও ?

হুগো। হ্যাঁ।

লুই। কেন ?

হুগো। আমি ঐ রকম।

লুই। খাসা। মুশকিল কি, তুমি তোমার দুহাত দিয়ে কোন কিছুই যে করতে জান না।

হুগো। গত শতকের শেষের দিকে রুশিয়াতে এমন অনেক ছোকরা ছিল যারা পকেটে বোমা নিয়ে কোন গ্র্যাণ্ডডিউকের আসার অপেক্ষায় সময় গুণতো। বোমা ফাটত, গ্র্যাণ্ডডিউক পৌঁছতো যমের দক্ষিণ দুয়োরে, ছোকরা বেচারীও অবশ্য যেত সঙ্গে। সেটুকুতো আমি পারি।

লুই। তারা ছিল অ্যানার্কিস্ট। তুমি নিজেও তাদেরই মত বুদ্ধিবাদী অ্যানার্কিস্ট, তাই তুমি তাদের স্বপ্ন দেখ। ইতিহাসের হিসেবে তুমি পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে আছ।

হুগো। আমি তা হলে একজন অকর্মা।

লুই। ও হিসেবে তাই।

হুগো। বেশ।

লুই। দাঁড়াও! (থেমে) হয়ত, তোমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারি।

হুগো। সত্যিকারের কাজ? তুমি সত্যি বিশ্বাস করবে আমাকে?

লুই। দেখা যাক্। বোস। (থেমে) ব্যাপারটা এই: একদিকে রয়েছে অক্ষশক্তির অনুচর, রিজেণ্টের ফাসিস্ত্ সরকার; অন্যদিকে শ্রেণীহীন সমাজ আর মুক্তির জন্যে লড়াই করছে আমাদের পার্টি। দুয়ের মাঝখানে আছে পেণ্টাগণেরা, জাতীয়তা-বাদী আর লিবেরাল বুর্জোয়াদের তারা প্রতিনিধি। তিনটে দল, তাদের স্বার্থ আমূল পরস্পরবিরোধী। তাদের সদস্যরা পরস্পরকে আপ্রাণ ঘৃণা করে। (থেমে) হোয়েডেরার চায় যে, আমাদের সর্বহারার পার্টি ফাসিস্ত এবং পেণ্টাগণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোয়ালিশন সরকার করে যুদ্ধের শেষে ক্ষমতা দখল করে। সেই উদ্দেশ্যেই সে আজ রাতে এই সভা ডেকেছিল। এতে তুমি কি বল?

হুগো। (হেসে) তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ।

লুই। কেন?

হুগো। এ কখনো হতে পারে নাকি?

লুই। গত তিনঘণ্টা ধরে আমরা এ নিয়েই আলোচনা করছিলাম। যদি বেশীর ভাগ সদস্য এই হাত-মেলানোর নীতিতে সায় দেয় তাহলে তুমি কি করবে?

হুগো। তুমি আমাকে সত্যি সত্যি এ প্রশ্ন করছ?

লুই। হ্যাঁ।

হুগো। যেদিন প্রথম অত্যাচার কথাটার মানে বুঝেছিলাম সেদিনই আমার পরিবার বন্ধু সব ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। তাদের সঙ্গে কোন অবস্থাতেই হাত মেলাতে পারবো না। (থেমে) তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ, তাই না ?

লুই। কমিটি তিন ভোটের বিরুদ্ধে চারভোটে হোয়েডেরারের প্রস্তাব সমর্থন করেছে। আসছে সপ্তাহে হোয়েডেরার রিজেন্টের দূতদের সঙ্গে দেখা করবে।

হুগো। ওকে কি ঘুষ দিয়েছে ?

লুই। জানিনে—তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। বাস্তব বিচারে ও বিশ্বাসঘাতক—আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

হুগো। কিন্তু লুই···মানে, আমি অবশ্য বুঝিনে, কিন্তু···কিন্তু এ যে নিছক পাগলামী। রিজেন্ট আমাদের ঘেন্না করে, আমাদের ধরার জন্য ফাঁদ পাতে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে হয়ে সে লড়াই করছে, আমাদের লোকদের সে গুলি করে মেরেছে। সে কি করে·· ?

লুই। রিজেন্ট অক্ষশক্তির জয়ের সম্ভাবনায় ভরসা হারিয়েছে। সে এখন নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত। যদি মিত্রশক্তি জিতে যায় তাহলে সে দুমুখো নীতি নিয়েছিল বলে সাফাই গাইবার ফন্দী আঁটছে।

হুগো। কিন্তু আমাদের ছেলেরা···

লুই। আমি "পি এ সি"-র প্রতিনিধি ; "পি এ সি"-র সকলে হোয়েডেরারের বিরুদ্ধে। কিন্তু তুমি তো জান অবস্থাটা কি : "পি এ সি"-র সঙ্গে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা মিলে "সর্বহারাদল" তৈরী হয়েছে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা হোয়েডেরারের পক্ষে ভোট দিয়েছে। তারা দলে ভারী।

হুগো। তারা কেন···?

লুই। হোয়েডেরারকে তারা ভয় করে বলে।

হুগো। আমরা কি ওদের দল হতে বার করে দিতে পারি না?

লুই। পার্টির মধ্যে ভাঙন্? অসম্ভব। (থেমে) হুগো, তুমি সত্যি আমাদের পক্ষে?

হুগো। আমি যা কিছু জানি তোমার আর ওলগার কাছেই শেখা—আমার সব কিছুই তোমাদের কাছ হতে পাওয়া। আমার কাছে তোমরাই পার্টি।

লুই। (ওলগা-কে) ও যা বলছে ওকি তা বিশ্বাস করে?

ওলগা। হ্যাঁ।

লুই। চমৎকার। (হুগোকে) তুমি অবস্থাটা বুঝতে পারছো। আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো না, অথচ কমিটির ভেতর দিয়ে আমাদের নীতি স্বীকার করাতেও পারবো না। আসলে কিন্তু এটা শুধু হোয়েডেরারের একটা চাল। হোয়েডেরার না থাকলে বাকী সবাই আমাদের হাতের মুঠোয়। (থেমে) গত মঙ্গলবার হোয়েডেরার পার্টির কাছে একজন ব্যক্তিগত সেক্রেটারী চেয়েছিল। একজন বিবাহিত ছাত্র।

হুগো। বিবাহিত কেন?

লুই। তা জানিনে। তুমি বিয়ে করেছ?

হুগো। হ্যাঁ।

লুই। তাহলে? কাজটা তুমি নিচ্ছ? (তারা পরস্পরের দিকে মুহূর্তকাল তাকায়।)

হুগো। (প্রত্যয়ের সঙ্গে) হ্যাঁ।

লুই। খুব ভাল। তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কালই রওনা হবে। ও এখন থাকে এখান হতে মাইল কুড়ি দূরে ওর এক

বন্ধুর বাগান বাড়িতে। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে সেখানে তিনবেটা গুণ্ডা বাড়ি পাহারা দেয়। তুমি শুধু ওর পরে নজর রাখবে। তুমি পৌছলেই আমরা তোমার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করব। রিজেণ্টের দুতদের সঙ্গে কোনক্রমেই ওর যেন দেখা না হয়। অন্ততঃ দ্বিতীয়বার যেন আর সাক্ষাৎ না ঘটে। বুঝতে পারলে ?

হুগো। হ্যাঁ।

লুই। আমরা যে রাতে তোমাকে সঙ্কেত জানাব তুমি দরজা খুলে দেবে। তিনজন কমরেড গিয়ে কাজ হাসিল করে আসবে। তাদের সঙ্গে মোটর গাড়ী থাকবে। তারা কাজ সারার ফাঁকে তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কেটে পড়তে পার।

হুগো। ও, এই ব্যাপার! এ৹ তাহলে সব! আমার যোগ্যতা শুধু ঐটুকু কাজের বলে তোমরা ভাব ?

লুহ। তুমি রাজী নও ?

হুগো। না, মোটেই না। আমি তোমাদের হাতের পুতুল হতে রাজী নই। জানইত, আমাদের বুদ্ধিজীবিদেরও কিছু অহঙ্কার আছে। যে কোন কাজ হলেই কিছু আমরা নিই না।

ওলগা। হুগো।

হুগো। এখন আমার কথাটা শোন। আমার প্রস্তাব হ'ল এই। কোন যোগাযোগ নয়, কোন গুপ্তচর নয়। সমস্ত কাজ আমি একলা হাসিল করব।

লুই। তুমি ?

হুগো। হ্যাঁ।

লুই। আনাড়ীর পক্ষে কাজটা একটু বেশী রকমের কঠিন।

হুগো। তোমার খুনে তিনজন হয়ত হোয়েডেরারের রক্ষীদের সামনে পড়ে যাবে—তারা সহজেই মারা পড়তে পারে। আমি যদি তার সেক্রেটারী হই আর যদি তার বিশ্বাস পাই, দিনের মধ্যে অনেক সময়ই তার সঙ্গে একা থাকার সুযোগ পাব।

লুই। (ইতস্তত করে) আমি কিন্তু…

ওলগা। লুই!

লুই। বল?

ওলগা। (নরম স্বরে) ওকে বিশ্বাস কর। বেচারী একটা কিছু করার জন্যে ছটফট করছে। ও তোমাকে কিছুতেই বসিয়ে দেবে না।

লুই। তুমি ওর জামিন হ'চ্ছ?

ওলগা। নিশ্চয়।

লুই। তাহলে বেশ। এখন শোন…

দূরে বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ শোনা যায়।

ওলগা। কাজ হাসিল করেছে।

লুই। আলোগুলো নিভিয়ে দাও।

তারা আলো নিভিয়ে জানলা খুলে দেয়। অনেক দূরে আগুনের আভা দেখা যায়।

ওলগা। চমৎকার জ্বলছে। চমৎকার। খাসা, যেন উৎসবের আগুন। ও তাহলে কাজটা ঠিকমতই হাসিল করেছে।

তারা সবাই জানলায় এসে দাঁড়ায়।

হুগো। হ্যাঁ, ঠিকমতই কাজটা হাসিল করেছে। সপ্তাহ শেষ

হবার আগে তোমরা দুজনে এখানে এসে এমনিতর দাঁড়াবে, এমনিতর এক রাতে সংবাদের অপেক্ষা করবে। তোমরা উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কথা বলবে, আমি তোমাদের কাছে দরকারী লোক হয়ে উঠবো। তোমরা ভাববে, কাজটা ও কতখানি গোছাতে প'রলো? তারপর টেলিফোন বেজে উঠবে, কিম্বা হয়ত' কেউ দরজায় কড়া নাড়বে, আর এখন যেমন হাসছ তেমনি হেসে তোমরা বললেঃ "ও কাজটা ঠিক মতই হাসিল করেছে…"

যবনিকা

দ্বিতীয় দৃশ্য

ষ্টুডিও। হোয়েডেরারের বাগানবাড়ীর মধ্যে একটা আত্মসম্পূর্ণ ছোট্ট বাড়ী। একটা বিছানা, কয়েকটা কাবার্ড, আর হাতলওয়ালা কেদারা। আসবাব-পত্রের ওপরে মেয়েদের নানা পোষাক পরিচ্ছদ ইতস্তত ছড়ানো। বিছানাটা একরাশ স্যুটকেসের নীচে চাপা পড়েছে ।

যেসিকা বাক্স প্যাঁটরা খুলছে। জানলা দিয়ে একবার বাইরে দেখে, তারপর এককোণে দাঁড় করানো "এইচ, বি" আদ্যক্ষর লেখা একটা বন্ধ স্যুটকেসের কাছে যায়, সেটা টেনে নামায়, জানলা দিয়ে বাইরে আব একবার দেখে নয়, তারপর কাবার্ডে ঝোলানো ছেলেদের একটা স্যুটের কাছে যায়। তারপর দ্রুত স্যুটকেসটা হাতড়ে তা হতে কিছু একটা বার করে দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে সেটা দেখে। আবাব জানলার দিকে চায়। তারপর তাড়াতাড়ি স্যুটকেসটা বন্ধ করে চাবীটা জ্যাকেটেব পকেটে রেখে দেয়। হাতে যে জিনিসগুলো ছিল তাড়াতাড়ি তোষকের নীচে লুকিয়ে ফেলে। হুগো ঢোকে

হুগো। ভেবেছিলাম, ওরা বুঝি কোনদিন আর থামবে না। আমি যে এতক্ষণ ছিলাম না, খুব একঘেয়ে লাগছিল ?

যেসিকা। ভয়ানক।

হুগো। কি করছিলে ?

যেসিকা। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হুগো। ঘুমিয়ে পড়লে আবার একঘেয়ে লাগবে কি করে ?

যেসিকা। স্বপ্ন দেখলাম যে, খুব একঘেয়ে লাগছে, তাই উঠে পড়লাম। তাইত বাক্স খুলতে লেগে গেছি। (বিছানা আসবাবপত্রের পরে এলোমেলো ছড়ানো কাপড় জামার স্তূপের দিকে দেখায়।)

হুগো। তাইত দেখছি।

যেসিকা। কি রকম লোকটা?

হুগো। কে?

যেসিকা। হোয়েডেরার।

হুগো। হোয়েডেরার? নিতান্ত সাধারণ লোক।

যেসিকা। বয়েস কত?

হুগো। দু' বয়েসের মাঝামাঝি।

যেসিকা। কোন দুই?

হুগো। বিশ আর ষাট।

যেসিকা। লম্বা না বেঁটে?

হুগো। মাঝামাঝি।

যেসিকা। কোন বিশেষ চিহ্ন আছে?

হুগো। একটা নীলচে দাগ, একটা কাচের চোখ, আর একটা পরচুলো।

যেসিকা। চালাকী করছ, না? আমাকে খ্যাপানো হচ্ছে। ভাল করেই জান তাকে বর্ণনা করার সাধ্যি তোমার নেই।

হুগো। খুব আছে।

যেসিকা। না, নেই। কি রং-এর চোখ বলত।

হুগো। পাঁশুটে।

যেসিকা। মৌমাছি, তোমার ধারণা সব মানুষেরই চোখের রং পাঁশুটে। মানুষের নীল চোখ হয়, বাদামী চোখ হয়, সবুজ চোখ হয়, কালো চোখ হয়। অনেকের আবার ফিকে বেগুনী রঙের চোখ পর্যন্ত থাকে। বলত, আমার চোখ কি রঙের? (চট্ করে হাত দিয়ে নিজের চোখ দুটো ঢেকে) দেখোনা কিন্তু।

হুগো। নীল।

যেসিকা। তুমি দেখে নিয়েছ।

হুগো। মোটেই না। তুমিই তো আমাকে সকালে বলেছ।

যেসিকা। বোকা কোথাকার। (কাছ ঘেঁসে) হুগো, ভাল করে ভেবে মনে করত, ওর কি গোঁফ আছে ?

হুগো। না। (থেমে, একটু পরে জোরের সঙ্গে) আমি নিঃসন্দেহ, ওর গোঁফ নেই।

যেসিকা। (বিষণ্ণভাবে) যদি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারতাম।

হুগো। (খুব ভেবে নিয়ে, জোরে) ও একটা ফুটকি ফুটকি মারা টাই পরেছিল।

যেসিকা। ফুটকি মারা ?

হুগো। ফুটকি দেওয়া।

যেসিকা। যাঃ !

হুগো। ঐ যে···এই রকমের (বো-টাই বাঁধার ভঙ্গী করে)··· বুঝলে না ?

যেসিকা। আমি জানতাম, আমি ঠিক জানতাম। ও যতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলছিল তুমি শুধু ওর টাইয়ের দিকে চেয়েছিলে। হুগো—ও নিশ্চয়ই তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

হুগো। মোটেই না।

যেসিকা। নিশ্চয়ই ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

হুগো। ও ভয় পাওয়াবার মত লোকই না।

যেসিকা। তাহলে ওর টাই-এর দিকে চেয়েছিলে কেন ?

হুগো। ও যাতে ভয় না পায় তারি জন্যে।

যেসিকা। বুঝেছি। আচ্ছা, মৌমাছি, তাহলে তাই। আমি

একবার ওকে একনজর দেখে নিই। তারপরে ও কেমন দেখতে যদি জানতে ইচ্ছে করে, তাহলে শুধু একবার আমাকে জিজ্ঞেস কোরো। ও কি বলল ?

হুগো। আমি ওকে বললাম আমার বাবা টোস্ক্ কয়লাখনির ভাইস্ প্রেসিডেন্ট্। আমি পার্টিতে যোগ দেবার পরে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেছে।

যেসিকা। ও কি বলল ?

হুগো। চমৎকার।

যেসিকা। তারপরে ?

হুগো। আমি ওকে খোলাখুলিই বললাম যে, আমি উপাধি পরীক্ষায় পাশ করেছি। তবে এটাও বুঝিয়ে দিলাম যে, আমি মোটেই বুদ্ধিসর্বস্ব নই—সেক্রেটারী হিসাবে নকলনবিশী করতে আমার একটুও সঙ্কোচ নেই। বোঝালাম যে, হুকুম মানা আর নিয়মের কড়াকড়ি মত চলাকে আমি আত্মসম্মানের ব্যাপার বলেই মনে করি।

যেসিকা। তাতে সে কি বললে ?

হুগো। চমৎকার।

যেসিকা। এতেই দুঘণ্টা লেগে গেল ?

হুগো। মাঝে মাঝে থামতে হয়েছে তো।

যেসিকা। তুমি নিজে অন্যদের কি বলেছ সে কথাই খালি আমাকে বল, অন্যরা তোমাকে কি বলে তাতো কখন বল না।

হুগো। আমার ধারণা অন্যলোকের চাইতে আমার কথায় তোমার আগ্রহ বেশী।

যেসিকা। তাত' বটেই, সোনা। কিন্তু তোমাকে যে আমি জানি। অন্যদের যে আমি জানি না।

হুগো। তুমি কি হোয়েডেরারকে জানতে চাও ?

যেসিকা। আমি সকলকেই জানতে চাই।

হুগো। হুঁ ! ও নিতান্ত সাধারণ মানুষ।

যেসিকা। তুমি কি করে জানলে ? তুমি ত' ওর দিকে চাইওনি।

হুগো। ফুটকিমারা টাই শুধু সাধারণ লোকেরাই পরতে পারে।

যেসিকা। গ্রীকসাম্রাজ্ঞীরা তাদের বর্বর সেনাপতিদের সঙ্গে ঘুমোত।

হুগো। গ্রীসে কোন সাম্রাজ্ঞী ছিল না।

যেসিকা। বাইজান্‌টিয়ামে ত' ছিল।

হুগো। বাইজান্‌টিয়ামে গ্রীক সাম্রাজ্ঞী আর বর্বর সেনাপতি ছিল বটে, কিন্তু তারা এক সঙ্গে কি করত তার কোন বিবরণ লেখা নেই।

যেসিকা। তা ছাড়া আবার কি করত ? (একটু থেমে) ও তোমায় জিজ্ঞেস করল না আমি কেমন দেখতে ?

হুগো। না।

যেসিকা। জিজ্ঞেস করলেও তুমি ত' কিছু বলতে পারতে না। তুমি জানই না।

হুগো। না। তাছাড়া ওর জন্যে মাথাঘামানোর সময় এখন ফুরিয়ে এসেছে।

যেসিকা। কেন ?

হুগো। মুখ বন্ধ রাখতে পারবে ?

যেসিকা। দুহাত দিয়ে রাখব।

হুগো। ও মরতে চলেছে।

যেসিকা। কেন, অসুখ করেছে ?

হুগো। না, ওকে আততায়ীদের হাতে মরতে হবে। সব রাজ-নৈতিক নেতাদের যেমন হয়।

যেসিকা। ও। (থেমে) তাহলে তোমার কি হবে মৌমাছি? তুমিও কি রাজনৈতিক লোক?

হুগো। নিশ্চয়।

যেসিকা। তাহলে রাজনৈতিক লোকের বিধবা কি করবে?

হুগো। স্বামীর দলে যোগ দিয়ে তার অসমাপ্ত কাজ চালিয়ে যাবে।

যেসিকা। ও বাবাঃ। আমি বরং তার কবরের পরে আত্মহত্যা করব।

হুগো। সে আজকাল আর কোথাও হয় না, এক মালাবারে ছাড়া।

যেসিকা। বেশ, তাহলে শোন আমি কি করব। আমি তখন একজন একজন করে তোমার প্রত্যেক আততায়ীর কাছে যাব। তাদের আমি পাগলের মত আমার প্রেমে পড়াব। তারপর যখন তারা ভাববে যে, আমার দর্পী বেদনার্ত মনে তারা বুঝি সান্ত্বনা দিতে পারে, তখন তাদের কালো বুক-গুলোয় আমি একটা করে ছোরা আমূল বসিয়ে দেব।

হুগো। কোনটাতে তোমার বেশী মজা লাগবে? তাদের খুন করতে না তাদের ফোসলাতে?

যেসিকা। তুমি একটা নিরেট অসভ্য।

হুগো। আমরা খেলছি কি খেলছি না?

যেসিকা। আমরা মোটেই এখন খেলছি না। বাক্স পেঁটরাগুলো খুলতে দাও।

হুগো। ও এখন থাকগে।

যেসিকা। সব ত' খোলা হ'য়ে গেছে। তোমারটা শুধু বাকি। চাবীর গোছাটা দাও।

হুগো। তোমায় দিলাম যে।

যেসিকা। (দৃশ্যের গোড়ায় যে স্যুটকেসটা খুলেছিল সেটা দেখিয়ে,
ঐটের দাওনি।

হুগো। ওটা আমি নিজে খুলব।

যেসিকা। মানিক, ও তোমার কাজ নয়।

হুগো। এ আবার তোমার কাজ কবে হতে হ'ল? তুমি কি
এখন গেরস্থালী খেলা খেলছ নাকি?

যেসিকা। তুমি যে বিপ্লবী বিপ্লবী খেলছ।

হুগো। বিপ্লবীদের গেরস্থ বউয়ে কোন দরকার নেই।

যেসিকা। বিপ্লবীদের যে তামাটে মেয়ে বেশী পছন্দ। তোমার
ওলগা সখীর মত।

হুগো। হিংসে?

যেসিকা। ইচ্ছে করছে। ও খেলা কখনো খেলিনি। খেলবে?

হুগো। তোমার যদি ভাল লাগে।

যেসিকা। বেশ। চাবীটা দাও।

হুগো। কখনো না।

যেসিকা। ও স্যুটকেসে কি আছে?

হুগো। ভয়ানক লজ্জার সে গুপ্তকথা।

যেসিকা। কি গুপ্তকথা?

হুগো। আমি আমার বাবার ছেলে নই।

যেসিকা। তাহলে তো তোমার খুব মজাই হয়, হুজুর। কিন্তু সে
অসম্ভব: তোমার বাবার সঙ্গে তোমার চেহারার মিল
বড্ড বেশী।

হুগো। মিথ্যে কথা! আচ্ছা যেসিকা, তোমার সত্যিই মনে হয়
আমি বাবার মত?

যেসিকা। আমরা খেলছি কি খেলছি না?

হুগো। খেলছি।

যেসিকা। স্যুটকেসটা খোল।

হুগো। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি কিছুতেই খুলব না।

যেসিকা। ওটা নিশ্চয়ই তোমার প্রণয়িনীর চিঠিতে ঠাসা—নয়তো ফোটোতে। খোল বলছি।

হুগো। কখনো না।

যেসিকা। খোল, খোল কিন্তু।

হুগো। না, না, না।

যেসিকা। তুমি কি খেলছ ?

হুগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। বেশ। তাহলে এবার আব্বা। আমি এখন আর খেলছি না। এবারে খোল।

হুগো। আব্বা নেই। আমি খুলব না।

যেসিকা। না খুললে। আমি জানি ওতে কি আছে।

হুগো। কি ?

যেসিকা। এই···এটা···(তোষকের নীচে হতে কিছু বার করে। তারপর নিজের হাতদুটো হুগোর পিছনে নিয়ে একতাড়া ফোটো নেড়ে দেখায়) এগুলো !

হুগো। যেসিকা !

যেসিকা। (বিজয়িনীর মত) তোমার নীল স্যুটে চাবী ছিল। আমি জানি তোমার প্রণয়িনী, রাজকন্যা, সাম্রাজ্ঞীটি কে ? আমিও না, তোমার তামাটে মেয়েও না—তোমার প্রেমিক তুমি নিজে, সোনা, তুমি নিজে। বাক্সে তোমার নিজের বারোখানা ফোটো ছিল !

হুগো। ফিরিয়ে দাও।

যেসিকা। তোমার ঘুমঘুম কৈশোরের বারোখানা ছবি। তিন বছরের, ছ'বছরের, আট, বারো আর ষোল বছরের। তোমার বাবা তোমাকে বাড়ি হতে তাড়িয়ে দেবার সময়ে এগুলো নিয়ে এসেছিলে। এরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে সব জায়গায় ঘুরছে। নিজেকে কি ভালটাই না বাস!

হুগো। যেসিকা, আমি কিন্তু এখন খেলছি না।

যেসিকা। ছ'বছর বয়েসে খুব শক্ত কলার পরতে। তোমার রোগা ছোট্ট গলায় নিশ্চয় খুব লাগত। বো টাই, মখমলের স্যুট পরনে!

হুগো। (এতক্ষণ চুপচাপ ছেড়ে দেওয়ার ভান করছিল, হঠাৎ যেসিকার 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে) পাজী শয়তান মেয়ে। দিয়ে দাও, দিয়ে দাও বলছি।

যেসিকা। এই, ছেড়ে দাও! (দুজনে জড়াজড়ি করে বিছানায় পড়ে) এই, এই, দুজনেই মারা যাব যে।

হুগো। ওগুলো দিয়ে দাও আগে।

যেসিকা। বলছি হঠাৎ ছুটে যেতে পারে! (হুগো উঠে পড়ে। যেসিকা তার পেছনে লুকিয়ে রাখা রিভলবারটা দেখিয়ে) আমি বাক্সে এটাও পেয়েছি।

হুগো। দিয়ে দাও আমাকে।

রিভলবারটা তার হাত হতে নিয়ে নেয়। ঝোলানো স্যুটের কাছে গিয়ে চাবীটা বার করে, স্যুটকেস খুলে রিভলবারের সঙ্গে ফোটোগুলো তুলে রেখে দেয়। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

যেসিকা। ও রিভলবার কিসের জন্তে?

হুগো। আমি সব সময়ে একটা সঙ্গে রাখি।

যেসিকা। মিথ্যে কথা। এখানে আসার আগে তোমার কাছে কোনদিন রিভলবার ছিল না। কেন এটা সঙ্গে রেখেছ?

হুগো। জানতে চাও?

যেসিকা। হ্যাঁ, কিন্তু সত্যি করে বলো। তোমার জীবন হতে আমাকে সরিয়ে রাখার কোন অধিকার তোমার নেই।

হুগো। কাউকে বলবে না?

যেসিকা। কাউকে না।

হুগো। আমি এখানে হোয়েডেরারকে খুন করতে এসেছি।

যেসিকা। তুমি সত্যি অসহ্য, হুগো। বললাম না যে, মোটেই এখন খেলা করছি না।

হুগো। হাঃ! হাঃ! আমি খেলা করছি? না, সত্যি সত্যি বলছি? রহস্য···

যেসিকা। তুমি তাকে কেন খুন করতে চাও? তুমি তাকে চেন না পর্যন্ত।

হুগো। যাতে আমার বউ আমাকে খানিকটা গুরুত্ব দেয়।

যেসিকা। আমি তোমাকে পূজো করব, লুকিয়ে রাখব, খাবার এনে খাওয়াব; তোমার গুপ্ত জায়গায় তোমাকে দেখাশোনা করব। আর যখন শেষটায় প্রতিবেশীরা আমাদের ধরিয়ে দেবে তখন সৈন্যদের ভেতর দিয়ে ছুটে গিয়ে তোমাকে বুকে জড়িয়ে পাগলের মত চেঁচিয়ে বলব—"আমি তোমাকে ভালবাসি·"

হুগো। এখন বল।

যেসিকা। কি?

হুগো। তুমি আমাকে ভালবাস।

যেসিকা। আমি তোমাকে ভালবাসি।

হুগো। ঠিক করে বল।

যেসিকা। আমি তোমাকে ভালবাসি।

হুগো। ও ঠিক করে হ'ল না।

যেসিকা। হ'ল কি তোমার? খেলছ কি?

হুগো। না, খেলছি না।

যেসিকা। তবে আমাকে অমন করে বলছ কেন? অমন ত' তুমি কর না।

হুগো। কি জানি। ভাবতে ভালো লাগে তুমি আমাকে ভালবাস। এ আমার অধিকার, তাই না? তাহলে বল তাই। ভাল করে, সত্যি করে।

যেসিকা। তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে ভালবাসি। না। তোমাকে ভালবাসি। ধুৎ, চুলোয় যাও। তুমি কেমন করে বলতে শুনি?

হুগো। আমি তোমাকে ভালবাসি।

যেসিকা। দেখলে তো। তুমিও কিছু আমার চাইতে ভাল করে বলতে পার না।

হুগো। 'যেসিকা, তোমাকে এইমাত্র যা বললাম বিশ্বাস হ'ল না?

যেসিকা। তুমি আমাকে ভালবাস?

হুগো। আমি হোয়েডেরারকে খুন করতে এসেছি।

যেসিকা। নিশ্চয়, আমি খুব বিশ্বাস করি।

হুগো। যেসিকা, বোঝার চেষ্টা কর। একটু গুরুত্ব দাও।

যেসিকা। কেন গুরুত্ব দেব?

হুগো। সব সময়েই কি খেলা যায়?

যেসিকা। আমার গুরুগম্ভীর হতে ভাল লাগে না। তবু চেষ্টা করছি। না হয় গম্ভীর হবার খেলাই খেলছি।

হুগো। আমার চোখে চোখ রাখো। না, হেসো না। শোন। হোয়েডেরার সম্বন্ধে যা বললাম তা সত্যি। পার্টি আমাকে পাঠিয়েছে।

যেসিকা। আমি তা জানতাম। আগে কেন বলনি?

হুগো। তাহলে তুমি হয়ত আমার সঙ্গে আসতে চাইতে না।

যেসিকা। কেন? এ তোমার ব্যাপার। এতে আমার কি?

হুগো। কাজটা ত তেমন সুবিধের নয়।…লোকটাকে বেশ কঠিন মাল বলে মনে হচ্ছে।

যেসিকা। আমরা ওকে ক্লোরোফর্ম করে কামানের মুখে বেঁধে দেব।

হুগো। যেসিকা! আমি কথাটায় গুরুত্ব দিচ্ছি।

যেসিকা। আমিও তো দিচ্ছি।

হুগো। না, তুমি গুরুত্ব দেওয়ার ভান করছ। নিজেই ত বললে।

যেসিকা। না, তুমি তাই বলেছ।

হুগো। আমাকে বিশ্বাস কর। লক্ষ্মীটি, আমাকে বিশ্বাস কর।

যেসিকা। আমি সত্যিই গুরুত্ব দিচ্ছি এ যদি তুমি বিশ্বাস কর তবেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করব।

হুগো। বেশ। আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি।

যেসিকা। না, তুমি বিশ্বাস করবার ভান করছ।

হুগো। ঈশ্বর, আমায় ধৈর্য দাও। যেসিকা…(দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ) ভেতরে এস।

যেসিকা দর্শকদের দিকে পেছন করে স্যুটকেসের সামনে দাঁড়ায়। হুগো দরজা খোলে। স্লিক এবং জর্জ মৃদু হাসতে হাসতে ঢোকে। তাদের কোমরে পিস্তল-বন্দুক। চুপচাপ।

জর্জ। এই যে!

হুগো। কি?

জর্জ। তোমাদের সাহায্য করতে এলাম।

হুগো। কি জন্যে?

শ্লিক। বাক্স বিছানা খুলতে।

যেসিকা। তোমরা ত বড্ড ভালোলোক। কিন্তু এ আমি নিজেই করে নিতে পারবো।

শ্লিক। (চেয়ারের ওপর হতে একটা শায়া তুলে নিয়ে সামনে ধরে) এগুলো মাঝখানে ভাঁজ করতে হয়, তাই না?

জর্জ। শ্লিক, রেখে দে এক্ষুণি। মগজে বদ্ মতলব ঢুকিয়ে দিতে পারে। (যেসিকাকে) দেখুন, ওকে মাপ করবেন। আমরা ছ'মাস হ'ল একটা মেয়েমানুষের মুখ পর্যন্ত দেখিনি।

শ্লিক। কেমন যে দেখতে তা পর্যন্ত মনে করতে পারি না। (দুজনে যেসিকার দিকে চায়।)

যেসিকা। তা, এখন মনে পড়ছে?

জর্জ। আজ্ঞে। একটু একটু করে।

যেসিকা। গ্রামে কি মেয়ে টেয়ে নেই নাকি?

শ্লিক। থাকতে পারে। আমরা এখান হতে বেরোই না।

জর্জ। আগের সেক্রেটারী রোজ রাতে দেয়াল টপকাত। একদিন সকালে দেখি একটা পুকুরে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। বুড়োকর্তা তাই ঠিক করলে এবারকার সেক্রেটারী বউ সঙ্গে করে আনবে। মানে, ফুর্তিটুর্তি যাতে ঘরে বসেই করতে পারে।

যেসিকা। ভারী বিবেচনা ত'।

শ্লিক। আমাদেরও যে একটু ফুর্তি দরকার সে বিবেচনা তো দেখিনে।

যেসিকা। কেন ?

জর্জ। কর্তা বলে যে আমাদের বুনো রাখা দরকার।

হুগো। এরা হোয়েডেরারের দেহরক্ষী।

যেসিকা। কি জান, আমিও এটুকু আন্দাজ করেছিলাম।

শ্লিক। (বন্দুক দেখিয়ে) এটার জন্যে ?

যেসিকা। ওটার জন্যেও বটে।

জর্জ। তাবলে মনে ক'র না যে, আমরা একাজে পেশাদার। আমি নিজে আসলে ঘর মেরামতী মিস্ত্রী। এটা পার্টির জন্যে বিশেষ কাজ ব'লে করছি।

শ্লিক। আমাদের দেখে ভয় পাওনি ত, কি বল ?

যেসিকা। মোটেই না। তবে কি জান, আমার মনে হয় তোমাদের ও গয়নাগাঁটিগুলো খুলে রাখলেই ভাল হয়। ওই কোণে রেখে দাও না।

জর্জ। দুঃখিত।

শ্লিক। তা হয় না।

যেসিকা। ঘুমোবার সময়ও কি ওগুলো খুলে রাখ না ?

জর্জ। আজ্ঞে না।

হুগো। আমি যখন হোয়েডেরারের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাই ওরা আগাগোড়া পথ আমার পিঠে ওদের বন্দুকের মাথা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়েছিল।

জর্জ। (হেসে ওঠে) আমরা ঐ রকম।

শ্লিক। (হেসে ওঠে) ওর একটু পা ফস্‌কালেই তুমি এতক্ষণে বিধবা ! (সবাই হেসে ওঠে।)

যেসিকা। তোমাদের কর্তা নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছে।

শ্লিক। ভয় পাবে কেন, তবে বেমক্কা খতম হওয়া তার ইচ্ছে নয়।

যেসিকা। তাকে খুন করবে কেন ?

শ্লিক। তা আমি জানবো কি করে ? আমি শুধু জানি, কেউ তাকে মারার মতলব করছে। দিন পনের হবে তার দোস্ত্‌রা এসে তাকে সাবধান ক'রে গেছে।

যেসিকা। ভারী রোমাঞ্চকর ব্যাপার ত'।

জর্জ। আমরা পাহারায় আছি, ব্যস। কিছু না, ক'দিনেই তোমাদের অভ্যেস হ'য়ে যাবে। এমন কিছু চোখে পড়ার মত নয়। (ঘরের মধ্যে ঔদাসীন্যের ভান ক'রে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। কাবার্ডের কাছে যেয়ে সেটা খুলে হুগোর স্যুট্‌টা টেনে বার করে) বাঃ, খুব জোব একখান পোষাক ! পোকা ধবেনি ত' ?

ঝাড়বার ভান ক'রে পকেটগুলো টিপে দেখে, তারপব কাবার্ডে আবার রেখে দেয়। যেসিকা আর হুগো পবস্পরের দিকে তাকায়।

যেসিকা। আমরা সব বসছিনে কেন ?

শ্লিক। না, না, ধন্যবাদ।

যেসিকা। আমি বসলে আপত্তি আছে ? (সে আর হুগো ব'সে পড়ে)

শ্লিক। (জানলার কাছে যেয়ে) চমৎকার দৃশ্য।

জর্জ। আরামের জায়গা।

শ্লিক। খাসা, কোন গোলমাল নেই।

জর্জ। বিছানাটা দেখেছ ? তিনজনের শোয়ার মত।

শ্লিক। চারজনের। নতুন বিয়ের জোড়—শুতে বেশী জায়গা নেয় না।

জর্জ। কত যায়গা নষ্ট দেখ ত—আর অন্যদের কিনা শুতে হয় মেঝের ওপর।

শ্লিক। এই, চোপরাও—শেষে রাতে এরি স্বপ্ন দেখি আর কি!

যেসিকা। তোমাদের শোয়ার বিছানা আছে?

জর্জ। (শ্লিককে দেখিয়ে) ও অফিসের সতরঞ্চির পরে শুয়ে ঘুমোয়—আর আমি বুড়ো কর্তার ঘরের বাইরে বারান্দায় ঘুমোই।

যেসিকা। খুব অসুবিধে হয় না?

জর্জ। তোমার কর্তার হ'লে অসুবিধে হত—ও নরম জাতের মানুষ। আমাদের পক্ষে ওই ঠিক। মুশকিল কি, আমাদের নিজেদের ব'লে কোন যায়গা নেই। বাগানটা ব্যামোর আড়ৎ, তাই হলঘরেই আমাদের সময় কাটাতে হয়।

শ্লিক নীচু হয়ে খাটের নীচে দেখে।

হুগো। কি খুঁজছ ওখানে?

শ্লিক। ইঁদুর। (উঠে পড়ে)

হুগো। একটাও দেখতে পেলে?

শ্লিক। না।

হুগো। ভালই হয়েছে। (চুপচাপ)

যেসিকা। তোমরা তাহ'লে তোমাদের কর্তাকে একা রেখে এসেছ? অনেকক্ষণ তাকে ছেড়ে থাকলে যদি তার কোন বিপদ ঘটে?

জর্জ। তার সঙ্গে লেঅঁ আছে (টেলিফোন দেখিয়ে) কিছু ঘটলে সব সময়ই ফোন করতে পারে।

চুপচাপ। হুগো উঠে পড়ে, তার মুখ উত্তেজনায় ফ্যাকাশে, যেসিকাও উঠে পড়ে। হুগো দরজার কাছে যেয়ে দরজাটা খোলে।

হুগো। যখন খুশী হয় এসো মাঝে মাঝে। এখানে সব সময়ই তোমরা স্বাগত।

জর্জ। (দরজার কাছে ধীর পায় যেয়ে দরজাটা বন্ধ করে) আমরা যাচ্ছি। এই এক মিনিট। ছোট্ট একটা লোক-দেখানো কাজ চুকে গেলেই যাব।

হুগো। কি লোকদেখানো কাজ?

স্লিক। ঘরটা তল্লাসী করতে হবে।

হুগো। না।

জর্জ। না?

হুগো। মোটেই তা করতে পাবে না।

জর্জ। আহা, মেজাজ গরম কর কেন? এটা হুকুম।

হুগো। কার হুকুম?

স্লিক। হোয়েডেরারের।

হুগো। হোয়েডেরার আমার ঘর তল্লাসী করার জন্য হুকুম দিয়েছে?

জর্জ। আচ্ছা, তুমি ত একটা মাথাওলা মানুষ, তবে এমন বোকার মত করছ কেন? আমরা খবর পেয়েছি দু'দশ দিনের মধ্যেই এখানে কেউ বন্দুক দাগার চেষ্টা করতে পারে। তুমিই বল এর পর কি আমরা কাউকে ভাল ক'রে তল্লাসী না ক'রে এখানে আসতে দিতে পারি? কে বলতে পারে যে তুমিই-বা তোমার কোনো খোপে খাপে দু'চারটে হাতবোমা কি আগুন-বাজী সাফাই ক'রে আননি। অবশ্যি তোমাকে দেখলে সে ধরণের আদমী মালুম হয় না।

হুগো। আমার কথার সিধে জবাব দাও। হোয়েডেরার কি স্পষ্ট করে আমার জিনিসপত্র তল্লাসী করার হুকুম দিয়েছে?

স্লিক। (জর্জকে) স্পষ্ট ক'রে ?

জর্জ। স্পষ্ট করে।

স্লিক। এখানে আমাদের হাতের মধ্যে দিয়ে চোলাই না হ'য়ে কেউ আসতে পারে না। এই হুকুম।

হুগো। আমি খানাতল্লাসী হ'তে রাজী নই। আমাকে বাদ দিয়ে তোমাদের হুকুম চলবে। এই শেষ কথা।

জর্জ। তুমি কি পার্টির লোক নও ?

হুগো। নিশ্চয়।

জর্জ। তাহ'লে তারা কি শিখিয়েছে তোমাকে ? হুকুম যে কি জিনিস তা কি জান না ?

হুগো। তোমরা যেটুকু জান আমিও সেটুকু জানি।

জর্জ। আর হুকুম একবার দেওয়া হ'লে সে হুকুম যে তোমাকে মানতেই হবে, তা জান না ?

হুগো। জানি বই কি।

জর্জ। তবে ?

হুগো। আমি হুকুম মানি, কিন্তু আমার আত্মসম্মান আছে। আমাকে হাস্যাস্পদ করার জন্যে কোনো নির্বোধ হুকুম দেওয়া হ'লে, তা আমি মানতে রাজী নই।

জর্জ। শুনলি স্লিক, হ্যারে তোর আত্মসম্মান আছে নাকি ?

স্লিক। মনে ত হয় না ? তোর ?

জর্জ। ওসব আত্মসম্মান-টম্মান হ'তে হ'লে আগে লেখাপড়া শিখতে হয়।

হুগো। তোমরা কেন বুঝতে পারছ না ? আমি যে পার্টিতে এসেছিলাম সে ত' সব মানুষ একদিন নিজেকে সম্মান করার অধিকার পাবে এই বিশ্বাসে।

জর্জ। স্লিক, ওকে শিগ্‌গির চুপ করা, নইলে আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব। মাথাওলা মশাই, আমরা অন্য ধাতের মানুষ। আমরা পার্টিতে এসেছিলাম না খেয়ে না খেয়ে পেটে চড়া প'ড়ে গিয়েছিল ব'লে।

স্লিক। যাতে একদিন আমাদের মত দুনিয়ার সব শালা বেজন্মা পেট ভরে খেতে পায়।

জর্জ। স্লিক, বাজে কথা রাখ। ঐটে দিয়ে শুরু করা যাক্।

হুগো। আমার কোন জিনিস তোমরা ছোঁবে না।

জর্জ। তাই নাকি মাথাওলা মশাই? তা আটকাবে কেমন করে?

হুগো। আমার কোন জিনিস যদি ছোঁও আমরা আজ রাতেই তাহ'লে এখান হ'তে চলে যাব। হোয়েডেরার তার নতুন সেক্রেটারী খুঁজে নিতে পারে।

জর্জ। তাই ত', বড্ড ভয় পেয়ে গেলাম!

হুগো। বেশ, ভয় না হয় খানাতল্লাসী কর।

জর্জ মাথা চুলকোয়। যেসিকা সমস্তক্ষণ অত্যন্ত ধীরভাবে সেলাই করছিল এখন ওদের কাছে যায়।

যেসিকা। তা, হোয়েডেরারকে একবার ফোন করে দেখ না।

জর্জ। হোয়েডেরারকে?

যেসিকা। তোমাদের কি করা উচিত তার কাছে জানতে পারবে।

জর্জ আর স্লিক চোখে- চোখে পরামর্শ ক'রে নেয়।

জর্জ। তা অবশ্যি করা যায়। (টেলিফোনে যেয়ে রিসিভার তুলে) হ্যালো, লেঅঁ? বুড়ো কর্তাকে বল যে, আবর্থাপাটা আমাদের কাজ করতে দিচ্ছে না। কি? হ্যাঁ, খুব গরম গরম বুলি ঝাড়ছে। (স্লিককে) জানতে গেছে।

শ্লিক। বেশ, তবে আমিও তোমাকে বলে রাখছি জর্জ, বুড়ো কর্তাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু তাবলে এই বেজন্মা বুর্জোয়াটার জন্যে কর্তা যদি নিয়ম ভাঙ্গতে বলে—ভাবত, এখানে কাউকে চোলাই না ক'রে ঢুকতে দিইনে, পিওনকে পর্যন্ত ঝেড়ে দেখি—না, তা হ'লে এই রইল আমার কাজ।

জর্জ। আমারও সেই কথা। হয় আমরা এ ঘর খানাতল্লাসী করব, নয়ত আমরা এ কাজে ইস্তফা দিলাম।

শ্লিক। হ'তে পারে আমার আত্মসম্মান নেই, তবু অন্যদের মত আমারো একটা অভিমান আছে।

হুগো। হয়ত, গোলিয়াত, তোমার কথাই ঠিক, তবু স্বয়ং হোয়েডেরার যদি নিজে এসেও তল্লাসীর হুকুম দেয় আমি তার পাঁচ মিনিট পরেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

হোয়েডেরার ঘরে ঢোকে।

হোয়েডেরার। কি ব্যাপার? (শ্লিক এক পা পিছিয়ে যায়।)

শ্লিক। ও আমাদের তল্লাসী করতে দিচ্ছে না।

হোয়েডেরার। দিচ্ছে না?

হুগো। ওদের যদি তল্লাসী করতে দাও, আমি চলে যাব। ব্যস্‌।

হোয়েডেরার। তাই বুঝি।

জর্জ। আমাদের যদি ওকে তল্লাসী করতে না দাও আমরা চললুম।

হোয়েডেরার। বোস তোমরা। (তারা গজ গজ করতে করতে বসে) হ্যা, দেখো হুগো, কোনো লোকদেখান নিয়ম নেই এখানে। আমরা এখানে সকলে বন্ধু।

চেয়ারের ওপর হাত একটা কাঁচুলী ও একজোড়া মোজা তুলে নিয়ে বিছানায় রাখতে যায়।

যেসিকা। ধন্যবাদ। (তার হাত হ'তে সেগুলো নিয়ে পুঁটুলি পাকিয়ে নিজের যায়গা হ'তে না নড়ে বিছানার ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।)

হোয়েডেরার। তোমার নাম কি?

যেসিকা। যেসিকা।

হোয়েডেরার। (তার দিকে তাকিয়ে) আমি ভেবেছিলাম তুমি দেখতে বুঝি কুশ্রী হবে।

যেসিকা। আমি দুঃখিত।

হোয়েডেরার। (তাকিয়ে থেকে) হ্যাঁ, দুঃখেরই কথা। ওরা কি তোমাকে নিয়ে ঝগড়া করছিল।

যেসিকা। না, এখনো করেনি।

হোয়েডেরার। তা যেন করতেও দিও না। (একটা হাতলওয়ালা কেদারায় বসে।) দেখ, এই যে খানাতল্লাসী, এতে কিছুই আসে যায় না।

শ্লিক। আমরা ··

হোয়েডেরার। একেবারেই কিছু আসে যায় না। ওসব কথা পরে হবে। (শ্লিককে) ও কী করেছে? কী ওর অপরাধ? ওর পোশাক আশাক বড্ড বেশী ভাল? কেতাবী কায়দায় কথা বলে।

শ্লিক। ও আমাদের শ্রেণীর লোক না।

হোয়েডেরার। ওসব শ্রেণী টেনির কারবার আমরা বাইরে রেখে এসেছি। (তাদের দিকে চেয়ে) তোমরা শুরু করেছ বেয়াড়াভাবে—আর (হুগোকে) তুমি ওদের চেয়ে কমজোর ব'লেই এমন মেজাজ গরম করেছ। (শ্লিক এবং জর্জকে) তোমাদের সকালে মেজাজ ভাল ছিল না, তাই ওর ওপরে

তার শোধ তুলছিলে। এরপর ওর সঙ্গে নানারকম চালাকী মস্করা শুরু করবে, আর হপ্তা না কাটতেই ওকে যখন চিঠি লেখার জন্য আমার দরকার তোমরা এসে খবর দেবে যে, পুকুরের মধ্যে ওর লাশ পাওয়া গেছে।

হুগো। আমি পারলে তা ‾ ার হ'তে দিচ্ছি না…

হোয়েডেরার। এ তোমার পারা না পারার ব্যাপার নয়। আমি বলে রাখছি, অবস্থা যেন এমনতর না গড়ায়। এক সঙ্গে চারজন মানুষ থাকতে হ'লে, হয় তাদের পরস্পর মানিয়ে নিতে হবে আর না হয় এ ওর গলা কাটবে। তোমাদের এ ওর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে, বুঝলে।

জর্জ। (ভারিক্কি গলায়) মানুষের ভাল লাগা না লাগার পরে ত' আর কোন হাত নেই।

হোয়েডেরার। (জোর দিয়ে) নিশ্চয় আছে। বিশেষত যখন তার পরে কাজের ভার রয়েছে—তাও আবার সে কাজ একই পার্টির কর্মীদের সঙ্গে।

জর্জ। আমরা এক পার্টির লোক নই।

হোয়েডেরার। (হুগোকে) তুমি কি আমাদের একজন নও?

হুগো। নিশ্চয়।

হোয়েডেরার। তবে?

জর্জ। আমরা এক পার্টির হ'তে পারি, কিন্তু এক কারণে আমরা পার্টিতে আসিনি।

হোয়েডেরার। সকলে একই কারণের জন্যে পার্টিতে আসে।

জর্জ। মাফ করতে হোল। ও পার্টিতে এসেছে গরীব লোকদের আত্মসম্মান শেখাতে।

হোয়েডেরার। বাজে কথা

স্লিক। ও নিজেই সে কথা বলেছে।

হুগো। আর তুমি এসেছ পেট পুরে খেতে পাবার জন্যে। তুমি ত' তাই বললে।

হোয়েডেরার। তবে? তোমাদের দুজনেই তাহ'লে একমত।

স্লিক। কি রকম?

হোয়েডেরার। স্লিক! তুমি কি ওকে বলনি যে, না খেয়ে থাকার কি লজ্জা? (স্লিকের দিকে ঝুঁকে জবাবের অপেক্ষা করে। স্লিক কিছু বলে না।) বলনি যে, উপোসে উপোসে আর কোন কথা ভাবতে পর্যন্ত পারতে না ব'লে পাগল হয়ে উঠেছিলে? যে, কুড়ি বছরের একটা ছেলে শুধু দিনরাত পেটের কথা ছাড়া আরো অনেক কিছু ভাবতে চায়?

স্লিক। ওর সামনে সে সব কথা বলার কোন দরকার ছিল না।

হোয়েডেরার। তুমি কি ওকে এসব কথা বলনি?

স্লিক। তা হ'তে কি প্রমাণ হ'ল?

হোয়েডেরার। তা হ'তে প্রমাণ হয় যে, তুমি দু'মুঠো অন্ন চেয়েছিলে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে আরো কিছু চেয়েছিলে। ওর কাছে তারি নাম আত্মসম্মান। ও কী শব্দ ব্যবহার করেছে তা নিয়ে রাগ ক'রো না। প্রত্যেকেরই নিজের খুশী মত কথা কইবার অধিকার আছে।

স্লিক। আমি যা চেয়েছিলাম তার নাম মোটেই সম্মান নয়। ওর মুখে আত্মসম্মানের কথা শুনে আমার সারা গা রি রি ক'রে উঠল। ওর মাথার মধ্যে যে কথা আসে তাই ও ব্যবহার করে—ও সবকিছু ওর মাথা দিয়ে ভাবে।

হুগো। তা অন্য কি দিয়ে ভাবব, বলে দাও।

স্লিক। ওটা যখন খসে পড়বে, মাথাওলা মশাই, তখন আর মাথা

দিয়ে ভাবতে হবে না। সত্যি বটে, আমি চেয়েছিলাম, এই দিনরাত পেটের ভাবনা থামুক, ভগবান, হ্যাঁ একটু ক্ষণের জন্যে, শুধু একটু ক্ষণের জন্যেও যাতে অন্য কিছুর কথা ভাবতে পারি। নিজের কথা ছাড়া আর যে কোন কিছু ভাবনা। কিন্তু তার নাম আত্মসম্মান নয়। সত্যিকারের ক্ষিধে কা'কে বলে তা পর্যন্ত কোনদিন জানলে না, অথচ এসেছ আমাদের কাছে নীতিকথা আওড়াতে। এ যেন সেই মস্ত মস্ত পরিবারের গিন্নীদের মত। আমার মা যখন মদ খেয়ে বেহুঁস হ'য়ে পড়ে থাকত, তখন তারা সব মাকে দেখতে আসত আর বলাবলি করত, মাগীটার একটু আত্মসম্মান নেই।

হুগো। মিথ্যে কথা।

জর্জ। জীবনে কোনদিন সত্যিকার ক্ষিধে কা'কে বলে তা টের পেয়েছ? সেই যারা খাবার আগে হেঁটে নিয়ে ক্ষিধে তৈরী করে তুমি ত' তাদের জাতের লোক।

হুগো। এই একবার তুমি খাঁটি কথা বলেছ। ক্ষিধে পাওয়া কি জিনিস তা আমি সত্যিই জানিনে। যদি দেখতে বাচ্চা বয়সে কি সালসা সঞ্জীবনীই না খেয়েছি! প্রত্যেকবার খাওয়ার শেষে অর্ধেক খাবার থালায় ফেলে রাখতুম—কি অপচয়! ওরা তাই আমার মুখটা জোর করে খুলে ধ'রে এইটে বাবার জন্যে, এইটে মার জন্যে, আর এটা আনা পিসীর জন্যে ব'লে চামচে শুদ্ধ খাবার আমার গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিত। তাতে কি হ'ল জান? আমি বাড়তে লাগলাম, কিন্তু গায়ে একটুও চর্বী লাগল না। তখন ওরা কশাইখানা থেকে তাজা রক্ত এনে আমাকে খাওয়াতে শুরু

করল। আমার গায়ে একটুও রং ছিল না কিনা। সে থেকে আজ পর্যন্ত আমি আর মাংস খাইনি। প্রত্যেক রাতে আমার বাবা বলত—"ছেলেটার মোটে ক্ষিধেই হয় না…।" প্রত্যেক রাত—ভাবতে পার? "খা, হুগো, খা, না খেলে যে অসুখ করবে।" আমাকে নিয়মিত কডলিভার তেল খাওয়াত—বিলাসের একেবারে চরম। যখন রাস্তার কত লোক এক টুকরো মাংসের জন্যে নিজেদের বিক্রী করতে পর্যন্ত রাজী তখন আমাকে ক্ষিধে পাওয়ানোর জন্যে ওষুধ খাওয়ানো হোত। আমার জানালা হ'তে পথের সেই লোকদের দেখতাম, "আমাদের রুটি দাও" এই নিশান ঘাড়ে নিয়ে তারা পথ দিয়ে চলেছে। আর তখন আমাকে এসে খাবার টেবিলে বসতে হ'ত। খা, হুগো, খা। এক গেরাস রাতের চৌকিদারের জন্যে (সে তখন ধর্মঘট করেছে); এক গেরাস সেই বুড়ির জন্যে, ছাই গাদা হতে যে খুঁটে খায়; আর এক গেরাস ঠ্যাংভাঙ্গা ছুতোর বুড়োর নামে। বাড়ী ছাড়লুম। যোগ দিলুম পার্টিতে। কিন্তু সেখানেও শুধু সেই কথারই পুনরাবৃত্তি; "সত্যিকারের ক্ষিধে কি তাই তুমি জান না হুগো, তুমি কেন মাথা গলাও? তুমি কি করে বুঝবে? তুমি ত' ক্ষিধে কি তা জান না।" না! আমি কখনও সত্যিকারের ক্ষিধের স্বাদ পাইনি। না! কোনদিন না? কোনদিন না! বলতে পার কি করলে তোমাদের এই অভিযোগ বন্ধ হবে? (চুপচাপ)

হোয়েডেরার। শুনলে ত' ওর কথা! বেশ, এখন বল ওকে। বল শ্লিক, ওকে কি করতে হবে? কি তোমার প্রস্তাব? একটা হাত কেটে ফেলবে? একটা চোখ উপড়ে দেবে?

ওর বউকে তোমায় দিয়ে দেবে? তোমাদের ক্ষমা পেতে হলে কি দাম দিতে হবে ওকে?

শ্লিক। এতে ক্ষমা করার কি আছে।

হোয়েডেরার। আছে বই কি। ও যে পার্টিতে অভাবের চাপে পড়ে আসতে পারেনি তার জন্যে।

জর্জ। আমরা ত তার জন্যে রাগ করছি না। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রকাণ্ড ফারাক রয়েছে। ও হ'ল শখের কর্মী। ও এসেছে—আসাটা একটা মস্ত আদর্শের ব্যাপার ভেবে; আমরা এসেছি আমাদের কোন উপায় ছিল না বলে।

হোয়েডেরার। তোমার কি ধারণা ওর কোন উপায় ছিল? অন্যের ক্ষিধের যন্ত্রণা সহ্য করা কি খুব সহজ?

জর্জ। কত লোকই ত খাসা সহ্য করছে।

হোয়েডেরার। সে তাদের কোন অনুভূতি, কল্পনা নেই বলে। এ বেচারীর বিপদ হ'ল ওর সেটা বড্ড বেশী করেই আছে।

শ্লিক। বেশ কথা। আমরা ত ওকে কষ্ট দিতে চাই না। সোজা কথা, আমরা ওকে পছন্দ করি না। এটুকু অধিকার নিশ্চয় আমাদের··

হোয়েডেরার। অধিকার? কিসের অধিকার। তোদের আবার অধিকারটা কি? কিছু অধিকার নেই। "আমরা ওকে পছন্দ করিনে!" ওরে হারামজাদারা, একবার আরশীতে নিজেদের চেহারাগুলো দেখে আয়, তারপর বুকের পাটা থাকে ত এসে ওই সব ন্যাকা ন্যাকা পছন্দ অপছন্দের কথা বুঝিয়ে দিস্। মানুষের আসল যাচাই তার কাজ দিয়ে। সাবধান, আমি তোদের কাজ দিয়ে তোদের না যাচাই শুরু করি— কিছুদিন ধরে কাজ কর্মে বেশ ঢিলে পড়েছে।

হুগো। (চেঁচিয়ে উঠে) আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে না। কে তোমাকে আমার হয়ে সাফাই গাইতে বলেছে? দেখতে পাচ্ছ না এতে কোন লাভ নেই—এ আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। যখন ওদের এই মাত্র আসতে দেখলাম ওদের চেহারা দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। খুব কিছু মনকাড়া চেহারা নয়। আমার বাপ ঠাকুর্দা, আমার আত্মীয়স্বজন, যারা চিরদিন খুশীমত পেট ভরে খেয়ে এসেছে, ওরা তাদের পাপের জন্যে আমাকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাতে চায়। আমি তোমাকে বলছি আমি ওদের চিনি; ওরা কোন দিনই আমাকে ওদের আপনার জন বলে মেনে নিতে পারবে না। ওদের মত আরও অনেকে আমার দিকে চেয়ে ঠিক ওইভাবেই হেসেছে। আমি লড়াই করেছি, নিজেকে নানা-ভাবে খাটো করেছি, ওরা যাতে আমার অতীতকে ভুলতে পারে তার জন্যে যা কিছু করার দরকার সব করেছি। ওদের বার বার বলেছি, আমি ওদের ভালবাসি, হিংসে করি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! বৃথা চেষ্টা! আমার বাপ যে বড়লোক, আমি যে বুদ্ধিজীবী, গতর খাটিয়ে কাজ করতে পারিনে এমনি হারামজাদা। বেশ, ওদের যা ভাল লাগে ওরা তাই ভাবুক। আর ওরা ত ঠিকই ভেবেছে। এটা হল শ্রেণীর প্রশ্ন।

স্লিক আর জর্জ পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকায়।

হোয়েডেরার। (তাদের দিকে চেয়ে) তাহলে? (স্লিক ও জর্জ দুজনেই অস্বস্তির সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকি দেয়।) আমি তোমাদের সম্বন্ধে যতটা সাবধান থাকি ওর সম্বন্ধে তার চাইতে বেশী

সাবধান হব না। আমি কাউকে ছাড়ি না। ও গতর দিয়ে কাজ করতে না পারুক—আমার কাজ করতে হলে বুঝতে পারবে কি কঠিন পাল্লায় পড়েছে। (বিরক্ত হয়ে) চুলোয় যাক কথা কাটাকাটি। ঢের হয়েছে।

জর্জ। (মনস্থির করে) বেশ। (হুগোকে) তবে তোমাকে যে ভাল লেগেছে একথা বলতে পারছি না। তুমি যাই বল না কেন আমাদের মধ্যে এমন একটা তফাৎ আছে যে খাপে খাপে কখনও মিলবে না। দোষটা তোমার তা বলছি না। আমরা তোমাকে যাচাই করে দেখিনি। আমি তোমার কাজে কোন মুশকিল ঘটাব না। বেশ?

হুগো। (মিনমিনে গলায়) বেশ। (চুপচাপ)

হোয়েডেরার। (প্রশান্তভাবে) এই যে তল্লাশীর ব্যাপার···

শ্লিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তল্লাশী···মানে···

হোয়েডেরার। (কড়া গলায়) তোমাকে কে জিজ্ঞেস করেছে? (গলার স্বর সহজ করে, হুগোকে) দেখ ভাই, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ব্যাপারটা তুমি নিজেই একবার ভেবে দেখো। আজ যদি আমি তোমার জন্যে নিয়ম ভাঙি, কাল এরা আরেকজনের জন্যে নিয়ম ভাঙতে বলবে—আর শেষে একদিন কোন এক হারামজাদার পকেট হাতড়াইনি বলে তার হাতবোমায় সবশুদ্ধু স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে। এখনত সবাই আমরা বন্ধু, ধর এখন যদি ওরা ভদ্রভাবে অনুরোধ করে, তুমি কি ওদের তল্লাশী করতে দেবে?

হুগো। আমি···না, দুঃখিত।

হোয়েডেরার। ও। (তার দিকে চায়) আর আমি যদি অনুরোধ

করি? (থেমে) বুঝেছি, তোমার আবার নীতিগত ব্যাপার আছে। আমিও এটা নীতিগত ব্যাপার করে তুলতে পারি। কিন্তু নীতি আর আমি···(থেমে) আমার দিকে চাও। তোমার কাছে কোন বন্দুক আছে?

হুগো। না।

হোয়েডেরার। তোমার স্ত্রীর কাছে?

হুগো। না।

হোয়েডেরার। বেশ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম। তোমরা দুজনে যেতে পার।

যেসিকা। দাঁড়াও। (তারা ফিরে দাঁড়ায়) হুগো, বিশ্বাসের পাল্টা বিশ্বাস না করতে পারলে অন্যায় হবে।

হুগো। কি?

যেসিকা। তোমরা সব কিছু তল্লাশী করতে পার।

হুগো। কিন্তু যেসিকা ·

যেসিকা। না কেন? শেষে ওরা ভাববে তোমার কাছে সত্যিই বুঝি রিভলবার আছে।

হুগো। নির্বোধ!

যেসিকা। তাহলে ওদের দেখতে দিচ্ছ না কেন? তোমার আত্মসম্মান ত বজায় রইল। আমরা ওদের দেখতে বলছি।

(জর্জ আর শ্লিক তবু দরজার গোড়ায় ইতস্তত করে।)

হোয়েডেরার। কি? দাঁড়িয়ে আছ কেন? শুনলে ত ওর কথা।

শ্লিক। ভাবলাম···

হোয়েডেরার। ভাবতে হবে না। যা করতে বলা হয়েছে কর।

শ্লিক। আচ্ছা, আচ্ছা।

জর্জ। এত সময় নষ্ট করে কি ফায়দা হ'ল?

তারা আধা অনিচ্ছার সঙ্গে তল্লাশী আরম্ভ করে। হুগো যেসিকার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

হোয়েডেরার। (শ্লিক ও জর্জকে) এ থেকে শেখো কেন অন্য-দের বিশ্বাস করতে হয়। আমি সবলোককে বিশ্বাস করি। প্রত্যেককে বিশ্বাস করি। (ওরা খুঁজছে) করছটা কি? ওরা ভাল করে তল্লাশী করতে বলেনি? তবে? ভাল করে তল্লাশী কর। শ্লিক, কাবার্ডের নীচটা দেখ। এই ত'। ওই স্যুটটা বার করে টিপে টিপে দেখ।

শ্লিক। দেখেছি।

হোয়েডেরার। আবার দেখ। তোষকের নীচটা দেখ। এই ত', শ্লিক, ভাল করে দেখে নাও। জর্জ এ ধারে এসো। ওকে একবার চোলাই করে নাও। বেশী না, ওর পকেটগুলো ভাল করে টিপে টুপে দেখ। বেশ এবারে প্যাণ্টের পকেট কটা। এই ত'। আর রিভলবার রাখার পকেটটা। চমৎকার।

যেসিকা। আমাকে দেখবে না?

হোয়েডেরার। যদি তোমার ইচ্ছে হয়। জর্জ! (জর্জ নড়ে না) কি হ'ল? ওকে দেখে ঘাবড়ে গেলে নাকি?

জর্জ। না ত'। ঠিক আছে।

মুখ লাল করে যেসিকার কাছে যায়, আঙ্গুলের ডগা দিয়ে তাকে আলতো করে ছুঁয়ে দেখে। যেসিকা হেসে ওঠে।

যেসিকা। এ যে দেখছি একেবারে রাণীর সখীর মত।

শ্লিক ইতিমধ্যে যে স্যুটকেসে রিভলবার তাতে হাত দিয়েছে।

শ্লিক বাক্সগুলো কি সব খালি?

হুগো। (গলায় জোর এনে) হ্যাঁ।

হোয়েডেরার। (তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে) ওটাও খালি?

স্লিক। (স্যুটকেসটা তুলে) না।

হুগো। ও……না, ওটা খালি নয়। তোমরা যখন ঢুকলে তখন আমি ওটা খুলতে যাচ্ছিলাম।

হোয়েডেরার। ওটা খোল। (স্লিক স্যুটকেস খুলে তন্ন তন্ন করে দেখে।)

স্লিক। কিছু নেই।

হোয়েডেরার। যাক্। তা হলে চুকে গেল। এবার যেতে পার।

স্লিক। (হুগোকে) মনে রাগ রেখো না।

হুগো। না, তুমিও রেখো না।

যেসিকা। (ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে, পেছন হতে) আমি হলঘরে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবখন। (তারা চলে গেল।)

হোয়েডেরার। আমি কিন্তু তুমি হলে, ওদের কাছে বেশী ঘন ঘন যেতাম না।

যেসিকা। কেন? আমার ত মনে হয় ওরা ভারী লক্ষ্মী ছেলে। বিশেষ করে জর্জ। একেবারে ছেলেমানুষ।

হোয়েডেরার। হুঁ! (তার কাছে যেয়ে) তুমি দেখতে খুবসুরৎ—এটা সত্যি। তার জন্যে তোমার লজ্জা পেতে হবে না। কিন্তু অবস্থা যা, তাতে দুটো মাত্র সড়ক খোলা আছে। এক হ'ল, তোমার মন যদি তেমন বড় হয়, তবে তুমি আমাদের সকলের সঙ্গেই ভাল ব্যবহার করবে।

যেসিকা। আমার মন ভারী ছোটো।

হোয়েডেরার। আমিও তাই ভেবেছিলাম। তাছাড়া ওরা এমনিতেই খাওয়াখায়ি করবে। এখন একমাত্র উপায় হ'ল

তোমার স্বামী যখন ঘরে থাকবে না, তখন দরজায় খিল দিয়ে রেখো। কারুকে খুলে দিও না। আমাকে পর্যন্ত না।

যেসিকা। বুঝেছি। তবু যদি কিছু মনে না করেন, আমি তেসর' সড়ক বেছে নেবো।

হোয়েডেরার। যা তোমার ইচ্ছে। (তার দিকে ঝুঁকে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে) চমৎকার গন্ধ ত। দেখ, ছোঁড়াদের ওখানে যাবার সময় কোনো গন্ধটন্ধ মেখো না।

যেসিকা। আমি কোন সময়েই গন্ধ মাখিনে।

হোয়েডেরার। কি দুঃখু।

ফিরে আস্তে আস্তে ঘরের মাঝখান পর্যন্ত হেঁটে যায়, তারপর থামে। দৃশ্যের আগাগোড়া তার চোখ তীক্ষ্ণভাবে ইতস্তত দেখে নিচ্ছে, যেন কিছু একটা খুঁজছে। মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ হুগোর ওপর চোখটা রাখছে, তাকে যাচাই করে নিচ্ছে :

বেশ তাহলে তাই। (থেমে) তাহলে তাই। (থেমে) হুগো, কাল সকাল দশটায় কাজে হাজিরা দেবে।

হুগো। হ্যাঁ, জানি।

হোয়েডেরার। (বিচলিতভাবে, চোখ তন্ন তন্ন করে সব জায়গায় খুঁজছে) ভাল, ভাল, ভাল। ঠিক। সব চমৎকার। সব ভাল যার শেষ ভাল। ওখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সব ঠিক আছে। আমরা আবার সবাই বন্ধু হলাম, কেমন? সবাই সুখী ··(হঠাৎ) তোমাকে, ভাই, খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

হুগো। ও কিছু না। (হোয়েডেরার খুব ভালো করে তাকে দেখে। হুগো বিব্রত ভাবে খুব চেষ্টা করে বলে) এই মাত্র যে ···যে ব্যাপারটা হ'ল তার জন্যে আমি···আমি ক্ষমা চাইছি।

হোয়েডেরার। (হুগোর ওপর হতে চোখ না সরিয়ে) ও আমি এর মধ্যে ভুলে গেছি।

হুগো। ভবিষ্যতে আমি আর আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের কারণ ঘটতে দেব না। আমি প্রত্যেক হুকুম অক্ষর মত মানবো।

হোয়েডেরার। একথা ত আগেই বলেছ। সত্যি তোমার শরীর খারাপ লাগছে না? (হুগো জবাব দেয় না) যদি শরীর খারাপ ঠেকে বল, এখনো সময় আছে, আমি কমিটির কাছে তোমার জায়গায় অন্য লোক চেয়ে পাঠাতে পারি।

হুগো। আমার শরীর ঠিক আছে।

হোয়েডেরার। বেশ, ভাল কথা। তাহলে আমি এখন আসি। তাছাড়া তুমি বোধহয় এখন একলা থাকতে চাও। (টেবিলের কাছে যেয়ে বইগুলো দেখে) হেগেল, মার্ক্স, খুব ভাল। লোরকা, টমাস, এলিয়ট! নামও কখনো শুনিনি। (বইগুলোর পাতা উল্টে যায়।)

হুগো। ওরা সব কবি।

হোয়েডেরার। (আর একটা বই তুলে নিয়ে) কবিতা···কবিতা··· আরও কবিতা। তুমি কবিতা লেখ?

হুগো। ন্—না।

হোয়েডেরার। মানে লিখতে। (টেবিলের কাছ হতে সরে আসে। বিছানার সামনে থামে) ড্রেসিং গাউন দেখছি। নিজের ত তাহলে বেশ যত্নআত্তি কর। (তাকে একটা সিগারেট দেয়।)

হুগো। (ফিরিয়ে দিয়ে) ধন্যবাদ।

হোয়েডেরার। সিগারেট খাও না! (হুগো মাথা নাড়ে) ভাল।

কমিটির কাছে শুনলাম তুমি কোনো প্রত্যক্ষ কাজে কখনো অংশ নাওনি। সত্যি নাকি?

হুগো। আমার পরে কাগজ বার করার ভার ছিল।

হোয়েডেরার। তা, শুনেছি। গত দু'মাস একটা সংখ্যাও পাইনি। তার আগেও তুমি সম্পাদক ছিলে?

হুগো। হ্যাঁ।

হোয়েডেরার। বেশ ভাল ভাবেই ত কাজ করছিলে। ওরা তাহলে এমন সুযোগ্য একজন সম্পাদককে শুধু আমার দরকারে ছেড়ে দিলে?

হুগো। ওদের ধারণা তোমার কাজ আমি ঠিক মত করতে পারব।

হোয়েডেরার। ওদের খুব দয়া। কিন্তু তোমার কি ধারণা? তুমি কি তোমার আগের কাজ ছেড়ে এসে সুখী হয়েছ?

হুগো। আমি…

হোয়েডেরার। কাগজটা—ওটা একরকম তোমার হাতে গড়া। তাতে অনেক ঝুঁকি ছিল, অনেক দায়িত্ব, এক হিসেবে একে তুমি প্রত্যক্ষ কাজও বলতে পার। (হুগোর দিকে চায়) আর এখন তুমি আমার সেক্রেটারী? (থেমে) কেন তুমি এসব কিছু ছেড়ে দিয়ে এলে? কেন?

হুগো। আমি হুকুম তামিল করি।

হোয়েডেরার। সব সময়ে খালি হুকুমের কথা বোলো না। যারা ও ছাড়া আর কিছু বলে না আমি তাদের সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকি।

হুগো। নিয়ম মানতে শেখা আমার দরকার।

হোয়েডেরার। বুঝেছি। বোধহয় আমরা মানিয়ে চলতে

পারব। (হুগোর কাঁধের পরে হাত রেখে) শোন···

· হুগো হাত ছাড়িয়ে লাফিয়ে পেছনে সরে যায়। হোয়েডেরার নতুন কৌতূহল নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে। তার গলার স্বর তীক্ষ্ণ, কঠিন) অ্যাঁ? (থেমে) হা! হা!

হুগো। আমি···কেউ ছুঁলে আমার বিশ্রী লাগে।

হোয়েডেরার। (কঠিন দ্রুত গলায়) ওরা তোমার স্যুটকেস খোঁজার সময় তুমি ভয় পেয়েছিলে কেন?

হুগো। আমি ভয় পাইনি।

হোয়েডেরার। আমি বলছি তুমি ভয় পেয়েছিলে। কি আছে বাক্সে?

হুগো। তোমার লোকেরা ত খুঁজে দেখেছে। কিছু পায়নি।

হোয়েডেরার। কিছু নেই? দেখা যাক। (স্যুটকেসের কাছে যেয়ে সেটা খুলে) ওরা বন্দুক খুঁজছিল। স্যুটকেসে বন্দুক লুকোনো না থাকতে পারে। কিন্তু কাগজপত্রও ত থাকতে পারে।

হুগো। কিম্বা একেবারে ব্যক্তিগত জিনিষপত্র।

হোয়েডেরার। দেখ, একটা কথা ভাল করে সমঝে নাও। যে মুহূর্ত হতে তুমি আমার তাঁবে এসেছ তখন হতে তোমার আর ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই। (তার জিনিষপত্র হাতড়ে দেখে) এক রাশ শার্ট, প্যাণ্ট, সব আনকোরা নতুন। হাতে খুব রেস্ত আছে বুঝি?

হুগো। আমার স্ত্রীর কিছু টাকা আছে।

হোয়েডেরার। আরে, এ ফটোগুলো কি? (তুলে নিয়ে দেখতে থাকে। একটু পরে) তবে এই ব্যাপার, এই ব্যাপার। (আরেকটা ফটো দেখে) ভেলভেটের স্যুট। (আরেকটা

দেখে) জাহাজী কলার, মাথায় বেরেটুপি। খাসা একখানা খুদে ভদ্দর লোক বটে।

হুগো। ফটোগুলো আমাকে দিয়ে দাও।

হোয়েডেরার। শ্‌! (ওকে সরিয়ে দিয়ে) এই তাহলে তোমার সেই একান্ত ব্যক্তিগত জিনিষপত্র। তোমার ভয় হয়েছিল ছোকরারা বুঝি ওগুলো বার করে ফেলে।

হুগো। ওরা যদি ওই ছবিগুলোর পরে ওদের নোংরা থাবা রাখতো, ওদিকে চেয়ে হ্যা হ্যা করে হাসত···আমি···

হোয়েডেরার। যাক্‌, রহস্যের হদিশ মিলল। দেখলে ত, মুখে পাপের ছাপ পড়লে কি অবস্থা হয়। আমি ত নিশ্চয় ভেবেছিলাম, অন্ততঃ একটা হাত বোমাও তোমার কাছে লুকোন আছে। (ফটোগুলোর দিকে তাকিয়ে) তুমি বদলাওনি। ছোট্ট রোগা লিকলিকে পা দু'টো···বেশ দেখতে পাচ্ছি তোমার কখনো ক্ষিধে পেত না। তুমি এত খুদে ছিলে ওরা তোমাকে চেয়ারের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিত, আর তুমি বুকের পরে হাত দু'টো ভাঁজ করে নাপোলিয়ঁর মত জগৎ পরিদর্শন করতে। বিশেষ সুখী ছিলে দেখাচ্ছে না। না···বড়লোকের ছেলে হওয়া সব সময়েই কিছু মজার নয়। জীবনের ওটা অশুভ আরম্ভ। আচ্ছা, যদি তোমার অতীতকে চাপা দিতেহ চাও তবে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? (হুগো অনির্দেশ্য ভঙ্গি করে) তুমি নিজেকে নিয়েই বড় বেশী সময় নষ্ট কর।

হুগো। আমি নিজেকে ভোলার জন্যে পার্টিতে এসেছিলাম।

হোয়েডেরার। আর প্রতি মুহূর্তে নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছ যে ভুলতে হবে। তা বেশ। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের

নিজের পদ্ধতি আছে। (এটোগুলো হুগোকে ফিরিয়ে দেয়) ভাল করে লুকিয়ে রাখ। (হুগো সেগুলো নিয়ে জামার ভেতর পকেটে রাখে) সকালে তাহলে দেখা হচ্ছে, হুগো।

হুগো। হ্যাঁ। শুভ রাত্রি।

হোয়েডেরার। শুভ রাত্রি, যেসিকা।

যেসিকা। শুভ রাত্রি।

দরজার গোড়ায় এসে হোয়েডেরার ফিরে দাড়ায়।

হোয়েডেরার। খড়খড়িগুলো ভাল করে আটকিও আর দরজায় খিল দিয়ে শুয়ো। বাগানে কে আছে না আছে বলা যায় না। এটা হুকুম।

চলে গেল। হুগো দরজার কাছে যেয়ে খিল আটে, ছিটকিনি লাগায়।

যেসিকা। ঠিক বলেছিলে। লোকটা একেবারে সাধারণ। কিন্তু ফুটকি মারা টাই ত' পরেনি।

হুগো। রিভলবারটা কোথায় ?

যেসিকা। ভারী মজা লাগল, মৌমাছি। এই প্রথম তোমাকে সত্যিকারের মানুষদের মুখোমুখি দেখলাম।

হুগো। যেসিকা, রিভলবারটা কোথায় ?

যেসিকা। দিলপিয়ার, তুমি এ খেলার নিয়ম কানুন কিচ্ছু জান না। জানালা যে খোলাই রইল। বাইরে থেকে দেখা যায়।

হুগো। (খড়খড়ি বন্ধ করে ফিরে আসে) এখন ?

যেসিকা। (বুকের কাঁচুলীর মধ্য হতে রিভলবার বার করে) তল্লাসী করার জন্যে হোয়েডেরারের একজন মেয়েলোকও রাখা দরকার। আমি দরখাস্ত করব।

হুগো। কখন সরালে এটাকে ?

যেসিকা। তুমি যখন ওদের দরজা খুলে দিলে।

হুগো। আমি ভাবলাম এবার তুমি নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছ।

যেসিকা। আমি আর একটু হ'লে ওর মুখের ওপরে হেসে ফেলতাম। "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি সকলকে বিশ্বাস করি। এ থেকে শেখ অন্যদের কি করে বিশ্বাস করতে হয়…।" লোকটা ভেবেছে কি? ওসব বিশ্বাসের চালবাজী ছেলেদের বেলাতেই শুধু খাটে!

হুগো। বটে?

যেসিকা। তুমি আর কথা বোলো না, মৌমাছি। তোমার যা একখানা অবস্থা হয়েছিল!

হুগো। আমার? কখন?

যেসিকা। ও যখন বললে যে, ও তোমাকে বিশ্বাস করে।

হুগো। আমার মোটেই কিছু অবস্থা হয়নি।

যেসিকা। আলবৎ হয়েছিল।

হুগো। মোটেই হয়নি।

যেসিকা। আমাকে যদি কখনো কোনো খুবসুরৎ লোকের সঙ্গে একা রেখে যাও তখন কিন্তু বোলো না, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি"—এ আমি তোমাকে আগে হতে সাবধান করে দিচ্ছি। ওসব বললে কিছু আর তোমাকে ঠকাতে আমার আটকাবে না। অবশ্য যদি আমার ঠকাতে ইচ্ছে হয়। বরং ঠিক উল্টোটাই হবে।

হুগো। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি চোখ বুজে চলে যাব।

যেসিকা। তুমি কি ভেবেছ ওই সব মস্ত মস্ত ভাবের কথা বলে আমাকে আটকাবে?

হুগো। না গো, হিমকন্যে, না। তোমার বরফের হিমেই আমার আসল ভরসা। সবচেয়ে টগবগেরক্ত প্রণয়ীর আঙুলও তোমার ও-হিমে জমে যাবে। সে যদি তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটু গরম করে তুলতে যায়, তুমি তার দুহাতের ফাঁক দিয়ে গ'লে পড়বে।

যেসিকা। বোকা কোথাকার। আমি মোটেই এখন খেলছি না। (অল্প একটু থেমে) খুব ভয় পেয়েছিলে?

হুগো। এখন? না। মনে হয় না। ওরা তল্লাশী করছিল, আমি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এ একটা খেলা। আমার কাছে কোনো কিছুই খুব সত্যি বলে মনে হয় না।

যেসিকা। আমাকেও না?

হুগো। তুমি। (খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেয়) আচ্ছা বলত, তুমিও কি ভয় পেয়েছিলে?

যেসিকা। হ্যাঁ, যখন বুঝলাম যে, ওরা আমাকেও তল্লাশী করবে। আমি জানতাম, জর্জ আমাকে তেমন ছোঁবে না, কিন্তু শ্লিক আমার সব কাপড় খুলে দেখতো। রিভলবারটা পাবে বলে নয়, ওর ঐ হাত দিয়ে আমার শরীর ঘাঁটবে ভাবতে ভয় করছিল।

হুগো। এ ব্যাপারে তোমাকে টেনে আনা আমার উচিত হয়নি।

যেসিকা। ওকথা মনেও এনো না। আমি কবে থেকে একটু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার আশা করে বসে আছি।

হুগো। যেসিকা, এ মোটেই খেলা নয়। ও বিপজ্জনক মানুষ।

যেসিকা। বিপজ্জনক? কার কাছে?

হুগো। পার্টির কাছে।

যেসিকা। পার্টির কাছে? আমি ভেবেছিলাম ও বুঝি পার্টির নেতা।

হুগো। ও নেতাদের একজন। সেই জন্যেই ত…

যেসিকা। থাক্, বোঝাতে হবে না। আমি তোমার কথা মেনে নিচ্ছি।

হুগো। কি মেনে নিচ্ছ?

যেসিকা। (মুখস্থ বলার মত করে) আমি বিশ্বাস করি এ লোকটা বিপজ্জনক, একে সাবাড় করতে হবে, আর তুমি তারি জন্যে এসেছ…

হুগো। চুপ্! (থেমে) আমার দিকে চাও। এক এক সময় আমার মনে হয়, তুমি শুধু আমাকে বিশ্বাস করার ভাণ করছ, সত্যি করে তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না। অন্য সময়ে মনে হয়, তুমি আমাকে সত্যি বিশ্বাস কর—কিন্তু ভাণ কর বিশ্বাস না করার। কোন্‌টে সত্যি বলত?

যেসিকা। (হেসে ওঠে) কোনটাই সত্যি নয়।

হুগো। (তার দিকে তাকিয়ে) যদি তোমার মনটা পড়তে পারতাম…

যেসিকা। চেষ্টা কর।

হুগো। (কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে) ফুঃ! (থেমে) ঈশ্বর, আমি একটা মানুষকে খুন করতে যাচ্ছি। কোথায় সেই ভাবনা একটা পাথরের মত আমার বুকে ভার হয়ে থাকবে। আমার মাথায় একটা বিরাট স্তব্ধতা নেমে আসবে। (চেঁচিয়ে) স্তব্ধ হও! (থেমে) লোকটার শরীর কি নীরেট দেখেছ? কি রকম প্রাণের শক্তিতে ভরপুর। (থেমে) সত্যি! সত্যি! একথা সত্যি! আমি সত্যিই ওকে খুন করতে যাচ্ছি—এক সপ্তাহের মধ্যেই পাঁচটা বন্দুকের গুলি শরীরে নিয়ে ও মাটিতে পড়ে থাকবে। (থেমে) কি একখানা খেলা!

যেসিকা। (হাসতে শুরু করে) বেচারী ছোট্ট মৌমাছি আমার, তুমি যদি সত্যিই আমাকে বিশ্বাস করতে চাও যে তুমি খুনে ত' সেটা আগে নিজেকে বিশ্বাস করিয়ে নাও।

হুগো। তোমার মনে হচ্ছে না যে, আমি নিজে সে কথা বিশ্বাস করি ?

যেসিকা। একটুও না। তুমি তোমার অংশ খুব খারাপ অভিনয় করছ।

হুগো। আমি মোটেই অভিনয় করছি না, যেসিকা।

যেসিকা। তুমি আলবৎ অভিনয় করছ। তাছাড়া তুমি ওকে খুনই বা করবে কি করে ? রিভলবার ত' আমার কাছে।

হুগো। ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

যেসিকা। না, কখনো না, কখনো না। আমি ওটা জিতে পেয়েছি। আমি না হ'লে ওটা ত এতক্ষণে খোয়া যেত।

হুগো। বন্দুকটা দাও বলছি।

যেসিকা। উঁহু আমি দেব না। আমি হোয়েডেরারের কাছে যাব। যেয়ে বলব, দেখ, আমি তোমাকে খুশী করার জন্যে এসেছি। আর সে যখন আমায় চুমু খেতে থাকবে···

হুগো ভাণ করছিল যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন হঠাৎ এ দৃশ্যের গোড়াকার মত ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা বিছানায় পড়ে মারামারি, চেঁচামেচি, হাসাহাসি করতে থাকে। শেষটায় পর্দা পড়তে পড়তে হুগো রিভলবারটা ছিনিয়ে নেয়। যেসিকা চেঁচিয়ে ওঠে।

এই, এই, সাবধান, ছুটে যাবে !

যবনিকা

তৃতীয় দৃশ্য

হোয়েডেরারের অফিস। দশদিন পরের কথা। অপরাহ্ন।
ঘরে আসবাবপত্র সামান্য, কোনো বাহুল্য নেই, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য আছে। ডানধারে একটা ডেস্ক। ঘরের মাঝখানে বই কাগজপত্রে ভর্তি কার্পেটমোড়া টেবিল, কার্পেটটা মাটি পর্যন্ত এসে পড়েছে। পাশে বাঁ ধারে কোণাকুণি-ভাবে একটা জানলা, তা' দিয়ে বাগানের গাছপালা দেখা যায়। পেছনে ডানধারে একটা দরজা। দরজার বাঁদিকে গ্যাসচুল্লীওয়ালা একটা রান্নার টেবিল। তার ওপরে একটা কফির পাত্র চাপানো।
ঘরে একা হুগো। ডেস্কের কাছে গিয়ে হোয়েডেরারের কলমটা তুলে নিয়ে দেখে। তারপর গ্যাসচুল্লীর কাছে গিয়ে শিস্ দিতে দিতে কফির পাত্রটা তুলে দেখে। নিঃসাড়ে ঘরে ঢোকে যেসিকা।

যেসিকা। কি করছ?

হুগো। (চট করে কফির পাত্রটা নামিয়ে রেখে) যেসিকা, তোমাকে না অফিসে আসতে মানা করা হয়েছে।

যেসিকা। কফির পাত্রটা নিয়ে কি করছিলে?

হুগো। তুমি এখানে কেন এসেছ?

যেসিকা। বেবী জান, তোমাকে দেখতে এলাম।

হুগো। বেশ, দেখা তো হয়েছে। এখন জলদি ভাগো। হোয়েডেরার এক্ষুণি এসে পড়বে।

যেসিকা। তোমাকে না দেখে বড্ড একঘেয়ে লাগছিল, মৌমাছি।

হুগো। এখন আমার খেলার সময় নেই যেসিকা।

যেসিকা। (চারিদিকে তাকিয়ে) ঠিক। তুমি এর কিছুই ঠিকমত গুছিয়ে বলতে পারনি। ছেলেবেলায় বাবার পড়ার ঘরে যেমন তামাকের বাসিগন্ধ নাকে লাগত, ঠিক তেমনি

এখানে। কোনো ঘরের গন্ধ কিরকম, তা গুছিয়ে বলা এমন কিছু কঠিন নয়।

হুগো। কথা শোন……

যেসিকা। দাঁড়াও। (নিজের জ্যাকেটের পকেট হাতড়ে কিছু একটা বার করতে করতে) এটা তোমাকে দিতে এসেছিলাম।

হুগো। কি দিতে?

যেসিকা। এই যে! তুমি ভুলে গেছলে।

হুগো। আমি মোটেই ভুলিনি। আমি কখনো ওটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরি না।

যেসিকা। ঠিক তাই। তোমার কখনো ওটা সঙ্গে না নিয়ে থাকা ঠিক নয়।

হুগো। যেসিকা, তুমি বুঝছ না। আমি তোমাকে বার বার বলেছি, তুমি এখানে আসবে না। যদি খেলতে চাও, ষ্টুডিও রয়েছে, বাগান রয়েছে।

যেসিকা। হুগো, তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন আমি ছ' বছরের খুকী।

হুগো। সেটা কার দোষ? না, একেবারে অসহ্য করে তুলেছ। তুমি আমার দিকে না হেসে তাকাতে পর্যন্ত পার না। আমাদের দুজনেরই বয়েস যখন পঞ্চাশের কোঠায় পড়বে, তখন খাসা দেখাবে। এ আমাদের ছাড়তেই হবে। এ শুধু অভ্যেসের ব্যাপার, বদ-অভ্যেস। দুজনকেই এ অভ্যেস ছাড়তে হবে। বুঝতে পারলে?

যেসিকা। হ্যাঁ, পারলাম।

হুগো। তাহলে অন্তত চেষ্টা ত কর।

যেসিকা। আচ্ছা।

হুগো। ভাল। তাহলে প্রথমে এটা নিয়ে চলে যাও।

যেসিকা। সে আমি পারব না।

হুগো। যেসিকা!

যেসিকা। এটা তোমার, এটা তোমাকেই নিতে হবে।

হুগো। বললাম না, ওটাতে আমার কোন দরকার নেই।

যেসিকা। তাহলে এটা নিয়ে আমি কি করব?

হুগো। আমি কি জানি। যা ইচ্ছে করগে।

যেসিকা। তোমার কি ইচ্ছে, তোমার বউ বাকী সমস্ত দিন একটা রিভলবার পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াক?

হুগো। ঘরে ফিরে ওটা আমার স্যুটকেসে তুলে রেখে দাও।

যেসিকা। আমি এখন ঘরে ফিরতে চাই না। তুমি ভয়ানক স্বার্থপর।

হুগো। তা এটা এখানে না আনলেই তো পারতে।

যেসিকা। আর তুমি এটা সঙ্গে আনতে না ভুললেই তো পারতে।

হুগো। বলছি না যে, আমি মোটেই ভুলিনি।

যেসিকা। ভোল নি বুঝি? তবে কি তোমার কাজের নক্সা পাল্টে গেছে?

হুগো। না, পাল্টায়নি।

যেসিকা। হ্যাঁ কি না? তুমি কি ওকে……

হুগো। শ্! হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু আজ না……

যেসিকা। হুগো, আমার মানিক, আজ নয় কেন হুগো? আমার যে বড্ড একঘেয়ে লাগছে। যা বই দিয়েছিলে, সব পড়া হয়ে গেছে। তাছাড়া সারাদিন হারেমের বাঁদীদের মত বিছানায় পড়ে থাকতে আমার ভাল লাগে না। তাহলে যে ভয়ানক মোটা হয়ে যাব। দেরী করছ কেন?

হুগো। তোমার সঙ্গে কথা বলাও অসম্ভব। তুমি সব সময়ই থালি খেলার তালে আছ।

যেসিকা। খেলা তুমিই করছ মশাই। আমাকে ঘাবড়ে দেবার জন্যে দশ দিন ধরে খুব ভাবভঙ্গী করে বেড়াচ্ছ, অথচ লোকটা এদিকে দিব্যি বেঁচে রয়েছে। এ যদি খেলা হয়, তবে সে-খেলার মেয়াদ বেশ একটু অতিরিক্ত রকমের লম্বা হয়ে যাচ্ছে। পাছে কেউ শুনে ফেলে তাই সব সময়ে দুজনে ফিস ফিস করে কথা বলি। আর সব সময়ে আমাকে তোমার খেয়ালমত চলতে হয়, যেন তুমি পোয়াতী বউ।

হুগো। তুমি ভাল করেই জান যে এ মোটেই খেলা নয়।

যেসিকা। (নীরস গলায়) তাহলে ত আরো খারাপ। যারা মন ঠিক করার পরও সেইমত কাজ করে না, আমি তাদের ঘেন্না করি। আমাকে যাদ তোমার কথা বিশ্বাস কবাতে চাও, তাহলে কাজটা আজই চুকিয়ে ফেলতে হবে।

হুগো। আজ সুবিধে নেই।

যেসিকা। (সাধারণ গলায়) দেখলে তো।

হুগো। না, তুমি আমাকে পাগল করে ছাড়বে। আজ কয়েকজন লোক ওর সঙ্গে দেখা করতে আসছে। বুঝলে ?

যেসিকা। ক'জন ?

হুগো। দুজন।

যেসিকা। তাদেরও ঐ সঙ্গে সাবাড় করে দাও।

হুগো। অন্যরা যখন মোটেই খেলার মেজাজে নেই, তখন যে মানুষ তাদের সঙ্গে খেলা করার আব্দার ধরে, তার মত বে-আক্কেলে কেউ নেই। আমি ত তোমার কাছে কোন সাহায্য চাইনে ; শুধু দোহাই তোমার, আমার কাজে বাগড়া দিও না।

যেসিকা। ভাল কথা, ভাল কথা। আমাকে যখন তোমার জীবন থেকে আলাদা করে রাখতেই চাও, তখন তোমার যা ইচ্ছে, তাই কর। কিন্তু তোমার বন্দুক বাপু তুমি নিয়ে নাও। আর বেশিক্ষণ পকেটে রাখলে আমার পকেট বেঢপ হয়ে যাবে।

হুগো। আচ্ছা, নিলে পরে তুমি চলে যাবে ?

যেসিকা। নাও তো আগে।

হুগো। (রিভলবারটা নিয়ে নিজের পকেটে রাখে।) এখন যাও।

যেসিকা। এই এক মিনিট। আমি বুঝি আমার স্বামীর কাজের যায়গাটা একটু দেখতে পারি না। (হোয়েডেরারের ডেস্কের পেছনে যেয়ে) এখানে কে বসে ? তুমি না ও ?

হুগো। (অনিচ্ছার সঙ্গে) ও বসে। (টেবিল দেখিয়ে) আমি ওখানে বসে কাজ করি।

যেসিকা। (কথায় কান না দিয়ে) এটা কি ওর হাতের লেখা ? (ডেস্ক থেকে একটা কাগজ তুলে নেয়)

হুগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। (খুব কৌতূহলের সঙ্গে) সত্যি ?

হুগো। রেখে দাও ওটা।

যেসিকা। দেখেছ ওর হাতের লেখাটা কেমন ওপর দিকে বেঁকে উঠেছে ? আর অক্ষরগুলো মোটেই জোড়েনি।

হুগো। তাতে কি হ'ল ?

যেসিকা। তাতে কি হ'ল ? এর গুরুত্ব নেই ?

হুগো। কার কাছে ?

যেসিকা। ওর চরিত্র বুঝতে। যাকে খুন করতে যাচ্ছ, তার

চরিত্রটা বুঝে নিতে ক্ষতি কি? দেখ, প্রত্যেক কথার পরে কত ফাঁক! মনে হয়, যেন প্রত্যেকটা অক্ষর এক-একটা ছোট্ট দ্বীপ—আর শব্দগুলো এক-একটা দ্বীপপুঞ্জ। নিশ্চয়ই এর একটা মানে আছে।

হুগো। কি মানে?

যেসিকা। আমি কি তা জানি! কি মুশকিল! ওর সব স্মৃতি, যে মেয়েলোকদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, ও কিভাবে প্রেম করে, সব এখানে লেখা রয়েছে। অথচ আমি তা পড়তে জানি না।……আচ্ছা হুগো, হাতের লেখা দেখে চরিত্র পড়ার বই একটা কেনো না। আমার মনে হচ্ছে, ওদিকে আমার ক্ষমতা আছে।

হুগো। তুমি যদি এক্ষুণি চলে যাও, তাহলে কিনে দেব।

যেসিকা। ওটা পিয়ানোর টুল, তাই না?

হুগো। হ্যা, ওটা পিয়ানোর টুল।

যেসিকা। (টুলে বসে বোঁ করে একপাক ঘুরে নিয়ে) তাহলে এইখানে ও বসে। ও বসে, তামাক টানে, কথা বলে, ছোট্ট টুলে মাঝে মাঝে একবার বোঁ করে পাক খেয়ে নেয়…

হুগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। (ডেস্কের পরে রাখা একটা মদের বোতল হতে ছিপিটা খুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকে।) ওকি মদ খায় নাকি?

হুগো। একেবারে পাঁড়।

যেসিকা। কাজ করার সময়ে?

হুগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। কখনো মাতাল হয় না?

হুগো। না।

যেসিকা। তুমি নিশ্চয়ই ও বললেও মদ খাও না। তোমার তো ওসব সয় না।

হুগো। দিদি সাজতে হবে না। আমি জানি, আমি মদ খেতে, তামাক টানতে পারি না। কি গরম, কি স্যাঁতসেঁতে, কি খড়ের গন্ধ, কোন কিছুই আমার সহ্য হয় না।

যেসিকা। (আস্তে আস্তে) ও এখানে বসে, কথা বলে, তামাক টানে, মদ খায়, বৌ করে পাক খায় .....

হুগো। হ্যাঁ, আর আমি ....

যেসিকা। (গ্যাসের চুল্লীটাকে দেখিয়ে) ওটা কি? ও কি ওর নিজের রান্না নিজে রাঁধে নাকি?

হুগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। (হাসিতে ফেটে পড়ে) কেন? আমি যখন তোমার জন্যে রাঁধি ওর জন্যেও রাঁধতে পারি। ও'ত আমাদের সঙ্গে খেতে পারে।

হুগো। তুমি ওর মত ভাল রাঁধতে পার না। তাছাড়া আমার মনে হয়, এ ওর ভাল লাগে। সকালে ও আমাদের জন্যে কফি বানায়। খুব চমৎকার, কালোবাজার হতে কেনা কফি...

যেসিকা। (কফির পাত্রটা দেখিয়ে) ওটাতে?

হুগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। আমি যখন এলাম, তখন কি তুমি ওটাই হাতে নিয়েছিলে?

হুগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। কেন তুলেছিলে ওটা? কি খুঁজছিলে ওর মধ্যে?

হুগো। কি জানি। (থেমে) ও যখন ওটা ছোঁয়, তখন কিন্তু ওটাকে সত্যি জিনিষ মনে হয়। (পাত্রটা তুলে ধরে) ও যা

কিছুই ছোঁয়, তাই সত্যি লাগে! ও কফি ঢালে, আমি খাই, চেয়ে চেয়ে দেখি ও খাচ্ছে—আর বেশ বুঝতে পারি, সত্যিকারের যে কফির স্বাদ, সে শুধু ওরি মুখে। (থেমে) সেই সত্যিকারের স্বাদ মুছে যাবে। সত্যিকারের উত্তাপ, সত্যিকারের আলো। শুধু এটা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। (কফির পাত্রের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে।)

যেসিকা। মানে ?

হুগো। (হাত দিয়ে সমস্ত ঘরটা দেখিয়ে) এই সব কিছু, আমার যত মিথ্যে। (কফির পাত্রটা নামিয়ে রাখে) আমি একটা বানানো জগতে বাস করছি। (নিজের ভাবনার মধ্যে ডুবে যায়।)

যেসিকা। হুগো !

হুগো। (চমকে) অ্যাঁ !

যেসিকা। ও মারা গেলে তামাকের এই বাসি গন্ধও মিলিয়ে যাবে। (হুগো কাঁধ ঝাঁকি দেয়) দরজার ফাটল দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তখন আর ঘরে গন্ধ থাকবে না। (হঠাৎ) ওকে মেরো না।

হুগো। তাহলে বিশ্বাস হ'ল যে আমি ওকে খুন করব ? উত্তর দাও। বিশ্বাস হয়েছে ?

যেসিকা। জানিনে। এখানে সব কি রকম শান্ত। তাছাড়া ঘরের গন্ধটা ঠিক আমাদের বাড়ির মত।...কিছুই হবে না ! কিছু হতে পারে না। তুমি শুধু আমাকে ক্ষ্যাপাচ্ছ।

হুগো। এই, ও এসে গেছে। শিগ্‌গির জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাও। (টেনে বার করে দেবার চেষ্টা করে।)

যেসিকা। (বাধা দিয়ে) তোমরা দুজনে যখন একা থাক, তখন তোমাদের কেমন লাগে দেখব।

হুগো। (টানতে টানতে) এই তাড়াতাড়ি।

যেসিকা। (চট করে) বাড়িতে আমি টেবিলের নীচে লুকিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাবার কাজ করা দেখতাম।

হুগো বাঁহাত দিয়ে জানালাটা খোলে। যেসিকা ঝট্ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে টেবিলের নিচে লুকোয়। হোয়েডেরার ঘরে ঢোকে।

হোয়েডেরার। ওখানে কি করছ?

যেসিকা। লুকিয়েছি।

হোয়েডেরার। কেন?

যেসিকা। আমি না থাকলে তোমাদের কেমন দেখায়, তাই দেখতে।

হোয়েডেরার। বেশ, দেখা ত' হয়েছে। (হুগোকে) ওকে কে আসতে দিয়েছে?

হুগো। আমি জানিনে।

হোয়েডেরার। ও তোমার স্ত্রী। সামলে রাখতে পার না?

যেসিকা। বেচারা ছোট্ট মৌমাছি, ও ভাবছে তুমি বুঝি আমার স্বামী।

হোয়েডেরার। নয় বুঝি?

যেসিকা। ও'ত আমার ছোট্ট খোকনভাই।

হোয়েডেরার। (হুগোকে) তোমাকে বিশেষ মানে না দেখছি।

হুগো। না।

হোয়েডেরার। পার্টির লোক হলে পার্টির মেয়ে বিয়ে করাই ঠিক।

যেসিকা। কেন?

হোয়েডেরার। কাজ করতে সুবিধে হয়।

যেসিকা। তুমি কি করে জানলে আমি পার্টির মেয়ে নই?

হোয়েডেরার। এত' স্পষ্ট। (তার দিকে চেয়ে) তুমি এক প্রেম করা ছাড়া আর কিছু করতেই জান না।

যেসিকা। তাও ছাই জানি না। (হুগোকে দেখিয়ে) তোমার কি মনে হয় ওর পক্ষে আমি খারাপ ?

হোয়েডেরার। এখানে কি আমাকে সেই কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছ ?

যেসিকা। না কেন ?

হোয়েডেরার। আমার ধারণা তুমি ওর বেহিসেবী বিলাস। সব বুর্জোয়া পরিবারের ছেলেরাই তাদের হারানো বিত্তের এক আধ টুকরো স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সঙ্গে আনে। কেউ আনে চিন্তার স্বাধীনতা, কেউ বা একটা টাই-পিন। ও এনেছে ওর বউ।

যেসিকা। তা বটে। তোমার ওরকম বিলাসের কোন দরকার নেই।

হোয়েডেরার। না, নেই। (তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়।) এখন ওঠো, এখান হতে কেটে পড। এ ঘরের মধ্যে আর কখনও যেন নাক ঢুকোতে না দেখি।

যেসিকা। বেশ, যেমন তোমার অভিরুচি। থাকো তুমি তোমার পুরুষ বন্ধুদের নিয়ে। (ভারিক্কী চালে চলে যায়)

হোয়েডেরার। তুমি কি ওকে সঙ্গে রাখতে চাও ?

হুগো। নিশ্চয়।

হোয়েডেরার। তাহলে দেখো ও আর কখনো যেন এখানে না আসে। আমাকে যদি একটা ঘাঘরা আর একটা পুরুষের মধ্যে বাছতে হয়, আমি পুরুষকেই বেছে নেব। কিন্তু আমার পক্ষে অবস্থাটা বেশী কঠিন করে তুলো না।

হুগো। (হেসে) যেসিকাকে তুমি চেন না।

হোয়েডেরার। তা হবে। না চেনাই বোধ হয় ভাল। (থেমে) ওকে আর এখানে না আসতে বলে দিও। (হঠাৎ) কটা বাজে ?

হুগো। চারটে বেজে দশ।

হোয়েডেরার। ওরা দেরী করছে। (জানালার কাছে যেয়ে বাইরে চায়, তারপর ঘুরে দাঁড়ায়।)

হুগো। কোন চিঠি আছে লেখবার ?

হোয়েডেরার। না, আজ নেই। (হুগো যাবার ভাব দেখাতে) না, এখানেই থাক। চারটে বেজে দশ ?

হুগো। হ্যাঁ।

হোয়েডেরার। যদি না আসে ওদের কপালে দুঃখু আছে।

হুগো। কে আসছে ?

হোয়েডেরার। দেখতে পাবে। তোমারই জগতের মানুষ। (পায়চারী করতে করতে) আমি অপেক্ষা করা পছন্দ করি না। (হুগোর কাছে ফিরে) যদি ওরা আসে তবে কাজটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা যদি পেছোয়, তাহলে সব আবার গোড়া হতে সুরু করতে হবে। তার সময় যে আমার মিলবে মনে হয় না। তোমার বয়েস কত ?

হুগো। একুশ।

হোয়েডেরার। তোমার এখনো ঢের সময় আছে।

হুগো। তুমি এমন কিছু বুড়ো হওনি।

হোয়েডেরার। না, আমি বুড়ো হইনি, কিন্তু আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। (বাগানের দিকে দেখিয়ে) ঐ দেয়ালের ওধারে অনেক লোক আছে, তাদের দিনরাত শুধু এক-ভাবনা, কি করে আমাকে সরাবে। আর সব সময়ে ত' কিছু সতর্ক

থাকা যায় না। সুতরাং শিগ্‌গির হোক, দেরীতে হোক, ওরা আমাকে সরাবেই।

হুগো। তারা যে দিনরাত ঐ কথাই ভাবে বুঝলে কি করে?

হোয়েডেরার। তাদের মন শুধু এক রাস্তায় চলে।

হুগো। তুমি চেন তাদের?

হোয়েডেরার। না। একটা গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলে?

হুগো। না। (দুজনে শোনে) না।

হোয়েডেরার। তক্ষুণি ওদের একজন দেয়াল টপকে এধারে নাববে। একটা ভাল কাজ করার সুযোগ মিলবে কিনা।

হুগো। (আস্তে) ভাল কাজ ....

হোয়েডেরার। (হুগোর পরে নজর রেখে) বুঝছ না, আমি যদি আমার অতিথিদের এখানে স্বাগত করতে না পারি, তাতে তাদের পক্ষে যে ভাল। (ডেস্কের কাছে যেয়ে একটা গ্লাসে মদ ঢেলে নেয়) খাবে এক পাত্তর?

হুগো। না। (থেমে) তুমি কি ভয় পেয়েছ?

হোয়েডেরার। কার ভয়?

হুগো। মরার ভয়।

হোয়েডেরার। না। কিন্তু আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে। আমার সব সময়েই তাড়াতাড়ি। আগেকার দিনে অপেক্ষা করতে আমার আটকাতো না। কিন্তু এখন আর আমি অপেক্ষা করতে পারি না।

হুগো। ওদের তুমি খুব ঘেন্না কর, তাই না?

হোয়েডেরার। কেন? নীতির দিক হতে রাজনৈতিক খুনে আমার মোটেই আপত্তি নেই।

হুগো। আমাকে দাও এক পাত্তর।

হোয়েডেরার। সত্যি? (বোতল হতে একটা পাত্রে মদ ঢেলে দেয়। হুগো হোয়েডেরারের ওপর হতে চোখ না সরিয়ে পান করতে থাকে।) কি ব্যাপার? আমাকে কি আগে কখনো দেখনি নাকি?

হুগো। না, আমি তোমাকে আগে কখনো দেখিনি।

হোয়েডেরার। তোমার জীবনে আমি ত' একটা পথচলার চিহ্ন মাত্র—তাই না? অবশ্যি এটাই স্বাভাবিক। তুমি তোমার ভবিষ্যৎকালের ব্যবধান হতে আমাকে দেখছ। তুমি ভাবছ, 'মানুষটার সঙ্গে বছর দুইতিন কাটানো যাবে; তার পর ওকে খতম করলে অন্য কোথাও গিয়ে অন্য কোন কাজ করব।...'

হুগো। আর কখনো অন্য কোন কাজ করব কি না জানি না।

হোয়েডেরার। বছর কুড়ি পরে তোমার ইয়ারদের গল্প বলবে: 'পুরোন দিনে আমি যখন হোয়েডেরারের সেক্রেটারী ছিলাম .....।' বছর কুড়ি পরে! ভারী মজার, তাই না?

হুগো। কুড়ি বছর.....

হোয়েডেরার। কি?

হুগো। সে ত' দীর্ঘ যুগ।

হোয়েডেরার। কেন? তুমি কি যক্ষ্মারুগী?

হুগো। না। আর এক পাত্তর দাও। (হোয়েডেরার ঢেলে দেয়) আমার চিরদিনই বিশ্বাস আমি কখনো বুড়ো হওয়া পর্যন্ত টিকবো না। আমারও খুব তাড়াতাড়ি।

হোয়েডেরার। সে অন্য জিনিস।

হুগো। না। (থেমে) এক এক সময় মনে হয় যদি মুহূর্তে সাবালক হয়ে যেতে পারতাম তার জন্যে আমার ডান

পর্যন্ত কেটে ফেলতে পারি। অন্য সময়ে মনে হয় আমার এ নাবালক তারুণ্য আমি কখনই অতিক্রম করতে চাই না।

হোয়েডেরার। সে যে কি জিনিস আমি জানিই না।

হুগো। কি?

হোয়েডেরার। তরুণ হওয়া যে কি কোনদিন জানলাম না। শিশু ছিলাম, তারপরই হলাম পরিণত মানুষ।

হুগো। ঠিক। আমার এটা একটা বুর্জোয়া ব্যাধি। (হেসে ওঠে প্রায়ই মারাত্মক হয়ে ওঠে।

হোয়েডেরার। তুমি কি চাও আমি তোমাকে সাহায্য করি?

হুগো। কি?

হোয়েডেরার। দেখলে মনে হয় তোমার সুরুটা হয়েছে খারাপ-ভাবে। আমি তোমাকে সাহায্য করলে খুশী হও?

হুগো। (চমকে উঠে) না, তুমি না। (তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে) কারুর পক্ষেই আমাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়।

হোয়েডেরার। (কাছে যেয়ে) আমার কথা শোন। (চট করে থেমে যায়। কান পেতে শোনে।) ওরা এসে গেছে। (জানলার কাছে যায়, হুগো তার অনুসরণ করে।) লম্বা মানুষটা হল কারস্কি, পেন্টাগণের সম্পাদক। মোটা লোকটা হল রাজকুমার পল।

হুগো। রাজ অভিভাবকের ছেলে?

হোয়েডেরার। হ্যাঁ। (তার মখের চেহারা বদলে গেছে। সেখানে এসেছে নিস্পৃহ কাঠিন্য আর আত্মপ্রত্যয়) অনেক মদ খেয়েছ, গ্লাসটা দাও। (গ্লাসের মদটা জানালা দিয়ে বাগানে ফেলে দেয়।) ওখানে যেয়ে বস, সব কথা মন দিয়ে শুনবে আর আমি মাথা নাড়লে নোট নেবে।

হোয়েডেরার জানলা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ডেস্কে এসে বসে। আগন্তুক দুজন ঢোকে। তাদের পিঠে বন্দুকের মাথা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ঢোকে জর্জ আর শ্লিক।

কারস্কি। আমি কারস্কি।

হোয়েডেরার। (না উঠে) জানি।

কারস্কি। আমার সঙ্গে কে আছে তাও জানো ?

হোয়েডেরার। হ্যাঁ।

কারস্কি। তোমার পাহারাওয়ালাদের যেতে বল।

হোয়েডেরার। ঠিক আছে ভাই, তোমরা এখন যেতে পার।

শ্লিক এবং জর্জ চলে যায়।

কারস্কি। (ব্যঙ্গের স্বরে) খুব যত্নে রাখে দেখছি।

হোয়েডেরার। সম্প্রতি যদি একটু আধটু সতর্ক না থাকতাম, তবে তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হত না।

কারস্কি। (হুগোর দিকে ফিরে) ও কে ?

হোয়েডেরার। আমার সেক্রেটারী ও এখানে থাকতে পারে।

কারস্কি। (কাছে গিয়ে) আরে, হুগো বারিন না ? (হুগো জবাব দেয় না) তুমি এদের সঙ্গে কাজ করছ ?

হুগো। হ্যাঁ।

কারস্কি। তোমার বাবার সঙ্গে গত হপ্তায় দেখা হয়েছিল। বাবা কেমন আছেন শুনতে চাও ?

হুগো। না।

কারস্কি। তোমার জন্যেই বোধ হয় ভদ্রলোক মারা যাবেন।

হুগো। তাঁর জন্যেই যে আমি জন্মেছি এটা বোধ হয় নয়, এটা নিশ্চিত। আমাদের লেনদেনের হিসেব মিটে গেছে।

কারস্কি। (গলার স্বর না তুলে) তুমি একটি ক্ষুদে বদমাস।

হুগো। আচ্ছা, বল ত'…

হোয়েডেরার। চুপ। (কারস্কিকে) আশা করি তুমি এখানে আমার সেক্রেটারীকে অপমান করার জন্যেই আসনি? দাঁড়িয়ে কেন? (তারা বসে) ব্র্যাণ্ডি?

কারস্কি। না, ধন্যবাদ।

রাজকুমার। আমার কোন আপত্তি নেই, বরং খুশীই হব।

হোয়েডেরার মদ ঢালে। হুগো তার গ্লাসটা রাজকুমারকে দেয়।

কারস্কি। এই তাহলে সেই বিখ্যাত হোয়েডেরার। (তার দিকে তাকিয়ে) তোমার দলের লোকেরা কাল আমাদের লোক-দের ওপরে আবার গুলী করেছিল।

হোয়েডেরার। কেন?

কারস্কি। একটা গ্যারেজে আমাদের গুলীগোলা বন্দুকের গুদাম ছিল। তোমার ছোকরারা ঠিক করলে সেটা নেবে। অতি সরল কারণ।

হোয়েডেরার। নিতে পেরেছে?

কারস্কি। হ্যাঁ।

হোয়েডেরার। চমৎকার।

কারস্কি। এমন কিছু বাহাদুরী নেই—আমাদের প্রতিজনে তারা ছিল দশজন।

হোয়েডেরার। জেতবার মতলব থাকলে সব সময়েই প্রতিজনে দশজন যেতে হয়।

কারস্কি। এ আলোচনায় কোন লাভ নেই। আমরা পরস্পরের কথা কোনদিনই বুঝব না। আমরা এক জাতের মানুষ নই।

হোয়েডেরার। আমরা একজাতেরই মানুষ—কিন্তু এক শ্রেণীর নয়।

রাজকুমার। এসব ছেড়ে কাজের কথায় এলে ভাল হয় না?

হোয়েডেরার। নিশ্চয়। আরম্ভ কর।

কারস্কি। আমরা তোমার প্রস্তাব শুনতে এসেছি।

হোয়েডেরার। কিছু ভুল ˉ রে থাকবে।

কারস্কি খুবই সম্ভব। তোমার তরফ হতে কোন প্রস্তাব আছে না ভাবলে আমি নিশ্চয়ই কষ্ট করে এখানে আসতাম না।

হোয়েডেরার। আমার কোন প্রস্তাব নেই।

কারস্কি। ভালকথা। (উঠে পড়ে।)

রাজকুমার। আহা, রাগারাগি কেন। কারস্কি, বোসো। এত' বড় খারাপভাবে আরম্ভ হ'ল। আমরা কি একটু মন খুলে আলোচনা করতে পারি না?

কারস্কি। (রাজকুমারকে) মন খুলে? ওর পাহারাদার কুকুর-গুলো যখন বন্দুকের মাথা দিয়ে আমাদের এখানে ঠেলে ঢোকালে তখন ওর চোখ দুটো দেখেছিলে? এরা আমাদের মনে পাণে ঘেন্না করে। তোমার উপরোধে আমি এ সাক্ষাতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি এ থেকে কিছু লাভ হবে না।

রাজকুমার। কারস্কি, গত বছর তুমি দু'দুবার আমার বাবাকে খুন করানোর চেষ্টা করিয়েছিলে, তবু আমি তোমার সঙ্গে কথা করতে রাজী হয়েছি। আমাদের পরস্পরকে প্রেম করার কোন হেতু না থাকতে পারে, কিন্তু যখন প্রশ্নটা জাতীয় স্বার্থের তখন ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দলাগাকে চাপা দিতে

হবে বইকি। (থেমে) স্বভাবতই সে স্বার্থ যে ঠিক কি তা নিয়ে সব সময়ে আমরা একমত হতে পারি না। তুমি হোয়েডেরার, হয়তো বা একটু বেশী একচেটে ভাবে, শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য দাবীদাওয়ার মুখপাত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছ। আমার বাবা এবং আমি দুজনেই সে দাবী-দাওয়ার প্রতি চিরদিন সহানুভূতিশীল—কিন্তু জার্মানীর উদ্যত হুমকীর সামনে আমরা সে দাবী-দাওয়াকে বাধ্য হয়েই পেছনে স্থান দিয়েছি। আমাদের মনে হয়েছিল যে দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখাই আমাদের প্রধান কর্তব্য—তাতে যদি জন-সাধারণের অপ্রিয় কোন বিধিব্যবস্থা করতে হয় তবুও।

হোয়েডেরার। অর্থাৎ রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

রাজকুমার। অন্যধারে কারস্কি আর তার বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে একমত ছিল না। বিদেশীদের সামনে ইলিভিয়ার আভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং শক্তি প্রমাণ করা যে প্রয়োজন, একনেতার পেছনে একজাতি হয়ে দাঁড়ানো যে কত দরকার, তা বোধ হয় তারা ঠিক বুঝতে পারেনি। তাই তারা নিজেদের এক স্বতন্ত্র বেআইনী প্রতিরোধ দল গড়ে তুলেছিল। সেই জন্যেই তোমাদের মত এমন দুজন সমান সৎ, সমান দেশভক্ত মানুষ কর্তব্যের স্বতন্ত্র কল্পনা করে পরস্পর হতে পৃথক হয়ে গেছলে। (হোয়েডেরার অশ্লীলভাবে হেসে ওঠে) মানে?

হোয়েডেরার। কিছু না। বলে যাও।

রাজকুমার। আজ সৌভাগ্যবশতঃ এই সব বিরোধী ধারা এক স্রোতের টানে এসে মিলেছে। মনে হচ্ছে আমরা পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে ব্যাপকতর বোধ অর্জন করেছি। আমার

বাবা এই নিরর্থক সর্বস্বান্তকর যুদ্ধ আর চালাতে চান না। অবশ্য এখনো আমাদের স্বতন্ত্রভাবে সন্ধি করার অবস্থা হয়নি, তবে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমাদের যুদ্ধ পরিচালনায় এরপর আর অনাবশ্যক কোন উৎসাহ উদ্যম দেখা যাবে না। কারস্কির দিক হতে সেও মনে করছে অভ্যন্তরীণ বিরোধ দেশের শান্তির পরিপন্থী। আমরা দুপক্ষই জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে ভবিষ্যৎ শান্তির জন্যে প্রস্তুত হতে ইচ্ছুক। স্বভাবতই আমাদের এই ঐক্য সম্বন্ধে বাইরে কোন ঘোষণা করা চলবে না, তাতে জার্মানীর মনে সন্দেহ জাগবে। কিন্তু বর্তমানে কার্যকরী গুপ্ত দলদের মধ্যে গোপনে এ ঐক্য স্বীকার করা যেতে পারে।

হোয়েডেরার। সুতরাং ?

রাজকুমার। মোদ্দা কথা হ'ল এই। আমাদের ভেতরে এই নীতিগত ঐক্যের সুসংবাদটা তোমাকে দেবার জন্যে কারস্কি আর আমি এখানে এসেছি।

হোয়েডেরার। তাতে আমার কি ?

কারস্কি। ঢের হয়েছে—মিথ্যে সময় নষ্ট হচ্ছে।

রাজকুমার। (না থেমে) না বললেও চলে যে, এ ঐক্য যতখানি সম্ভব ব্যাপক করতে হবে। যদি সর্বহারার দল আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চায় ....

হোয়েডেরার। কি তোমাদের সর্ত ?

কারস্কি। জাতীয় যে গুপ্ত কমিটি আমরা গঠন করতে যাচ্ছি তাতে তোমাদের তরফ হতে দুজন সদস্য থাকতে পারে।

হোয়েডেরার। ক'জনের মধ্যে দুজন ?

কারস্কি। বারোজন।

হোয়েডেরার। (ভদ্রকৌতূহলের ভান করে) বারোর মধ্যে ছুজন ?

কারস্কি। রাজ অভিভাবক তাঁর উপদেষ্টাদের মধ্য হতে চার-জনকে মনোনীত করবেন। পেন্টাগণ থেকে আসবে ছজন। কমিটির সভাপতি নির্বাচন করে ঠিক করা হবে।

হোয়েডেরার। (বিদ্রূপের স্বরে) বারোর মধ্যে ছুই।

কারস্কি। চাষী নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশই পেন্টাগণের পক্ষে ; তারা হ'ল ধর মোট দেশবাসীর শতকরা সাতান্ন ভাগ। তার সঙ্গে প্রায় সমস্ত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে যোগ দাও। শ্রমিকরা দেশের শতকরা কুড়িভাগও হবে না—আর তাদের সকলেই কিছু তোমাদের পেছনে নেই।

হোয়েডেরার। না। বলে যাও।

কারস্কি। আমরা আমাদের ছুই গুপ্তদলকে মিলিয়ে নতুন করে গড়বার ব্যবস্থা করব। তোমার লোকেরা পেন্টাগণ দলের সব ব্যবস্থায় সহযোগিতা করবে।

হোয়েডেরার। অর্থাৎ আমার সৈন্যরা পেন্টাগণের মধ্যে লোপ পেয়ে যাবে।

কারস্কি। মিটমাট হবার এই সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা।

হোয়েডেরার। অন্যকথায় শত্রুপক্ষকে সমূলে নিপাত করে তার সঙ্গে মিটমাট করা। এরপরে অবশ্যি কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমাদের মোটে ছুটো আসন দেওয়া খুবই যুক্তিযুক্ত। বরং তাতে ত'ছুটো আসন ফালতু বেশী দিয়ে ফেলছ—ও ছুটো আসন কারুরই প্রতিনিধিত্ব করবে না।

কারস্কি। ইচ্ছে না হয় মেনো না।

রাজকুমার। (তাড়াতাড়ি) কিন্তু যদি মানো তবে সরকার প্রেস,

ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদের কার্ড সম্বন্ধে '৩৯-এর বিধি-নিষেধ রদ করে দিতেও পারে।

হোয়েডেরার। কি ভয়ানক প্রলোভন! (টেবিলে ঘুঁষি মেরে) ভালো। এখন আমরা পরস্পরকে চিনে নিয়েছি, এবারে কাজ শুরু করা যাক্। আমার সর্ত তাহলে শোন। সর্বোচ্চ কমিটিতে ছ'জন সদস্য থাকবে। সর্বহারা দলের তাতে তিনটি আসন—বাকী তিনটে তোমরা যেভাবে খুশী ভাগবাঁটোয়ারা করতে পার। গুপ্তদলগুলো সব স্পষ্ট পরস্পর হতে স্বতন্ত্র থাকবে। কেন্দ্রীয় কমিটির ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্ত ছাড়া কোনো ব্যাপারে তারা যুক্তভাবে কাজে অংশ নেবে না। মানতে হয় মানো, নয়তো ইতি।

কারস্কি। তুমি কি মস্করা করছো?

হোয়েডেরার। ইচ্ছা না হয় মেনো না।

কারস্কি। (রাজকুমারকে) আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম এ লোকদের সঙ্গে কখনো কোন মিটমাট সম্ভব নয়। আমাদের হাতে রয়েছে দেশের তিনভাগের দুভাগ টাকা, অস্ত্র-শস্ত্র, শিক্ষিত আধাসামরিক বাহিনা—তাছাড়া আমাদের দলের শহীদেরা আমাদের যে নৈতিক প্রাধান্য দিয়েছে সে কথা ছেড়েই দাও। আর এরা, কানাকড়ির সামর্থ্য নেই এই একমুঠো লোক, একেবারে বেপরোয়া দাবী করে বসল কি—না কেন্দ্রীয় কমিটিতে ওদের সংখ্যাধিক্য দিতে হবে।

হোয়েডেরার। তাহলে? তোমরা গররাজী?

কারস্কি। আমরা গররাজী। তোমাকে ছাড়াও আমাদের চলবে।

হোয়েডেরার। ভাল কথা—তাহলে ভাগো। (কারস্কি মিনিট-কাল ইতস্তত করে, তারপর দরজার দিকে এগোয়। রাজ-

কুমার কিন্তু নড়েনি।) কুমারের দিকে চেয়ে দেখ কারস্কি, ওর তোমার চাইতে বুদ্ধি বেশী। ও এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছে।

কুমার। (কারস্কিকে মৃদুভাবে) আমরা একেবারে বিবেচনা না করেই ওর প্রস্তাব ফেলে দিতে পারিনে।

কারস্কি। (উত্তেজিতভাবে) এ কোনো প্রস্তাবই না—এ সব নির্বোধের দাবী। এ আমি আলোচনা করতে রাজী নই। (কিন্তু নড়ে না।)

হোয়েডেরার। '৪২ সালে পুলিশ আমাদের লোক তোমাদের লোক দুপক্ষেরই পেছনে ধাওয়া করেছিল। তোমরা তখন রাজঅভিভাবকের পরে আক্রমণের চেষ্টা চালাচ্ছিলে, আমরা সামরিক উৎপাদন বানচাল করছিলাম। তবু পেণ্টাগণের কোনো ছেলের সঙ্গে আমাদের দলের কোনো ছেলের দেখা হলে একজনের দেহ পথের ধারে নর্দমায় গড়াত। হঠাৎ আজ তোমরা চাইছ, তারা সবাই পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরে একেবারে বন্ধু বনে যাবে। কেন?

কুমার। দেশের কল্যাণের জন্যে।

হোয়েডেরার। '৪২ সালে যা কল্যাণ ছিল আজ তা আর কেন কল্যাণ নেই? (থেমে) রুশরা স্ট্যালিনগ্রাডে পাউলুসের বাহিনীকে ঘায়েল করেছে আর জার্মানরা যুদ্ধ হারতে শুরু করেছে—সেইজন্যে কি?

কুমার। এটা অবশ্যি ঠিক যে যুদ্ধের বিবর্তনের ফলে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না…

হোয়েডেরার। ঠিক উল্টো। আমি জানি তুমি বেশ বুঝতে পেরেছো। আমি জানি তুমি ইলিতিয়াকে বাঁচাতে চাও। কিন্তু তুমি চাও এই বর্তমানের সামাজিক বৈষম্য আর

শ্রেণীগত সুযোগসুবিধেনিভর ইলিতিয়াকে বাঁচাতে। যখন মনে হয়েছিল জার্মানরা জিতবে, তোমার বাবা তাদের দলে ভিড়েছিল। আজ ভাগ্যের চাকা উল্টে গেছে। তাই সে আজ রুশিয়ার সঙ্গে বনিবনা করার জন্যে ভারী ব্যস্ত। কিন্তু এ বড় কঠিন ঠাঁই।

কারস্কি। হোয়েডেরার, জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে আমার দলের অনেকে প্রাণ দিয়েছে। আমাদের সুবিধে স্বার্থ রক্ষার জন্যে আমরা শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছি, একথা বললে সইব না।

হোয়েডেরার। জানি কারস্কি, পেণ্টাগণ জার্মানবিরোধী। সেদিক থেকে তুমি নিরাপদ। হিটলার যাতে ইলিতিয়া আক্রমণ না করে রিজেণ্ট তার জন্যে তাকে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তুমি যে রুশবিরোধীও ছিলে—রুশের সৈন্য তখন অনেক অনেক দূরে ছিল কিনা। "ইলিতিয়া—একা ইলিতিয়া"—ও ধুয়ো আমার খুব জানা। দুবছর ধরে জাতীয় বুর্জোয়াদের তুমি এই ধুয়ো শুনিয়ে এসেছ। কিন্তু রুশবাহিনী ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে, একবছরের মধ্যে তারা আমাদের মাঝখানে এসে পড়বে, ইলিতিয়া তখন আর এত একা থাকবে না। তাহলে? তাই তোমার নতুন নিরাপত্তার দরকার পড়েছে। কি সুবিধেই না হত যদি তাদের বলতে পারতে—পেণ্টাগণ তোমাদের হয়েই লড়েছে আর রিজেণ্ট দুমুখো খেলা খেলছিল। মুশকিল কি, তারা তোমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। কি করবে তারা? অ্যাঁ? কি করবে তারা? শেষ পর্যন্ত আমরা ত' তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম।

কুমার। ভাই হোয়েডেরার, রুশিয়া যখন বুঝতে পারবে যে আমরা সত্যিই…

হোয়েডেরার। যখন তারা বুঝতে পারবে যে, একজন ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটর আর এক সংরক্ষণশীল পার্টি তাদের জয়লাভে সাহায্য করার জন্যে 'সত্যিই' ছুটে এসেছে, তখন তারা যে একেবারে কৃতজ্ঞতার গদগদ হয়ে উঠবে এমন ত' মনে হয় না। (থেমে) রুশিয়ার বিশ্বাস বজায় রেখে এসেছে শুধুমাত্র একটি পার্টি। শুধু একটি পার্টিই যুদ্ধের সমস্ত কাল ধরে তার সঙ্গে সংযোগ রেখে এসেছে, একটি পার্টিই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দিয়ে তার কাছে দূত পাঠাতে পারে, তোমাদের এই ক্ষুদে ঐক্যকে নিরাপত্তা দিতে শুধু একটি পার্টিই পারে—সে আমাদের পার্টি। রুশরা এখানে এসে আমাদের চোখ দিয়েই সব কিছু দেখবে। (থেমে) বুঝতে পারছ? আমরা যা বলি তোমাদের তা মানতেই হবে।

কারস্কি। আমার এখানে আসতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল।

কুমার। কারস্কি!

কারস্কি। তুমি যে আমাদের আন্তরিক প্রস্তাবের জবাবে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিলের চেষ্টা করবে এটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

হোয়েডেরার। বলে যাও। কোঁ কোঁ করো খানিকটা। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। সড়কিতে গাঁথা শুয়োরের মত কোঁ কোঁ করবে বহুকী। কিন্তু এও মনে রেখো: যদি আমরা আগে হতে একসঙ্গে কাজ করতে পারি তবে রুশ সৈন্য আমাদের সীমান্তে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা—অর্থাৎ তোমরা আর আমরা একসঙ্গে—সব ক্ষমতা হাতে

নেব। কিন্তু আজ যদি আমাদের মতে মিল না হয় তবে যুদ্ধের শেষে শুধু আমার পার্টিই একা দেশ শাসন করবে। এখন বেছে নাও।

কারস্কি। আমি…

কুমার। (কারস্কিকে) গায়ের জোরে ফল হবে না। আমাদের বাস্তববাদীর মত অবস্থাট বিবেচনা করতে হবে।

কারস্কি। (কুমারকে) ভীতু কোথাকার! নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যে ষড়যন্ত্রের জালের মধ্যে আমাকে টেনে এনেছ।

হোয়েডেরার। জাল কোথায়? তোমার ইচ্ছে হলে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পার। কুমারের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে তোমাকে আমার দরকার নেই।

কারস্কি। (কুমারকে) তুমি নিশ্চয়ই এভাবে……

কুমার। কি ব্যাপার? যদি এ ঐক্যে তোমার আপত্তি থাকে আমরা তোমাকে যোগ দিতে বাধ্য ত' করছি না। তবে আমার সিদ্ধান্ত তোমার ওপরে নির্ভর করে না।

হোয়েডেরার। বোধ হয় বলবার দরকার করে না যে রিজেন্টের সরকারের সঙ্গে আমাদের পার্টির চুক্তি হলে যুদ্ধের শেষ দিকে পেণ্টাগণের অবস্থা কঠিন হয়ে উঠবে। এও বলার দরকার করে না যে, জার্মানরা হেরে গেলেই আমরা পেণ্টাগণকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগব। কিন্তু তুমি যখন তোমার হাত দুটো একেবারে পরিচ্ছন্ন রাখতেই চাও…

কারস্কি। তিন বছর ধরে আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছি। আমাদের এই আদর্শের জন্যে হাজার হাজার তরুণ প্রাণবলি দিয়েছে। আমরা পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছি। আর এ সব কেন করলাম? না, যাতে এক

অন্ধকার রাতে জার্মান পার্টি রুশ পার্টির সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের গলা কাটতে পারে

হোয়েডেরার। নাকী কান্না রাখো, কারস্কি। হারা তোমাদের নিয়তি, তাই তোমরা হেরেছ। "ইলিতিয়া, একা ইলিতিয়া···।" জবরদস্ত সব শত্রু-শক্তিতে ঘেরা ছোট্ট একটা দেশকে এ আওয়াজ তুলে রক্ষা করা যায় না। (থেমে) আমার সর্ত মানবে কি?

কারস্কি। এ সর্ত মানবার অধিকার আমার নেই—আমি ত' একা নই।

হোয়েডেরার। আমার তাড়াতাড়ি আছে, কারস্কি।

কুমার। ভাই হোয়েডেরার, আমরা বোধ হয় ওকে ভেবে দেখার জন্যে কিছু সময় দিতে পারি। যুদ্ধ ত' এখনি শেষ হয়ে যায়নি, আর আমরা কিছু একেবারে আমাদের শেষ হপ্তায় এসে পৌঁছইনি।

হোয়েডেরার। আমি আমার শেষ হপ্তায় এসে পৌঁছেছি। কারস্কি, আমি তোমাকে বিশ্বাস করব। আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, এ আমার একটা মূল নীতি। আমি জানি তোমার সহকর্মী-দের সঙ্গে আলাপ করা দরকার, কিন্তু আমি এও জানি যে তুমি তাদের বোঝাতে পারবে। তুমি যদি মোটমাট আমার এ প্রস্তাবের নীতিটা আজ মেনে নাও, আমি কাল আমার অন্য কমরেডদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব।

হুগো। (হঠাৎ উঠে পড়ে) হোয়েডেরার!

হোয়েডেরার। কি?

হুগো। এতবড় আস্পর্ধা তোমার?

হোয়েডেরার। চুপ!

হুগো। তোমার কোন অধিকার নেই। ওরা···ভগবান, ওরা ত' সেই একলোক। সেই আমার বাবার কাছে যারা আসত··· সেই নির্বোধ নিরর্থ মুখগুলো···ওরা এখানেও আমার পিছু নিয়েছে। তোমার কোন অধিকার নেই।···ওরা সব জায়গায় গ'লে ঢুকে পড়ে, সব কিছুকে বিষাক্ত করে তোলে—ওরা আমাদের চাইতে প্রবল···

হোয়েডেরার। চুপ করলে ?

হুগো। তোমরা দুজন আমার কথা শোন—ও যদি এই ঐক্য চালাবার চেষ্টা করে, পার্টি কিছুতেই ওকে সমর্থন করবে না। ও যে তোমাদের চুনকাম করে চালাতে পারবে ভরসা কোর না—পার্টি ওকে সমর্থন করবে না।

হোয়েডেরার। (অন্য দু'জনকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে) ওর কথায় কান দিও না। এ একেবারে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

কুমার। ঠিক, কিন্তু লোকটা বড্ড হল্লা করছে। তোমার পাহারা-ওয়ালাদের বল না ওকে বাইরে বার করে দিতে।

হোয়েডেরার। কি যা তা বলছ! ও নিজেই যেতে পারে। (উঠে হুগোর কাছে যায়)

হুগো। পিছিয়ে যায়) আমাকে ছুঁয়ো না। (পকেটে রিভলবারে হাত রেখে) আমার কথা শুনবে না ? তুমি আমার কথা শুনবে না ?

সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায়। জানলার কবাট দুটো কব্জা হতে ছিঁড়ে ঘরের মধ্যে ছিটকে এসে পড়ে।

হোয়েডেরার। শুয়ে পড় !

হুগোকে চেপে ধরে মাটীতে ফেলে দেয়। অন্য দুজন উপুড় হয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। লেঅঁ, চর্জ ও স্লিক ছুটে ঢোকে।

লেঅঁ। কোথাও লেগেছে ?

হোয়েডেরার। (উঠে দাঁড়িয়ে) না। কারো লেগেছে ? (কারস্কিকে) তোমার যে রক্ত পড়ছে।

কারস্কি। ও কিছু না। কাঁচের টুকরো।

স্লিক। হাতবোমা।

হোয়েডেরার। বোমা কিম্বা হাতবোমা হবে। কিন্তু ছোঁড়াটা একটু কম জোরে হয়েছিল। বাগানটা ভাল করে দেখ।

হুগো। (জানলার দিকে ফিরে নিজের মনে) হারামজাদারা ! ওহ্, হারামজাদারা !

লেঅঁ আর জর্জ জানলা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ে।

হোয়েডেরার। (কুমারকে) আমি এই রকমই একটা কিছু প্রত্যাশা করছিলাম। কিন্তু ওরা এই বিশেষ মুহূর্তটা বেছেছে বলে আমি দুঃখিত।

কুমার। আমার বাবার প্রাসাদের কথা মনে পড়ছে। কারস্কি ! এ কি তোমার দলের কেরামতি না কি ?

কারস্কি। পাগল হয়েছ !

হোয়েডেরার। ওরা আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিল—এর লক্ষ্য আমি ছাড়া আর কেউ নয়। (কারস্কিকে) দেখলে ত' সতর্ক হওয়া ভাল কেন ? (তার দিকে চেয়ে) কিন্তু তোমার যে বড্ড রক্ত পড়ছে।

যেসিকা। (হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোকে) হোয়েডেরার কি মারা গেছে ?

হোয়েডেরার। তোমার স্বামী নিরাপদে আছে। (কারস্কিকে) লেঅঁ তোমাকে ওপরে আমার ঘরে নিয়ে যেয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছে। তারপর আমরা আমাদের আলোচনা চালাতে পারব।

শ্লিক। তোমরা সকলেই ওপরে চলে যাও—ওরা আবার চেষ্টা করতে পারে। লেঅঁ যতক্ষণ ওষুধ লাগাবে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধবে, ততক্ষণ তোমরা তোমাদের আলাপ আলোচনা করতে পার।

হোয়েডেরার। ঠিক। (জর্জ এবং লেঅঁ জানলা দিয়ে ফিরে আসে।) কি হ'ল?

জর্জ। পকেটবোমা। বাগান থেকে ছুঁড়েই হাওয়া হয়েছে। দেয়ালটায় চোট লেগেছে খানিকটা।

হুগো। হারামজাদারা।

হোয়েডেরার। চল, ওপরে যাই। (তারা দরজার দিকে এগোয়। হুগো অনুসরণ করতে যায়।) তোমাকে আসতে হবে না।

তারা পরস্পরের দিকে তাকায়। হোয়েডেরার ফিরে অন্যদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

হুগো। (দাঁতে দাঁত চেপে) হারামজাদারা!

জর্জ। কি?

হুগো। যারা বোমাটা ছুঁড়েছে। তারা হারামজাদা! (মদ ঢেলে নেয়।)

শ্লিক। একটু ঘাবড়ে গেছ, এঁ্যা?

হুগো। ফুঃ।

শ্লিক। তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। গুলিগোলার মুখোমুখি এই প্রথমবারই ত'। আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে।

জর্জ। একটা কিছু জানলে। শেষ পর্যন্ত এতে আজেবাজে ভাবনা হতে মন চলে আসে। তাই না শ্লিক?

শ্লিক। তা একটু নতুনত্ব আনে, ঘুম ছুটিয়ে দেয়, গুটোনো পা দুটো ছড়িয়ে দেয়।

হুগো। আমি মোটেই ঘাবড়াইনি। আমি রেগে গেছি। (মদ খায়।)

যেসিকা। কার ওপরে রেগেছ, মৌমাছি ?

হুগো। যে হারামজাদারা বোমা ছুঁড়েছে।

শ্লিক। পাতলা চামড়া কিনা। আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।

জর্জ। এ আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ওরা না থাকলে আমরাও এখানে থাকতাম না।

হুগো। দেখছ, সবাই কেমন শান্ত, খুশী, সবাই কেমন হাসছে। ও লোকটার শুয়োরের মত রক্ত ঝরছিল। তবু কেমন মুখটা মুছে হেসে বললে, ও কিছু না। ওরা সব সাহসী পুরুষ। দুনিয়ার সবসে পাজী নেড়িকুত্তার বাচ্চারা—তাদেরো সাহস আছে—যাতে তাদের পুরোপুরি ঘেন্না না করতে পারি। (বিষণ্ণভাবে) এতে মানুষের মাথা খারাপ হবে না। (মদ খায়।) সংসারে দোষ আর গুণ ঠিকভাবে বাঁটা হয়নি।

যেসিকা। তুমি ত' ভীতু নও, মাণিক !

হুগো। আমি ভীতু নই, কিন্তু আমি সাহসীও নই। আমার স্নায়ু একটুতেই বিচলিত হয়ে ওঠে। যদি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারতাম আমি শ্লিক হ'য়ে গেছি ! চেয়ে দেখ ওর দিকে। আড়াইমণি মাংসের স্তূপে সুপুরীর মত ক্ষুদে একটু মগজ। যেন একটা তিমি মাছ। ওই ক্ষুদে সুপুরী থেকে রাগ দুঃখের খবর পাঠায়, কিন্তু সে খবর মাংসস্তূপের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায়। একটু সুড়সুড়ি লাগে হয়তো—ব্যস।

শ্লিক। (হেসে ওঠে) শুনলে কথা।

জর্জ। (হেসে ওঠে) মন্দ না। (হুগো মদ খায়।)

যেসিকা। হুগো !

হুগো। অ্যাঁ ?

যেসিকা। আর মদ খেও না।

হুগো। কেন ? আমার ত' আর কিছু করবার নেই। আমার দায়িত্ব চুকে গেছে।

যেসিকা। হোয়েডেরার কি তোমাকে বরখাস্ত করেছে ?

হুগো। হোয়েডেরার ? হোয়েডেরারের কথা কে বলছে ? ওই ঠিক পথ ঃ আমার মত ছোকরাকে দিয়ে যদি কিছু করাতে চাও, তাহলে প্রথমে তাকে বিশ্বাস কর। হোয়েডেরার সম্বন্ধে তোমার যা ইচ্ছে ভাবতে পার—কিন্তু সে আমাকে বিশ্বাস করেছিল। খুব কম লোক সম্বন্ধেঃ একথা বলা চলে। (মদ খায়, তারপর স্লিকের কাছে যায়) বুঝলে না, কেউ ধর তোমাকে খুব গোপন একটা কাজের ভার দিয়ে পাঠালো, তুমি মরার দাখিল করে তা পালন করতে গেলে, আর ঠিক যখন সে কাজটা হাঁসিল করতে যাচ্ছ তখন টের পেলে তারা তোমার সততার এক কানাকাড়িও দাম দেয় না, তারা অন্য-লোক দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নিয়েছে।

যেসিকা। চুপ করবে ! আমাদের ঘরের ব্যাপার নিয়ে কি বাজারে ঢাক পেটাবে নাকি ?

হুগো। ঘরের ব্যাপার ! হা' হা! (ব্যঙ্গ করে) খাসা মেয়ে একখানা

যেসিকা। ও আমার কথা বলছে। এই দু'বছর ধরে আমাকে শোনাচ্ছে—আমি নাকি ওকে বিশ্বাস করিনে।

হুগো। কি একখানা মাথা তোমার, এ্যাঁ ? কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না। আমার মুখের ভাবে নিশ্চয় কোনো দোষ আছে। (যেসিকাকে) বল আমাকে তুমি ভালবাস ?

যেসিকা। এদের সামনে না।

শ্লিক। আমাদের গ্রাহ্য কোরো না।

হুগো। ও আমাকে ভালবাসে না। ভালবাসা কি তাই ও জানে না। ও যে স্বর্গের পরী! বাইবেলের সেই নুনের থাম।

শ্লিক। নুনের থাম?

হুগো। না, মানে বরফের মূর্তি। ওর সঙ্গে যদি প্রেম করতে যাও দেখবে গলে মিলিয়ে গেছে।

জর্জ। যাঃ। কি যে বল!

যেসিকা। এই, চল, বাড়ি চল।

হুগো। দাঁড়াও। শ্লিককে একটু উপদেশ দিয়ে যাই। আমি যে শ্লিককে বড্ড ভালবাসি। ওর গায়ে কত জোর আর ও মোটে কথনো ভাবে না। কি শ্লিক, কিছু উপদেশ শুনতে চাও?

শ্লিক। অগত্যা। যদি না থামো ত' আর কি করব?

হুগো। শোন, বেশী ছেলেবয়েসে বিয়ে কোরো না।

শ্লিক। না, এখন আর সে ভয় নেই।

হুগো। না, না, শোন। খুব ছেলেবয়েসে বিয়ে কোরো না। কি বলছি বুঝতে পারছ? খুব ছেলেবয়েসে বিয়ে কোরো না। আর, যা করবার সামর্থ্য নেই তার দায়িত্ব নিও না। পরে তা বড্ড ভারী হয়ে ওঠে। সব কিছুই ভারী। জানিনে লক্ষ্য করেছ কিনা, তরুণ হওয়া মোটেই আরামের না। (হেসে ওঠে) বিশ্বস্ত গোপন কাজ! আচ্ছা বল ত', এর মধ্যে বিশ্বাসটা কোথায়।

জর্জ। কি গোপন কাজ?

হুগো। হুঁ, বাবা! আমাকে এক গোপন কাজের ভার দেওয়া হয়েছে।

জর্জ। কি গোপন কাজ ?

হুগো। ওরা আমাকে দিয়ে বলিয়ে নেবার চেষ্টা করছে—কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আমি অভেদ্য। (আরশীতে চেয়ে দেখে) অভেদ্য। ভাবলেশহীন মুখ—পাশের লোকটার মুখ থেকে আলাদা করতে পারবে না। কিন্তু এত চোখেঁ পড়ার কথা, ঈশ্বর, এত চোখে পডার কথা।

জর্জ। কি ?

হুগো। যে আমার ওপরে বিশেষ কাজের ভার পড়েছে।

জর্জ। শ্লিক ?

শ্লিক। হুঁ……

যেসিকা। (অবিচলিতভাবে) মিছে মাথা ঘামিও না। ও আসলে বলতে চাইছে আমার একটা বাচ্চা হবে। আরশীতে দেখছে ওকে ছেলেপুলের বাপের মত দেখায় কিনা।

হুগো। চমৎকার। ছেলেপুলের বাপ। তাই বটে, তাই বটে! ছেলেপুলের বাপ। ও আর আমি কথা না বলেই দু'জনে দু'জনকে বুঝতে পারি। অভেদ্য! কিন্তু এত চোখে পডার কথা …যে আমি ছেলেপুলের বাপ। কিছু না কিছু চিহ্ন ত' থাকবে। কোন বিশেষ ভঙ্গী—মুখে একটা কোন আস্বাদ—বুকে কোন একটা কষ্ট। (মদ খায়) হোয়েডেরারের জন্যে দুঃখু হচ্ছে! কেন? বলছি—ও আমাকে সাহায্য করতে পারত। (হেসে ওঠে) বেটারা ওপরে বকবক করে চলেছে আর লেঅঁ কারস্কির শূয়োরের মত নোংরা মুখটা ধুয়ে দিচ্ছে। তোমরা সবাই কি ভীতু ? আমাকে গুলি করে মারছ না কেন ?

শ্লিক। (যেসিকাকে) তোমার খোকা সোয়ামীটির বাপু মদ না খাওয়াই উচিত।

জর্জ। একদম সামলাতে পারে না।

হুগো। বলছি আমাকে গুলি কর। এটা তোমাদের কাজ। শোন—ছেলেপুলের বাপ কখনো সত্যিকারের বাপ হয় না। কোনো খুনে কখনো সবটাই খুনে নয় তারা ভান করছে, বুঝলে? শুধু মরা মানুষ সত্যি সত্যি সবখানিই মরা। বাঁচব কি বাঁচব না, অ্যাঁ? আমি কি বলতে চাই বুঝতে পারছ। মাথার ওপরে ছ' ফুট জমি মুড়ি দিয়ে একটা মরা দেহ হওয়া ছাড়া সত্যিকারের কিছুই আমি হতে পারিনে। আমি বলছি এ সবই একটা খেলা। (আচমকা থেমে যায়) আর এ সবও একটা খেলা। সব কিছু। যা কিছু আমি বলছিলাম। তোমরা বোধ হয় ভেবেছ যে, আমার সব আশা ভরসা ফুরিয়ে গেছে? মোটেই না। আসলে আমি আশা ভরসা ফুরোনোর খেলা খেলছিলাম। আচ্ছা, আমাদের পক্ষে কখনো কি এ খেলা থামানো সম্ভব?

যেসিকা। আমার সঙ্গে আসবে কিনা?

হুগো। দাঁড়াও। না। জানি না।

যেসিকা। (তার গেলাস ভরে দেয়) বেশ, তাহ'লে মদ খাও।

হুগো। খুব ভাল। (মদ খায়)

শ্লিক। ওকে মদ দেওয়া বুদ্ধিমতীর কাজ হচ্ছে না।

যেসিকা। তা'তে তাড়াতাড়ি চোকান যাবে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কি? (হুগো গেলাস খালি করে। যেসিকা আবার ভরে দেয়।

হুগো। কি যেন বলছিলাম? খুনের কথা বলছিলাম কি? তার মানে শুধু আমি আর যেসিকাই জানি। আসলে এখানে এর ভেতরে বড্ড বেশী কথা কাটাকাটি চলেছে। (নিজের কপালে

চড় মারে।) আমি শুধু চাই নীরবতা। (শ্লিককে) তোমার মাথার ভেতরটা না জানি কি সুন্দর! একটু শব্দ নেই, শুধু নিশুতি অন্ধকার রাত। তোমরা চার পাশে এমন বোঁ বোঁ করে ঘুরছ কেন? হেসো না, আমি জানি, আমি মাতাল হয়েছি। আমি জানি, আমি জঘন্য। তবে তোমাদের বলি। যে চক্করে পড়েছি তা'তে পড়তে আমার একটুও সাধ নেই। না মোটেই সাধ নেই। একটুও সুবিধের চক্কর নয়। ঘুরুনি থামাও। শুধু দেশলাই এর কাঠিটা জ্বালার অপেক্ষা। শুনতে অবশ্যি তেমন কিছু নয়, কিন্তু এ কাজ তোমাদের কাউকে করতে হোক এ আমি কখনো চাইবো না। দেশলাই-এর কাঠি, ব্যস্। শুধু কাঠিটা জ্বালিয়ে দেওয়া। আর তারপর আমাকে নিয়ে সবাই মিলে ফুটি-ফাটা হয়ে উড়ে যাওয়া। অকুস্থলে না-থাকা আর প্রমাণ করতে হবে না। শুধু নীরবতা আর অন্ধকার রাত ছাড়া আর কিছু নেই। অবশ্যি যদি মৃতরাও খেলা করে, তাহ'লে বলা যায় না। ধর কেউ মরে গেল, আর তারপর দেখি কি, না মরা লোকেরা অন্য কিছুই না, আসলে জ্যান্ত লোকেরা মরা মরা খেলছে। দেখব, আমরা দেখব। শুধু কাঠিটা একবার জ্বালিয়ে দিলেই হ'ল। সেইটেই হল সঙ্কটের মুহূর্ত। (হেসে ওঠে।) ভগবানের দিব্যি, একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও, নইলে আমিও যে লাট্টুর মত বোঁ বোঁ করে ঘুরতে শুরু করব। (ঘুরতে চেষ্টা করে। একটা চেয়ারে ধপ্ করে পড়ে যায়।) দেখছ, সভ্য শিক্ষার কত গুণ। (মাথাটা ঝুলে পড়ে। যেসিকা কাছে যেয়ে দেখে।)

যেসিকা। এতক্ষণে চুকল। একটু ধরবে, ওকে বিছানায় তুলে নিয়ে যাব?

গ্রিক। (যেসিকার দিকে চেয়ে মাথা চুলকোয়) ভারী অদ্ভুত কি সব কথা বলল।

যেসিকা। (হেসে ওঠে) আমি ওকে যেমন চিনি তুমি ত' তেমন চেন না। ওর কথায় কান দিও না। ওর কথার কোন মানে নেই।

স্লিক আর জর্জ হুগোর দু' পা আর কাঁধ ধরাধরি করে তোলে আর তারি সঙ্গে নেমে আসে—

যবনিকা

চতুর্থ দৃশ্য

ষ্টুডিও। হুগো আগের দৃশ্যের পোষাক পরা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে। গায়ের ওপরে লেপ চাপানো। ঘুমোচ্ছে। ঘুমের মধ্যে নড়ে যন্ত্রণায় কাতর শব্দ করে ওঠে। যেসিকা পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে। হুগো আবার কাতর শব্দ করে, যেসিকা উঠে কলঘরে যায়। কল হতে জল পড়ার শব্দ শোনা যায়। জানলার পর্দার আড়াল হতে পর্দা সরিয়ে ওলগা উঁকি মারে; তারপর মনস্থির করে হুগোর কাছে যায়। তার দিকে চেয়ে থাকে। হুগো আবার কাতর শব্দ করে। ওলগা বালিশের পরে তার মাথাটা ঠিক করে দেয়। এর মধ্যে যেসিকা ফিরে এসে তাদের লক্ষ্য করছে। তার হাতে মাথায় দেবার ভিজে ন্যাকড়া।

যেসিকা। বড় দয়া আপনার! সুসন্ধ্যা।

ওলগা। চেঁচিয়ে উঠ না। আমি···

যেসিকা। আমার মোটেই চেঁচাবার ইচ্ছে নেই। বসবেন না?

ওলগা। আমি ওলগা লোরাম।

যেসিকা। জানি।

ওলগা। হুগো আমার কথা বলেছে?

যেসিকা। হ্যাঁ।

ওলগা। ওর কি চোট লেগেছে?

যেসিকা। না। মাতলামির জের। (ওলগার সামনে যেয়ে) মাফ করবেন। (হুগোর কপালে ভিজে ন্যাকড়া রাখে।)

ওলগা। ওভাবে নয়। (অন্যভাবে লাগিয়ে দেয়।)

যেসিকা। মাফ করবেন।

ওলগা। হোয়েডেরারের কি খবর?

যেসিকা। হোয়েডেরার ? বসুন দয়া করে। (ওলগা বসে) বোমাটা কি তুমি ছুঁড়েছিলে ?

ওলগা। হ্যাঁ।

যেসিকা। কেউ মরেনি। পরের বার যদি এর চাইতে ভাল বরাত হয়। এখানে ঢুকলে কি করে ?

ওলগা। দরজা দিয়ে। বেরোবার সময় খুলে রেখে গেছলে। দরজা কখনো খুলে রেখে যেতে নেই।

যেসিকা। (হুগোকে দেখিয়ে) তুমি জানতে ও অফিসে আছে ?

ওলগা। না।

যেসিকা। কিন্তু তুমি জানতে ও থাকতে পারে।

ওলগা। এটুকু ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

যেসিকা। একটু ভালো বরাত হলে ওকে মেরে ফেলতে পারতে।

ওলগা। ওর পক্ষে তাই সব চেয়ে ভালো হত।

যেসিকা। সত্যি ?

ওলগা। পার্টি বেইমানদের তেমন পছন্দ করে না।

যেসিকা। হুগো বেইমান নয়।

ওলগা। আমিও তা বিশ্বাস করি। কিন্তু অন্যেরা সেকথা মানতে চাইছে না। (থেমে) কাজটা সারতে বড্ড বেশী সময় নিচ্ছে। এক সপ্তাহ আগে চুকে যাবার কথা।

যেসিকা। ওকে ত' সুযোগ পেতে হবে।

ওলগা। সুযোগ তৈরী করে নিতে হয়, পাওয়া যায় না।

যেসিকা। পার্টি তোমাকে পাঠিয়েছে ?

ওলগা। আমি যে এসেছি পার্টি জানে না।

যেসিকা। ও, বুঝেছি। থলির মধ্যে একটা বোমা গুঁজে নিয়ে

সিধে চলে এসেছিলে। ভেবেছিলে হুগোর গায়ে এটা ছুঁড়ে মেরে তাকে দুর্নামের লজ্জা থেকে বাঁচাবে।

ওলগা। বোমাটা ঠিকমত লাগলে সবাই ভাবত হুগো হোয়েডে-রারকে মারতে যেয়ে তার সঙ্গেই সাবাড় হয়ে গেছে।

যেসিকা। ঠিক। কিন্তু তাতে হুগোও তো মারা যেত।

ওলগা। যেভাবেই কাজ হাসিলের চেষ্টা করুক, এখান হতে সে যে জ্যান্ত বেরুতে পারবে, তার বড় আশা নেই।

যেসিকা। তোমরা তোমাদের বন্ধুত্বের খুব দাম দাও বটে।

ওলগা। তুমি তোমার ভালবাসাকে যেটুকু দাম দাও, তার চাইতে বেশি সন্দেহ নেই। (তারা পরস্পরের দিকে তাকায়) তুমি কি ওর কাজে বাধা দিচ্ছিলে ?

যেসিকা। আমি কোন কিছুতেই বাধা দিই নি।

ওলগা। কিন্তু তুমি ত' ওকে সাহায্যও কিছু করনি ?

যেসিকা। আমি কেন ওকে সাহায্য করব ? ও কি পার্টিতে যোগ দেবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে যোগ দিয়েছিল ? ও যখন ঠিক করল যে অচেনা একটা মানুষকে বোমার ঘায়ে উড়িয়ে দেওয়ার চাইতে ভাল আর কোন কিছু ওর জীবনে করার নেই, তখন কি ও আমার সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়েছিল ?

ওলগা। ও তোমার পরামর্শ নেবে কেন ? কিই বা তুমি ওকে বলতে পারতে ?

যেসিকা। কিছু না।

ওলগা। ও পার্টিতে যোগ দিয়েছে, এই কাজের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়েছে ; তোমার পক্ষে এই ত' যথেষ্ট।

যেসিকা। আমি তা মনে করি না। (হুগো কাতর শব্দ করে ওঠে।)

ওলগা। ওর শরীর ভালো নেই। ওকে এভাবে মাতাল হতে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।

যেসিকা। তোমার বোমাটা ওর মুখের ওপরে ফাটলে ওর অবস্থা এতক্ষণে আরো কাহিল হত। (থেমে) কি দুঃখু ও তোমাকে বিয়ে করেনি! তুমি যখন শহরতলী শহরতলীতে বোমা ছোঁড়ায় ব্যস্ত থাকতে ও তখন বেশ ঘরে বসে তোমার শায়া শেমিজ ইস্তিরি করত। আমরা তিনজনেই খুব সুখী হতাম। (ওলগার দিকে তাকিয়ে) আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ঢ্যাঙা আর চোয়াড়ে।

ওলগা। গোঁফশুদ্ধু?

যেসিকা। না, গোঁফ নয়। নাকের একপাশে একটা আঁচিল। তোমার সঙ্গে দেখা করে এলেই ওকে খুব ভারিক্কী দেখাত। বলত, আমরা রাজনীতি আলোচনা করছিলাম।

ওলগা। স্বভাবতই ও তোমার সঙ্গে কখনো রাজনীতি আলোচনা করেনি।

যেসিকা। তোমার কি ধারণা, ও রাজনীতি আলোচনার জন্যে আমাকে বিয়ে করেছিল? (থেমে) তুমি ওর প্রেমে পড়েছ, তাই না?

ওলগা। এর ভেতরে প্রেম এল কোত্থেকে? তুমি বড্ড বেশি উপন্যাস পড়।

যেসিকা। তা কোনো মেয়ের রাজনীতিতে আগ্রহ না থাকলে তাকে অন্য কিছু একটা নিয়ে থাকতে ত' হবে।

ওলগা। ভাবনা কোরোনা! আমার মত মেয়েদের কাছে প্রেমের কোন গুরুত্ব নেই। ও ছাড়াই আমাদের চলে যায়।

যেসিকা। মানে আমার চলে না?

ওলগা। সব ন্যাকা আবেগবিলাসীদের মত।

যেসিকা। বুদ্ধিবিলাসীর চাইতে আবেগবিলাসী হওয়া আমার কাছে ঢের ভাল।

ওলগা। বেচারী হুগো!

যেসিকা। হ্যাঁ। বেচারী হুগো!

ওলগা। ওকে উঠিয়ে দাও। আমার ওকে কিছু বলার আছে।

যেসিকা বিছানার ধারে যেয়ে হুগোকে নাড়া দেয়।

যেসিকা। হুগো! হুগো! তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।

হুগো। কি? (উঠে বসে) ওলগা! ওলগা! তাহ'লে তুমি এসেছ। তোমাকে দেখে কি খুশি যে হয়েছি! আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে। (বিছানার কিনারায় বসে) ও, ভগবান, মাথার যে কি ভয়ানক অবস্থা! আমরা কোথায়? তুমি এসেছ কি খুশি যে হয়েছি! রোসো, কি যেন একটা কাণ্ড ঘটেছে। একটা ভয়ানক কিছু। তুমি সাহায্য করতে পারবে না। না, এখন আর তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। বোমাটা তুমিই ছুঁড়েছিলে, তাই না?

ওলগা। হ্যাঁ।

হুগো। কেন আমাকে বিশ্বাস করলে না?

ওলগা। হুগো, পনেরো মিনিটের মধ্যে দেয়ালের ওপার হতে একটা দড়ি ছুঁড়ে দেবে, আমাকে তা বেয়ে নেবে যেতে হবে। আমার একটুও সময় নেই। মন দিয়ে শোন।

হুগো। তুমি কেন আমাকে বিশ্বাস করলে না?

ওলগা। যেসিকা, আমাকে জলের বোতল আর গেলাসটা দাও।

যেসিকা সেগুলো এগিয়ে দেয়। ওলগা গ্লাসে জল ভরে হুগোর মুখে জলের ঝাপটা মারে।

হুগো। উফ্!

ওলগা। কথা শুনছ?

হুগো। হ্যাঁ। (মুখে মোছে) মাথার যে কি ভয়ানক অবস্থা! একটু খাবার জল দাও ত'। (যেসিকা গ্লাসে জল ঢেলে দেয়, হুগো পান করে) আমাদের ছেলেরা কি ভাবছে?

ওলগা। ভাবছে তুমি বিশ্বাসঘাতক!

হুগো। তারা বাড়াবাড়ি করছে।

ওলগা। তোমার আর একদিনও নষ্ট করার মত সময় নেই। কাল সন্ধ্যের মধ্যেই কাজ হাঁসিল করতে হবে।

হুগো। তোমার তা বলে বোমাটা ছোঁড়া উচিত হয়নি।

ওলগা। হুগো, তুমি নিজে জোর করে শক্ত কাজের ভার নিয়েছিলে। জোর করে একা সে ভার নিয়েছিলে। তোমাকে সে কাজ না দেবার একশো কারণ থাকা সত্ত্বেও আমিই প্রথম তোমাকে বিশ্বাস করি আর অন্যদের মধ্যে সে বিশ্বাস সঞ্চারিত করি। কিন্তু আমরা বয়স্কাউট খেলছি না। তোমাকে কেরামতী দেখানোর সুযোগ দেবার জন্যে পার্টি গড়া হয়নি। একটা কাজ করার দরকার পড়েছে, সেটা করতেই হবে। কাকে দিয়ে করানো হ'ল সেটা একেবারেই অবান্তর। যদি আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমার দায়িত্ব পালন করতে না পারো, সে কাজ করার জন্যে তোমার জায়গায় অন্য কাউকে পাঠানো হবে।

হুগো। তাহলে আমিও পার্টি ছেড়ে দেবো।

ওলগা। কি আজেবাজে বকছ? তুমি কি ভেবেছ যে তোমার

পার্টি ছাড়ার ক্ষমতা আছে? আমরা এখন যুদ্ধ করছি, হুগো, আমাদের দোস্ত্রাও কিছু আর খেলা করছে না। পার্টি ছাড়তে হলে প্রাণটাও রেখে যেতে হবে।

হুগো। আমি মরার ভয় করি না।

ওলগা। মরা ত' কিছুই না। কিন্তু সবকিছু তালগোল পাকিয়ে দিয়ে উজবুকের মত মরা—কিম্বা তার চাইতেও যা খারাপ—আনাড়ীপনার জন্যে যাকে সাবাড় করতে হয় এমনি বোকার মত মরা—তাই কি তুমি চাও? হাসি আর প্রত্যয়ে ঝলমলে মুখ নিয়ে প্রথম যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে তখন কি এই মৃত্যু তুমি চেয়েছিলে? (যেসিকাকে) তুমি কেন ওকে বলছ না? তুমি যদি ওকে একটুও ভালবাস, তুমি ত' চাইবে না ওকে কুকুরের মত গুলী করে মারুক।

যেসিকা। তুমি ভাল করেই জান আমি রাজনীতি বুঝি না।

ওলগা। (হুগোকে) তাহলে কি বল তুমি?

হুগো। তোমার তা বলে বোমাটা ছোঁড়া উচিত হয়নি।

ওলগা। কি সিদ্ধান্ত করলে?

হুগো। কাল বলব।

ওলগা। বেশ। বিদায়, হুগো।

হুগো। বিদায়, ওলগা।

যেসিকা। পুনর্দর্শনায়, কি বলেন?

ওলগা। আলোটা নিবিয়ে দাও।

যেসিকা আলো নিবিয়ে দেয়। ওলগা দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।

যেসিকা। আলোটা জ্বালব?

হুগো। দাঁড়াও। ও আবার ফিরে আসতে পারে। (অন্ধকারে দুজনে অপেক্ষা করে।)

যেসিকা। খড়খড়িটা ফাঁক করে একটু দেখি।

হুগো। না। (চুপচাপ)

যেসিকা। তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ? (হুগো জবাব দেয় না) অন্ধকার থাকতে থাকতে বল।

হুগো। শুধু মাথাটা ফেটে যাচ্ছে। (থেমে) যে বিশ্বাস এক সপ্তাহের বেশি টেঁকেনা তার খুব বেশি গুরুত্ব থাকতে পারে না।

যেসিকা। না, খুব বেশি গুরুত্ব থাকতে পারে না।

হুগো। তোমাকে যদি কেউ বিশ্বাস না করে, কি করে তুমি বাঁচবে ?

যেসিকা। আমাকে কোনদিনই কেউ বিশ্বাস করেনি—তুমি ত সবচেয়ে কম। তবু কোন রকমে চালিয়ে ত' এসেছি।

হুগো। ওই একমাত্র পৃথিবীতে আমাকে কিছুটা বিশ্বাস করত।

যেসিকা। হুগো·· ··

হুগো। ওই একমাত্র—আমি তা জানি। (থেমে) এতক্ষণে নিশ্চয়ই নিরাপদে বেরিয়ে গেছে। আলোটা জ্বেলে দিতে পার। (নিজেই আলোর সুইচ টেপে। যেসিকা হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে নেয়) কি হল ?

যেসিকা। তোমার দিকে চেয়ে কেমন অদ্ভুত লাগছে।

হুগো। আলোটা কি আবার নিবিয়ে দেব ?

যেসিকা। না। (তার দিকে ফেরে) তুমি, তুমি নিজে একটা মানুষ খুন করতে যাচ্ছ।

হুগো। আমি কি করতে যাচ্ছি, আমি কি নিজেই জানি।

যেসিকা। আমাকে বন্দুকটা দেখাও ত'।

হুগো। কেন ?

যেসিকা। কি রকম দেখতে তাই দেখব।

হুগো। সারা বিকেল ত' ওটা তোমারি সঙ্গে ঘুরছিল।

যেসিকা। হ্যাঁ। কিন্তু তখন ওটা ছিল একটা খেলনা।

হুগো। (রিভলবারটা বার করে ওকে দিয়ে) সাবধান কিন্তু।

যেসিকা। হ্যাঁ। (সেটার দিকে চেয়ে) আশ্চর্য।

হুগো। কি আশ্চর্য ?

যেসিকা। এখন এটা দেখে আমার ভয় করছে। এটা ফিরিয়ে নাও। (থেমে) তুমি একটা মানুষ খুন করতে যাচ্ছ। (হুগো হাসতে আরম্ভ করে) হাসছ কেন ?

হুগো। আমাকে তাহ'লে তুমি বিশ্বাস কর ? আমাকে বিশ্বাস করবে বলে মন ঠিক করেছ ?

যেসিকা। হ্যাঁ।

হুগো। ভালো সময়েই ঠিক করেছ। আর কেউ এখন একথা বিশ্বাস করে না। (থেমে) এক সপ্তাহ আগে ঠিক করলে হয়ত কাজে লাগত......

যেসিকা। সে কি আমার দোষ ? আমি যা দেখতে পাই তাই শুধু বিশ্বাস করব। ও যে মারা যাবে আজ সকাল পর্যন্ত একথা কখনো কল্পনাও করতে পারতাম না। (থেমে) এইমাত্র অফিসে এলাম, দেখি একটা মানুষ দাঁড়িয়ে, তার গাল বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। আর হঠাৎ আমার মনে হল তোমরা সবাই মরে গেছ। হোয়েডেরার মারা গেছে, তার মুখে সেকথা দেখতে পেলাম। তুমি যদি ওকে খুন না কর, ওরা অন্য কাউকে পাঠাবে।

হুগো। আমিই ঠিক করব। (থেমে) অত রক্ত, বীভৎস, তাই না ?

যেসিকা। হ্যা।

হুগো। হোয়েডেরারেরও রক্ত গড়াবে।

যেসিকা। চুপ কর।

হুগো। বোকার মত মেঝের ওপরে পড়ে থাকবে, আর তার পোশাক-আশাক সব রক্তে ছুপিয়ে উঠবে।

যেসিকা। (আস্তে নরম গলায়) বলছি, চুপ কর।

হুগো। ও দেয়ালের ওপার হতে বোমা ছুঁড়েছিল। এটা এমন কিছু বীরত্বের কাজ নয়, আমাদের ও দেখতে পযন্ত পায়নি। কি করছে তা চোখে দেখতে না হ'লে যে কোন লোকই মানুষ খুন করতে পারে। আমি গুলী করতে যাচ্ছিলাম। আমি একদম তৈরী হয়েছিলাম। আমি ওদের দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুলী করতে যাচ্ছিলাম। আমি যে আমার সুযোগ হারালাম সে ত' ওর দোষ।

যেসিকা। তুমি সত্যি ওকে গুলী করতে যাচ্ছিলে?

হুগো। আমার হাত ছিল পকেটের মধ্যে, আমার আঙুল ঠিক বন্দুকের ঘোড়াটার পরে।

যেসিকা। আর তুমি গুলী করতে যাচ্ছিলে! তুমি নিঃসন্দেহ তুমি গুলী করতে যাচ্ছিলে?

হুগো। আমি······আমি তখন খুব রেগে গিয়েছিলাম। নিশ্চয় আমি গুলী করতাম। এখন আবার গোড়া হতে শুরু করতে হবে। (হেসে ওঠে) তুমি শুনলে ওর কথা: ওদের ধারণা আমি বেইমান। ওদের ত' খুব সোজা—ওখানে বসে ঠিক করলে একজনকে মারতে হবে—যেন টেলিফোন গাইড হতে একটা নাম কেটে দিলে। খাসা ছিমছাম ব্যাপার। এখানে মারাটা একটা রীতিমত কাজ। কসাইখানার মত।

(থেমে) ও মুখে মুখে বলে যায়, তামাক টানে, আমার সঙ্গে পার্টির কথা আলোচনা করে, নানা কাজের নক্সা বানায়—আর সমস্তক্ষণ আমি শুধু ভাবতে পারি, ও একটা মরা দেহ। এ অশ্লীল। তুমি ত' ওর চোখদুটো দেখেছ।

যেসিকা। হ্যাঁ।

হুগো। দেখেছ কি কঠিন আর উজ্জ্বল? কি জীবন্ত?

যেসিকা। হ্যাঁ।

হুগো। হয়ত আমি ওকে ঠিক দুটো চোখের মাঝখানে গুলী করব। জান ত', তুমি লক্ষ্য করলে পেটে, কিন্তু বন্দুকটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে গেল ওপর দিকে।

যেসিকা। ওর চোখ দুটো আমার ভালো লাগে।

হুগো। (আচমকা) এটা একটা বিদেহী কল্পনা।

যেসিকা। কি?

হুগো। খুন। আমি বলছি ওটা একটা বিদেহী কল্পনা। তুমি ঘোড়াটা টিপলে, আর তারপর যা ঘটে কিছুই তুমি বুঝতে পার না। (থেমে) যদি না তাকিয়ে গুলী করা যেত। (থেমে) জানিনে তোমাকে এসব কেন বলছি।

যেসিকা। আমিও তাই ভাবছি।

হুগো। দুঃখিত। (থেমে) আচ্ছা, আমি যদি মরণাপন্ন অবস্থায় ওই বিছানায় পড়ে থাকি তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না, যাবে?

যেসিকা। না।

হুগো। দুই-ই এক কথা—মারা কি মরা—দুই-ই এক কথা—দু'এতেই তুমি সমান একা। ওর কপাল ভাল, ও শুধু একবারই মরবে। কিন্তু এই দশ দিন ধরে আমি প্রতিদিন,

প্রতি মুহূর্ত ওকে বারবার খুন করে চলেছি। (আচমকা) তুমি কি করবে যেসিকা ?

যেসিকা। তার মানে ?

হুগো। শোন। কালকের মধ্যে যদি ওকে মারতে না পারি তাহ'লে হয় আমাকে মুছে যেতে হবে—আর নয়ত ওদের কাছে ফিরে যেতে হবে। আমি ওদের বলব ঃ আমাকে নিয়ে তোমরা যা ইচ্ছে হয় কর। আর যদি ওকে খুন করি ……(মুহূর্তকালের জন্যে দু হাতে নিজের মুখ ঢাকে) আমি কি করব ? তুমি কি করতে ?

যেসিকা। আমি ? তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ আমি কি করতাম ?

হুগো। আর কাকে জিজ্ঞেস করব ? জগতে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

যেসিকা। তা সত্যি। আমি ছাড়া আর কেউ নেই। শুধু আমি। বেচারী হুগো। (থেমে) আমি হ'লে হোয়েডেরারের কাছে গিয়ে বলতাম, দেখ, তোমাকে খুন করার জন্যে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমি মন বদলেছি—আমি তোমার সঙ্গে থেকে কাজ করতে চাই।

হুগো। বেচারী যেসিকা !

যেসিকা। তুমি কি তা করতে পার না ?

হুগো। তাকেই ওরা বলে বেইমানী।

যেসিকা। (বিষণ্ণভাবে) তবেই দেখ। আমি তোমাকে কোনো উপদেশই দিতে পারি না। (থেমে) আচ্ছা, তুমি কেন তা করতে পারবে না ? তুমি যা ভাব হোয়েডেরার তা ভাবে না বলে ?

হুগো। যদি তা বলো, তাই।

যেসিকা। তাহলে যার সঙ্গে তোমার মতে মিলবে না তাকেই তুমি খুন করবে?

হুগো। কখনো কখনো।

যেসিকা। তুমি কেন লুই আর ওলগার মত ভাববে ঠিক করলে?

হুগো। ওরা ঠিক ভাবে, তাই।

যেসিকা। কিন্তু হুগো, ধর গত বছর যদি লুই-এর সঙ্গে না হয়ে হোয়েডেরারের সঙ্গে তোমার দেখা হ'ত, তাহ'লে তুমি ত' তার মতটাই ঠিক মনে করতে?

হুগো। তোমার মাথা খারাপ।

যেসিকা। কেন?

হুগো। তোমার কথা শুনলে মনে হবে সব মতই বুঝি সমান—আর লোকেরা সংক্রামক ব্যাধির মতই মতের কবলে পড়ে।

যেসিকা। তা আমি ভাবি না—আমি—…আমি কি ভাবি আমি জানি না। হুগো, ও কি রকম শক্তিমান পুরুষ, ও মুখ খুললেই মনে হবে ওর কথাই নিশ্চয় ঠিক। তাছাড়া আমার ত' মনে হয় ও খাঁটি লোক আর ও পার্টির ভালোর জন্যেই কাজ করছে।

হুগো। ও কি চায় কিম্বা কি ভাবে তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই—আসল কথা হল ও কি করে।

যেসিকা। কিন্তু……

হুগো। বাস্তববিচারে ও সামাজিক বিশ্বাসঘাতকের মত কাজ করছে।

যেসিকা। (বুঝতে না পেরে) বাস্তববিচারে?

হুগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। ও। (থেমে) ধর, তুমি যা করবে ভাবছ সেকথা ও যদি জানত ও কি ভাবত না যে তুমিও একজন সামাজিক বিশ্বাসঘাতক।

হুগো। আমি জানিনে।

যেসিকা কিন্তু ও তা ভাবত কিনা?

হুগো। তাতে কি এসে গেল? হ্যাঁ, বোধ হয় ভাবত।

যেসিকা। তাহ'লে কে ঠিক?

হুগো। আমি।

যেসিকা। কি করে জানলে?

হুগো। রাজনীতি একটা বিজ্ঞান। তুমি যে ঠিক আর অন্য লোক যে ভুল তা এখানে স্পষ্ট করে প্রমাণ করা যায়।

যেসিকা। তবে অপেক্ষা করছ কেন?

হুগো। সে কথা বোঝাতে অনেক সময় লাগবে।

যেসিকা। সারা রাত ত' রয়েছে।

হুগো। মাস, বছর লেগে যাবে।

যেসিকা। ও! (বইগুলোর কাছে যেয়ে) আর সে সব ব্যাখ্যা এতে লেখা আছে।

হুগো। একদিক দিয়ে, হ্যাঁ। অবশ্য ওদের মানে ঠিকমত বুঝতে পারলে।

যেসিকা। ভগবান! (একটা বই তোলে, খুলে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে, তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রেখে দেয়।) ও ভগবান!

হুগো। এখন যাও, আমাকে একা থাকতে দাও। ঘুমোতে যাও।

যেসিকা। কি হ'ল? আমি কি বলেছি?

হুগো। কিছু না। কিছু না। আমারি ভুল। তোমার কাছে

সাহায্য চাওয়াটাই পাগলামি। তোমার উপদেশ আসছে আর এক জগৎ হতে।

যেসিকা। সে দোষ কার? আমাকে কেউ কখনো কোনো কিছু শেখায়নি কেন? কখনো কিছু বোঝায় নি কেন? ও কি বলল শুনেছ? আমি তোমার বিলাস। উনিশ বছর ধরে আমি তোমাদের এই পুরুষদের জগতে বড় হয়েছি, এ জগতে কোনো কিছু ছুঁতে আমার মানা। তোমরা আমাকে বুঝিয়ে এসেছ সব কিছুই খাসা চলছে; আমার কাজ শুধু ফুলদানী সাজিয়ে ফুল রাখা আর তোমাদের জীবনে একটু সুগন্ধ বয়ে আনা। কেন তোমরা সবাই আমাকে শুধু মিথ্যে বলে এসেছ? কেন আমায় এমন অজ্ঞ করে রাখলে? তারপর একদিন তুমি আমাকে জানালে দুনিয়াটা ফেটে চৌচীর হতে চলেছে, তুমি একেবারে অসহায়। আমাকে বাছতে দিয়েছ হয় আত্মহত্যা নয় খুন। আমি বাছব না—আমি তোমাকে আত্মহত্যা করতে দেব না, আমি তোমাকে খুন করতেও দেব না। এ বোঝা আমার কাঁধে কেন চাপালে? আমি তোমার কোনো সমস্যা বুঝি না—আমার তাতে কোন দায়িত্ব নেই। আমি শোষক নই, সামাজিক বিশ্বাসঘাতক নই, বিপ্লবীও নই। আমি ত' কিছু করিনি—আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

হুগো। আমি ত' আর তোমার কাছে কিছু চাই না, যেসিকা।

যেসিকা। বড় দেরী হয়ে গেছে, হুগো, এখন আমি তোমার পরিকল্পনার অংশ হয়ে গেছি। এখন আমাকে বাছতেই হবে। তোমার জন্যে, আমার জন্যে। তোমার জীবন বাছার ভেতরে আমার জীবনই আমি বাছছি। আর আমি ···ও ভগবান! আর যে পারি না।

হুগো। বুঝতে পেরেছি।

চুপচাপ। হুগো বিছানায় বসে শূন্যে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। যেসিকা পাশে বসে তার গলা নিজের দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে।

যেসিকা। কিছু বোলো না। আমার জন্যে ভেব না। আমি একটা কথাও বলব না। আমি তোমার ভাবনায় বাধা দেব না। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে থাকব। হিম প্রত্যূষে আমার দেহ হতে একটু উত্তাপ তোমার ভাল লাগবে। এটুকুই শুধু তোমাকে আমি দিতে পারি। মাথায় কি এখনও যন্ত্রণা হচ্ছে?

হুগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। আমার কাঁধের পরে মাথাটা রাখ। তোমার কপাল পুড়ে যাচ্ছে। (চুলে আঙুল বুলোয়) বেচারী কপাল।

হুগো। (আচমকা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে) আর না, ঢের হয়েছে।

যেসিকা। (নরম গলায়) হুগো!

হুগো। তুমি আমার সঙ্গে মা-মা খেলা করছ।

যেসিকা। আমি খেলা করছি না। আর কোনোদিনই খেলা করব না।

হুগো। হিম তোমার দেহ—আমাকে দেবার মত কোন উত্তাপ তোমার নেই। মায়ের ঢং-এ কাউকে বুকে টেনে তার চুলে বিলি কাটা কিছু শক্ত কাজ নয়, যে কোন খুকী মেয়েই তার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু যখন তোমাকে আমার দু বাহুতে টেনে নিয়ে সহধর্মিণী হতে ডেকেছিলাম, তখন ত' বিশেষ সুবিধে করতে পারনি।

যেসিকা। বোলো না।

হুগো। কেন বলব না? তুমি কি জান না আমাদের এই ভালবাসা শুধু একটা প্রহসন?

যেসিকা। আজ রাতে যেটা বড় কথা, সে আমাদের ভালবাসা নয়, সে হ'ল তুমি কাল কি করবে।

হুগো। সবই এক কথা। যদি নিশ্চয় করে জানতাম · (হঠাৎ) যেসিকা, আমার দিকে চাও, বলতে পার তুমি আমাকে ভালবাস ? (তার দিকে চেয়ে থাকে। চুপচাপ) দেখলে ত' তাও আমার জুটল না।

যেসিকা। আর তোমার সম্বন্ধে কি, হুগো? তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর তুমি আমাকে ভালবাসতে ? (হুগো জবাব দেয় না) দেখলে ত' (চুপচাপ। হঠাৎ) ওকে কেন বোঝাবার চেষ্টা কর না ?

হুগো। কাকে বোঝাব ? হোয়েডেরারকে ?

যেসিকা। তুমি বলছ তার ভুল। সেটা ত' তুমি তার কাছে প্রমাণ করে দেখাতে পার।

হুগো। তোমার বুঝি তাই ধারণা ? ও ভারী চালাক।

যেসিকা। তুমি যদি তোমার মত প্রমাণ করতে না পার, তবে তা যে ঠিক তা জানবে কি করে ? হুগো। কি ভালোই না হবে, তুমি সবাইকে আবার মিলিয়ে দেবে, সবাই খুশি হবে, তোমরা সবাই এক সঙ্গে কাজ করবে। চেষ্টা করে দেখো, হুগো, লক্ষ্মীটি চেষ্টা করে দেখো। অন্তত ওকে খুন করার আগে একবার চেষ্টা করে দেখো। (দরজায় আওয়াজ হয়। হুগো চমকে ওঠে। তার চোখ জ্বলছে।)

হুগো। নিশ্চয় ওলগা। ও ফিরে এসেছে! আমি জানতাম ও ফিরে আসবেই। আলো নিবিয়ে দরজাটা খুলে দাও।

যেসিকা। তোমার তাকে খুব দরকার, তাই না ?

আলো নিবিয়ে দরজা খুলে দেয়। হোয়েডেরার প্রবেশ করে। দরজা বন্ধ করার পর হুগো আলো জ্বালে।

যেসিকা। (হোয়েডেরারকে চিনতে পেরে) অ্যাঁ!

হোয়েডেরার। ভয় পেয়েছ?

যেসিকা। তা নাড়ীটা আজ একটু চঞ্চল বইকি। বোমাটা পড়ল…

হোয়েডেরার। ঠিক, ঠিক। তোমরা কি সাধারণত অন্ধকারে বসে থাক?

যেসিকা। আমার চোখ দুটো বড় ক্লান্ত লাগছে কিনা, তাই।

হোয়েডেরার। ও! (থেমে) আমি এক মিনিট বসতে পারি? (হাতলওয়ালা চেয়ারটায় বসে পড়ে) আমার জন্যে ব্যস্ত হোয়ো না।

হুগো। তোমার কি আমার সঙ্গে কোন কথা আছে?

হোয়েডেরার। না। না, না। তুমি যখন একটু আগে রাগে একেবারে লাল টকটকে হয়ে উঠেছিলে তখন কিন্তু ভারী হাসি পেয়েছিল আমার।

হুগো। আমি……

হোয়েডেরার। এতে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। এটা আমি প্রত্যাশা করেছিলাম। বরং তুমি আপত্তি না করলেই আমার ভাবনা হত। তোমাকে আমার অনেক কিছু বোঝাবার আছে। কিন্তু সব কাল। কাল তোমাতে আমাতে সত্যিকার কিছু বাতচিত করা যাবে। আজকের মত তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমারো। বড় অদ্ভুত দিনটা, না? দেয়ালে কয়েকটা ছবি টাঙিয়ে নাও না কেন? তাহলে এত খালি-খালি দেখায় না। ছাতের কুঠরীতে কয়েকটা আছে। শ্লিক নামিয়ে আনতে পারে।

যেসিকা। কি ধরনের ছবি?

হোয়েডেরার। এচিং, নানা ধরনের, তুমি বেছে নিও।

যেসিকা। না, ধন্যবাদ। এচিং আমার ভালো লাগে না।

হোয়েডেরার। যা তোমার ইচ্ছে। তোমাদের এখানে মদ আছে?

যেসিকা। না, দুঃখিত।

হোয়েডেরার। ও! বেশ। আমি ঢোকবার আগে তোমরা কি করেছিলে?

যেসিকা। এমনি কথা বলছিলাম।

হোয়েডেরার। বেশ ও', তোমরা কথা বল! বল! আমার কথা ভেব না। (পাইপটা ভরে নিয়ে ধরায়। ঘরে একটা থমথমে নিস্তব্ধতা। মৃদু হেসে) বুঝেছি।

যেসিকা। তুমি যে ঘরের মধ্যে নেই এটা ভাবা খুব সহজ নয়।

হোয়েডেরার। ইচ্ছে হলে তোমরা আমাকে ঘর হতে বার করে দিতে পার। (হুগোকে) তোমার মনিবের মন খারাপ হয়েছে বলে তুমি কিছু তাকে সঙ্গ দিতে বাধ্য নও। (থেমে) এখানে কেন যে এলাম জানি না। ক্লান্ত হইনি, কাজ করার চেষ্টা করলাম…(কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে) কোনো মানুষ সব সময়ে কাজ করতে পারে না।

যেসিকা। না, পারে না।

হোয়েডেরার। এ ব্যাপারটা প্রায় চুকে এসেছে…

হুগো। (দ্রুত) কোন্ ব্যাপার?

হোয়েডেরার। কারস্কির সঙ্গে। এখনো একটু গাঁইগুঁই করছে। তবে আমি যা ভেবেছিলাম তার চাইতে তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে।

হুগো। (উত্তেজিতভাবে) তুমি…

হোয়েডেরার। শ! কাল! সব কাল! (থেমে) এই ধরনের কোনো কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে তখন হঠাৎ ভারী

খালি খালি লাগে। এর পর যে কি করব ভেবেই পাওয়া যায় না। তোমাদের ঘরে একটু আগে আলো জ্বলছিল ?

যেসিকা। হ্যা।

হোয়েডেরার। আমি জানলায় দাঁড়িয়েছিলাম। অন্ধকারে, ওরা যাতে আমাকে লক্ষ্য করতে না পারে। রাতটা কি অন্ধকার আর নিস্তব্ধ দেখেছ? তোমাদের খড়খাড়র ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। (থেমে) আমরা মরণের খুব কাছাকাছি এসেছিলাম।

যেসিকা। হ্যাঁ।

হোয়েডেরার। (ছোট্ট করে হেসে ওঠে) খুব কাছাকাছি। (থেমে) খুব চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। শ্লিক বারান্দায় ঘুমোচ্ছে, জজ বৈঠকখানায় পড়ে ঘুমোচ্ছে, লেঅ হলঘরে ঘুমোচ্ছে। আমি ওদের তুলে দেব ভাবলাম। আর তারপরে···বাঃ! (থেমে) এখানে চলে এলাম। (যেসিকাকে) কি ব্যাপার? বিকেলে যেমন ভয় পেয়েছ দেখাচ্ছিল, এখন ত' তেমন দেখাচ্ছে না।

যেসিকা। তোমাকে এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে কি না, তাই।

হোয়েডেরার। মানে ?

যেসিকা। আমি ভাবিনি যে তোমারো কোনোদিন কাউকে দরকার পড়তে পারে।

হোয়েডেরার। আমার কাউকে কোন দরকার নেই। (থেমে) শ্লিকের কাছে শুনলাম তোমার ছেলেপুলে হবে ?

যেসিকা। (দ্রুত) না, বাজে কথা।

হুগো। সত্যি যেসিকা, শ্লিককেই যদি বলতে পার, তবে হোয়েডেরারকে বলতেই বা মানা কি ?

যেসিকা। আমি শ্লিককে একটু জ্বালাতন করছিলাম।

হোয়েডেরার। (অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে) তাই বুঝি। (থেমে) আমি তখন পরিষদের সদস্য, একটা লোকের সঙ্গে থাকতাম—তার একটা গ্যারাজ ছিল। সন্ধেবেলায় তাদের খাবার ঘরে তামাক খেতে যেতাম। তাদের একটা রেডিও ছিল, ছেলেমেয়েরা খেলা করত···(থেমে) না, শুতে যাওয়া যাক। ও সব একটা মরীচিকা।

যেসিকা। কি সব ?

হোয়েডেরার। (সব কিছু বোঝানোর ভঙ্গী করে) ওই সব কিছু। তুমিও। আমাদের কাজ করে যেতে হবে—তাই শুধু আমরা পারি। সকালে গ্রামে টেলিফোন করে কাউকে ডাকিয়ে জানলাটা মেরামত করিয়ে নিও। (হুগোর দিকে চেয়ে) তোমাকে খুব অবসন্ন দেখাচ্ছে। শুনলাম নাকি মাতাল হয়েছিলে ? ভাল করে ঘুমিয়ে নাও। নটার আগে কাজ শুরু করার দরকার নেই। (উঠে পড়ে। হুগো এক পা এগোয়। যেসিকা তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।)

যেসিকা। হুগো—এখন।

হুগো। কি ?

যেসিকা। তুমি কথা দিয়েছিলে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করবে।

হোয়েডেরার। আমাকে বোঝাবার ?

হুগো। চুপ কর। (যেসিকাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। যেসিকা কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।)

যেসিকা। ও তোমার সঙ্গে একমত নয়।

হোয়েডেরার। (মজা পেয়ে) আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি।

যেসিকা। ও তোমাকে বুঝিয়ে বলতে চায়।

হোয়েডেরার। কাল! কাল!

যেসিকা। কাল দেরী হয়ে যাবে।

হোয়েডেরার। কেন?

যেসিকা। (তখনো হুগোর সামনে দাঁড়িয়ে) ও…ও বলছে তুমি ওর কথা না শুনলে ও আর তোমার সেক্রেটারীর কাজ করতে পারবে না। তোমাদের দুজনে কেউই ক্লান্ত নও, সামনে সারারাত রয়েছে…আর…আর তুমি ত' মরণের খুব কাছাকাছি হয়েছিলে—তোমার ত' আরও সহনশীল হওয়া উচিত।

হুগো। চুপ কর বলছি।

যেসিকা। হুগো, তুমি কথা দিয়েছ। (হোয়েডেরারকে) ও বলছে যে তুমি সামাজিক বিশ্বাসঘাতক।

হোয়েডেরার। সামাজিক বিশ্বাসঘাতক। শুধু এই?

যেসিকা। বাস্তব বিচারে। ও বলছে, বাস্তব বিচারে।

হোয়েডেরার। (গলার স্বর ও মুখের ভাব বদলে যায়) বোঝা গেল। (হুগোকে) বেশ, তোমাকে যখন থামানো যাবে না, তখন যা মনে হয়েছে খুলে বল। শুতে যাবার আগে ব্যাপারটা চুকিয়ে যেতে হবে। আমি বিশ্বাসঘাতক কেন?

হুগো। তোমার এই চুক্তির মধ্যে পার্টিকে টেনে আনবার কোনো অধিকার তোমার নেই বলে।

হোয়েডেরার। কেন নেই?

হুগো। এটা একটা বিপ্লবী সংগঠন আর তুমি এটাকে সরকারের একটা অংশ করতে চেষ্টা করছো।

হোয়েডেরার। সব বিপ্লবী দলই তৈরী হয় ক্ষমতা দখল করার জন্যে।

হুগো। ক্ষমতা দখল করার জন্যে, হ্যাঁ, জোর করে কেড়ে

নেবার জন্যে। মালিকদের পায়ে তেল দিয়ে ক্ষমতা কেনার জন্যে না।

হোয়েডেরার। রক্তক্ষয় নেই বলে তোমার দুঃখ হচ্ছে? কি করব বল, কিন্তু ভাবলেই বুঝতে পারবে জোর করে ক্ষমতা দখল আমরা কোনদিনই করতে পারতাম না। যদি গৃহযুদ্ধ হয়, পেণ্টাগনের হাতে রয়েছে সব অস্ত্র শস্ত্র, সেনানায়করা সব তাদের দলে। পেণ্টাগন তখন বিপ্লববিরোধী সৈন্যশক্তির পতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াবে।

হুগো। গৃহযুদ্ধের কথা কে বলছে? হোয়েডেরার, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। দরকার ত' শুধু একটু ধৈর্য্যের। তুমি ত' নিজেই বলছিলে, লাল ফৌজ এসে রিজেণ্টকে তাড়িয়ে দেবে, আর সব ক্ষমতা আসবে আমাদের হাতে।

হোয়েডেরার। কিন্তু আমরা সে ক্ষমতা রাখব কি করে? (হেসে) আমি বলছি তোমাকে লাল ফৌজ আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে দেশে ঢোকার পর খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়েই আমাদের যেতে হবে।

হুগো। লাল ফৌজ

হোয়েডেরার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। আমিও সমান অধীর ভাবে তার জন্যে অপেক্ষা করছি। কিন্তু ভেবে দেখ, লড়ায়ের সময় সব ফৌজই একরকম—তা সে কি মুক্তি ফৌজ কি অন্য ফৌজ। গাঁয়ের সম্পদ শোষণ করেই তাদের টিকতে হয়। স্বভাবতই আমাদের চাষীরা রুশ সৈন্যদের ঘৃণা করবে। সেই সৈন্যশক্তি যে সরকারকে তাদের পরে চাপাবে আমাদের পার্টির সেই সরকারকেই বা তারা ভালবাসবে কেন? আমাদের হয়ত বলবে বিদেশী পার্টি কি তার চাইতেও খারাপ কিছু।

পেণ্টাগন আবার গুপ্ত সংগঠন হিসেবে কাজ শুরু করবে, তাদের রাজনৈতিক বুলিগুলো পর্যন্ত বদলাতে হবে না।

হুগো। পেণ্টাগন……

হোয়েডেরার। তা ছাড়া আরো এক ব্যাপার আছে। দেশ এখন সর্বস্বান্ত, হয়ত বা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। রিজেণ্টের জায়গায় যে সরকারই আসুক, তাকে অনেক কড়া আইন-কানুন চালাতে হবে—ফলে তা জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হবেই। লাল ফৌজ এদেশ হতে চলে যাবার পরের দিনই বিদ্রোহের ঢেউ আমাদের সরকারকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

হুগো। বিদ্রোহ পিষে মুছে দেয়া যায়। আমরা কড়া শাসনের ব্যবস্থা করব।

হোয়েডেরার। কড়া শাসন? কি দিয়ে? বিপ্লবের পরেও সর্বহারারা হবে সবচেয়ে দুর্বল দল। অনেকদিন পর্যন্তই তারা তাই থাকবে। কড়া শাসন! যখন একদিকে বুর্জোয়াদের পার্টি প্রাণপণে চেষ্টা করবে আমাদের সব কাজ বানচাল করতে, আর চাষীরা আমাদের না খাইয়ে মারার জন্যে তাদের সব ফসল পুড়িয়ে দেবে?

হুগো। তাতে কি? ১৯১৭ সালে বলশেভিক পার্টিকেও অনেক সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়েছিল।

হোয়েডেরার। বিদেশী ফৌজ এসে তাদের ক্ষমতায় বসায়নি। এখন ভাই আমার কথাটা শোন, একটু বোঝার চেষ্টা কর। আমরা কারস্কীর উদারপন্থী আর রিজেণ্টের রক্ষণশীলদের সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করলাম। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, কোনো তর্ক নেই, কেননা সেটা জাতীয় সরকার। কেউ বলতে পারবে না যে বাইরের কেউ আমাদের ক্ষমতায়

বসিয়েছে। আমি প্রতিরোধ কমিটিতে অর্ধেক আসন চেয়েছি, কিন্তু মন্ত্রিসভায় অর্ধেক আসন চাইবার মত বোকামী আমি করব না। আমরা সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হব। এমন সংখ্যালঘিষ্ঠ দল যারা অপ্রিয় সব আইন করার দায়িত্ব অন্য দলগুলোর ঘাড়ে ছেড়ে দেবে আর তারি সঙ্গে সঙ্গে সরকারের ভেতর হতে তারই বিরোধিতা করে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করবে। ওরা ত' তখন একেবারে কোণঠাসা। দু' বছরের মধ্যে ওদের উদারনীতির দেউলে দশা সকলের নজরে পড়বে—আর তখন আমরা যাতে আমাদের হাতে ক্ষমতা নিই, তারি জন্যে সারা দেশ আমাদেরই পেড়াপীড়ি করবে।

হুগো। আর তার সঙ্গে পার্টির কাজও খতম হয়ে যাবে।

হোয়েডেরার। কাজ খতম হয়ে যাবে? কেন?

হুগো। পার্টির একটা কর্মসূচী আছে: সে হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করা। তার একটা পদ্ধতি আছে: শ্রেণী সংগ্রামের সুযোগ নেওয়া। তুমি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে শ্রেণী সহযোগিতার নীতি চালু করার জন্যে পার্টিকে ব্যবহার করতে যাচ্ছ। তুমি যাচ্ছ বছরের পর বছর ধরে ধাপ্পা দিতে, ষড়যন্ত্র করতে, প্যাঁচ কষতে, রফার পর রফা করতে। তুমি আমাদের কর্মীদের কাছে পার্টির সহযোগিতায় চালু সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল আইনকানুনকে সমর্থন করবে। কেউ তোমার কথা বুঝবে না। যারা পার্টির মধ্যে গোঁড়া কর্মী, তারা আমাদের ছেড়ে যাবে, বাকী যারা থাকবে তারাও যেটুকু বা রাজনৈতিক চেতনা সম্প্রতি লাভ করেছিল, তাও ক্রমে ক্রমে হারাবে। আমাদের মধ্যে বিষ সংক্রামিত হবে,

আমাদের সঙ্কল্প দুর্বল হয়ে পড়বে, আমাদের পরিপ্রেক্ষিত কেন্দ্রচ্যুত হবে। আমরা হয়ে উঠব সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদী। আর শেষটায় আমাদের এমন দশা হবে যে, বুর্জোয়া পার্টিরা শুধু তাদের কড়ে আঙ্গুলের ডগাটা তুললেই আমরা একেবারে মুছে যাব। হোয়েডেরার, পার্টি তোমার। কত মেহনতে একে গড়ে তুলেছি, এর জন্যে কত ত্যাগ আমরা দাবী করেছি, কত বিধিনিষেধ আমরা চাপিয়েছি কর্মীদের পরে—এ তুমি ত' ভুলতে পার না। আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি—নিজের হাতে তুমি এ সব নষ্ট করে দিও না।

হোয়েডেরার। কি বকবকই করতে পার! যদি ঝুঁকিই না নিতে চাও তবে রাজনীতির খেলা খেলতে এসো না।

হুগো। আমি এমন ঝুঁকি নিতে রাজী নই।

হোয়েডেরার। চমৎকার! কিন্তু তাহলে ক্ষমতা মুঠোয় ধরে রাখবে কি করে?

হুগো। কি দরকার ক্ষমতা নেওয়ার?

হোয়েডেরার। তুমি কি পাগল? একটা গণবাহিনী এসে দেশ দখল করতে যাচ্ছে, আর তুমি তার সুযোগ না নিয়ে সে বাহিনীকে চলে যেতে দেবে? এ সুযোগ আর আসবে না। আমি বলছি তোমাকে শুধু নিজেদের জোরে বিপ্লব করার শক্তি আমাদের নেই।

হুগো। অত দাম দিয়ে ক্ষমতা পেতে রাজী নই।

হোয়েডেরার। তবে পার্টি দিয়ে কি করতে চাও তুমি? ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া পয়দা করবার আস্তাবল বানাতে চাও? ছুরিকে প্রত্যহ শানাবার কি মানে হয়, যদি তা দিয়ে কোনদিন কিছু নাই কাটবে? পার্টি উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপায় মাত্র।

আর সে উদ্দেশ্য শুধু একটাই হতে পারে: ক্ষমতা হাতে পাওয়া।

হুগো। উদ্দেশ্য শুধু একটাই হতে পারে: আমাদের যত আদর্শ সব কাজে চালু করা, আমাদের প্রত্যেকটি আদর্শ, নিষ্কলুষভাবে শুধু আমাদেরই আদর্শ.

হোয়েডেরার। তা বটে, তোমার এখনো আদর্শের বালাই আছে। ও মোহ তুমি কাটিয়ে উঠবে।

হুগো। তুমি কি ভেবেছ এ শুধু একা আমার? রিজেন্টের পুলিশের হাতে আমাদের যে সহকর্মী বন্ধুরা মারা গেছে, তারা কি এই আদর্শের প্রেরণাতেই প্রাণ দেয়নি? আমরা যদি তাদের সেই হত্যাকারীদের বাঁচাবার জন্যে পার্টিকে ব্যবহার করি, তাহলে কি তাদের প্রতি বেইমানী হবে না?

হোয়েডেরার। যারা মারা গেছে, তাদের জন্যে আমার একরত্তিও মাথাব্যাথা নেই। তারা পার্টির জন্যে প্রাণ দিয়েছে, পার্টি যা ভাল বোঝে তাই করবে। আমার রাজনীতি যারা বেঁচে আছে তাদের হাতে গড়া, তাদেরি জন্যে গড়া।

হুগো। আর তোমার বিশ্বাস যারা বেঁচে আছে তারা তোমার এই সহযোগিতাব চুক্তি মেনে নেবে?

হোয়েডেরার। তাদের আস্তে আস্তে গেলাতে হবে।

হুগো। তাদের ভাঁওতা দিয়ে?

হোয়েডেরার। মাঝে মাঝে ভাঁওতা দিয়ে।

হুগো। তোমাকে তোমাকে দেখলে মনে হয়, তুমি এত বাস্তব, এত বলিষ্ঠ। তুমি কমরেডদের ভাঁওতা দেবে এ কখনো সত্যি হতে পারে না।

হোয়েডেরার। কেন? আমরা এখন লড়াই করছি। লড়াইয়ের ধাপে ধাপে বর্ণনা কেউ আগে হতে সৈন্যদের দেয় না।

হুগো। হোয়েডেরার, আমি আমি তোমার চাইতে অনেক ভালো করে জানি ভাঁওতা দেওয়া কি জিনিস। বাড়িতে প্রত্যেকে নিজেকে নিজে ভাঁওতা দিত, আমাকে ভাঁওতা দিত। পার্টিতে যোগ দেওয়ার পর আমি প্রথম বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছি। জীবনে এই প্রথম কিছু মানুষ দেখলাম, যারা পরস্পরকে ভাঁওতা দেয় না। প্রত্যেকে অপরকে বিশ্বাস করতে পারে, সবচেয়ে সামান্যতম কর্মীও অনুভব করে যে নেতাদের প্রতিটি নির্দেশ তার নিজের গভীরতম কামনাকেই তার কাছে উদ্‌ঘাটিত করছে। কোন কঠিন কাজের ভার পড়লে সে জানে কেন সে প্রাণ দিতে রাজি হ'ল। তোমার অধিকার নেই···

হোয়েডেরার। কিসের কথা বলছ?

হুগো। আমাদের পার্টির কথা।

হোয়েডেরার। আমাদের পার্টি? কিন্তু সবাইত চিরকাল একটু আধটু ভাঁওতা দিয়ে এসেছে। আর পাঁচজন যেমন দেয়। তোমার নিজের কথাই ধর, হুগো। তুমি নিঃসন্দেহ, তুমি কখনো ভাঁওতা দেও নি, কখনো ভাঁওতা দাও না, এই মুহূর্তে ভাঁওতা দিচ্ছ না?

হুগো। আমি আমাদের সহকর্মীদের কখনো ভাঁওতা দিই নি। আমি···যদি মানুষদের এত অপদার্থই ভাবো যে মিথ্যে দিয়ে তাদের মাথা বোঝাই করতে তোমার বাধে না, তবে তাদের মুক্তির জন্যে লড়াই করে কি হবে?

হোয়েডেরার। যখন মিথ্যের একান্ত দরকার পড়ে, তখন আমি

মিথ্যে বলি। আর কাউকেই আমি অপদার্থ ভাবি না। ভাঁওতা দেওয়া কিছু আর সংসারে আমি উদ্ভাবন করিনি। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ থেকেই এর উদ্ভব। জন্মসূত্রে এ আমাদের উত্তরাধিকার। আমরা মিথ্যে কথা বলব না বল্লেই সংসার হতে মিথ্যে কথা সব লোপ পাবে না। শ্রেণীভেদ উচ্ছেদ করার জন্যে যে উপায় সম্ভব তাই আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

হুগো। সব উপায়ই ত' ভালো নয়।

হোয়েডেরার। সব উপায়ই ভালো—যদি তাতে কার্যসিদ্ধি হয়।

হুগো। তাহলে তুমি কোন্ অধিকারে রিজেন্টকে তার রাজনীতির জন্যে দোষী করছ? সে ত' দেশের স্বাধীনতা রক্ষে করার জন্যেই সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

হোয়েডেরার। তুমি কি ভেবেছ, আমি তাকে দোষ দিচ্ছি? তার শ্রেণীর যে কোন উজবুক এ অবস্থায় পড়লে যা করত, সেও তাই করেছে। আমরা কতগুলো মানুষ কি একটা নীতির বিরুদ্ধে ত' লড়াই করছি না, যে শ্রেণী এই সব মানুষ আর নীতির জন্ম দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই।

হুগো। আর তোমার কাছে সেই লড়াই চালাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল তাদের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগীদার হতে চাওয়া?

হোয়েডেরার। ঠিক তাই। আজকের অবস্থায় সেটাই শ্রেষ্ঠ উপায়। (থেমে) ছেলেমানুষ! নিজের পবিত্রতা সম্বন্ধে কি মোহ তোমার। কত ভয়, পাছে তোমার দু হাতে নোংরা লাগে! ভাল কথা, থাকো পবিত্র! কিন্তু তাতে কার কি ফায়দাটা হবে? আর কেনই বা তুমি আমাদের মধ্যে এসেছিলে? পবিত্রতা ফকির সন্ন্যাসীদের আদর্শ। তোমরা

বুদ্ধিজীবীরা, বুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদীরা, তোমরা কিছু না করার কৈফিয়ৎ হিসেবে পবিত্রতাকে কাজে লাগাও। কোরো না কিছু, থাকো ছিমছাম, শরীরের দুপাশে ফিটফাট ঝুলিয়ে রাখো কনুই দুটো, নরম দস্তানায় ঢেকে রাখো তোমার হাত। আমার দু হাত নোংরা, রক্তে আর ক্লেদে কনুই পর্যন্ত ডুবিয়েছি। সুতরাং? তুমি কি ভেবেছ যে নিষ্পাপ থেকেও তুমি দেশ শাসন করতে পার?

হুগো। একদিন দেখতে পাবে, রক্তকে আমি ভয় করি না।

হোয়েডেরার। চমৎকার। লাল দস্তানা, খুব কায়দাদুরস্ত, ভারী সৌখীন। তোমার ভয় বাকী ব্যাপারটাতে। সেটা তোমার অভিজাত খুদে নাকে লাগে কি না।

হুগো। শেষ পর্যন্ত সেই গোড়ার কথাতেই ফিরে এলাম। আমি অভিজাত—আমার কখনো ক্ষিধে পায়নি এমনি হারামী। কিন্তু আমার মত ত' শুধু আমার একার নয়—আর সেখানেই তোমার বিপদ।

হোয়েডেরার। একার নয়? তুমি কি এখানে আসার আগে আমার এই চুক্তি আলোচনার কথা কিছু জানতে?

হুগো। ন···না। আবহাওয়াতে এমনি এর একটা সম্ভাবনার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। আমরা পার্টির মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। আর বেশির ভাগেরই মত আমার সঙ্গে এক। আমি শপথ করে বলতে পারি, তারা কেউই অভিজাত নয়।

হোয়েডেরার। ছেলেমানুষ! তুমি আমার কথা ভুল বুঝেছ। পার্টির মধ্যে যারা আমার নীতির বিরুদ্ধে, তাদের আমি চিনি। আমি জানি, তারা আমারি জাতের মানুষ, তোমার

জাতের নয়—আর সে কথা বুঝতে তোমার নিজেরও খুব বেশী সময় লাগবেনা। তারা যদি আমার এ আলোচনায় আপত্তি করে থাকে, তার একমাত্র কারণ তারা ভাবছে, এটা এ আলোচনার উপযুক্ত সময় নয়। অন্য অবস্থায় তারাই প্রথমে ঠিক এই জিনিস করবে। কিন্তু তুমি সব ব্যাপারটাকে আদর্শের প্রশ্ন করে তুলছ।

হুগো। আদর্শের কথা কে বলেছে?

হোয়েডেরার। তুমি এটা আদর্শের প্রশ্ন করে তুলছ না? বেশ কথা। তাহলে এ যুক্তিতে তোমার আস্থা হবে। আমরা যদি রিজেন্টের সঙ্গে রফা করতে পারি, তাহলে সে যুদ্ধ বন্ধ করবে। ইল্লাওয়ার ফৌজ তখন চুপচাপ বসে অপেক্ষা করবে, কখন রুশ সৈন্য এসে তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নেয়। আমরা যদি এ আলোচনা ভেঙ্গে দিই সে জানবে তার আর কোন আশা নেই। সে তখন পাগলা কুকুরের মত মরিয়া হয়ে লড়বে। লক্ষ লক্ষ লোক সে লড়াইয়ে মুছে যাবে। কি বল তুমি? (থেমে) তা হলে? কি বল তুমি? কলমের একটা খোঁচায় লক্ষ লক্ষ লোককে মুছে দিতে পার কি?

হুগো। কষ্টে, চেষ্টা করে) ফুল বিছিয়ে ত' বিপ্লব করা সম্ভব নয়। যদি তাদের মরতেই হয়···

হোয়েডেরার। তাহলে?

হুগো। তাহলে, তারা মরবে।

হোয়েডেরার। দেখলে ত'। দেখলে ত'। তুমি মানুষকে ভালবাস না, হুগো, তুমি শুধু তোমার আদর্শকেই ভালবাস।

হুগো। মানুষ? কেন মানুষদের ভালবাসব? তারা কি আমাকে ভালবাসে?

হোয়েডেরার। তবে কেন তুমি আমাদের সঙ্গে এলে? যদি মানুষদের তুমি ভাল না বাস তবে তাদের জন্যে লড়বে কি করে?

হুগো। পার্টির উদ্দেশ্য ন্যায়সঙ্গত ছিল বলে পার্টিতে এসেছিলাম, যেদিন তা থাকবে না শুধু সেদিনই তাকে ছাড়ব। আর মানুষদের কথা বলছ—তারা কি তাতে আমার কোন আগ্রহ নেই। তারা কি হতে পারে তাতেই আমার আগ্রহ।

হোয়েডেরার। কিন্তু আমি তারা যা তার জন্যেই তাদের ভালবাসি। তাদের নোংরামী, পাপ, সব কিছু নিয়ে। আমি ভালবাসি তাদের স্বর, তাদের প্রসারিত উষ্ণ হাত, তাদের ত্বক, তাদের উদ্বিগ্ন মুখ, মৃত্যু আর দুঃখের বিরুদ্ধে তাদের মরিয়া সংগ্রাম। আমার কাছে পৃথিবীতে একজন লোক বেশী আছে কি কম আছে, এটাই বড় কথা। তার জীবন মূল্যবান। তোমাকে আমি জানি, ভাই, তুমি ধ্বংসজীবী। তুমি নিজেকে ঘেন্না কর বলেই মানুষকে ঘেন্না কর: তোমার পবিত্রতা মৃত্যুর পবিত্রতা। যে বিপ্লবের স্বপ্ন তুমি দেখ, সে আমাদের বিপ্লব নয়। তুমি জগতটাকে বদলাতে চাও না—তাকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাও।

হুগো। (উঠে দাঁড়িয়েছে) হোয়েডেরার!

হোয়েডেরার। তোমার কি দোষ; তোমরা বুদ্ধিজীবীরা সব একরকমের। কোনো বুদ্ধিজীবী কখনো সত্যিকারের বিপ্লবী হয় না—তার তাকত বড় জোর খুনে হওয়া।

হুগো। খুনে! হ্যাঁ!

যেসিকা। হুগো!

তাদের দুজনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দরজায় চাবী ঘোরানোর আওয়াজ হয়। দরজা খোলে। জর্জ আর স্লিক ঢোকে।

জর্জ। এই ত, তুমি এখানে। আমরা সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

হুগো। আমার ঘরের চাবী তোমাদের দিল কে?

শ্লিক। আমাদের কাছে সব ঘরের চাবী আছে। কেনই বা থাকবে না? আমরা ওর দেহরক্ষী।

জর্জ। (হোয়েডেরারকে) আমাদের যা ঘাবড়ে দিয়েছিলে। শ্লিক ঘুম ভেঙে উঠে দেখে কোথাও হোয়েডেরারের চিহ্ন নেই। যখন একটু হাওয়া খেতে বেরোও, আমাদের একটা হাঁক দিলে ত' পার।

হোয়েডেরার। তোমরা ঘুমোচ্ছিলে... ...

শ্লিক। (অবাক হোয়ে) তাতে কি? কবে থেকে আবার আমাদের ওঠাবার দরকার হলে পড়ে ঘুমোতে দাও?

হোয়েডেরার। (হাসতে হাসতে) কি যেন হয়েছিল আমার। (থেমে) চল, তোমাদের সঙ্গে যাব। কাল সকালে দেখা হচ্ছে। নটায়। তখন আবার এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। (হুগো সাড়া দেয় না।) শুভ রাত্রি, যেসিকা।

যেসিকা। শুভ রাত্রি, হোয়েডেরার। (তারা বেরিয়ে যায়। অনেকক্ষণ চুপচাপ।) তাহ'লে?

হুগো। তুমি ত' ছিলে—শুনলে ওর কথা।

যেসিকা। তোমার কি মনে হচ্ছে?

হুগো। আমার কি মনে হতে পারে আশা করছ? আগেই ত' বলেছিলাম ও অসম্ভব চালাক।

যেসিকা। হুগো! ওর কথায় যুক্তি আছে।

হুগো। বেচারী যেসিকা! তুমি এর কি জানো?

যেসিকা। তুমিই বা কি জান? ওর কাছে তোমাকে এতটুকু দেখাচ্ছিল।

হুগো। তথাস্তু। আমাকে ছোট দেখানো ওর পক্ষে সহজ। একবার লুইএর মুখোমুখি হত। সে অত সহজ ঠাঁই নয়।

যেসিকা। বলা যায় না, হয়ত তাকেও অমনি ধোলাই দিয়ে দিত।

হুগো। (হেসে ওঠে) কি ? লুইকে ? তুমি তাকে চেন না। তার কখনো ভুল হয় না।

যেসিকা। কেন হবে না ?

হুগো। কেন—কারণ সে যে লুই।

যেসিকা। হুগো, তুমি নিজের মনের বিরুদ্ধে কথা বলছ। তুমি যখন হোয়েডেরারের সঙ্গে তর্ক করছিলে আমি তোমাকে লক্ষ্য করছিলাম। তুমি বুঝতে পেরেছ ওর কথাই ঠিক।

হুগো। ও মোটেই আমাকে বোঝাতে পারেনি। কমরেডদের ভাঁওতা মারা ভাল, একথা কেউ আমাকে কোনোদিন বোঝাতে পারবে না। কিন্তু ও যদি আমাকে সত্যি বোঝাতে পারত, তবে ওকে খুন করবার সেটা আর একটা কারণ মনে করতাম। তার মানে ও অন্য সবাইকেও বোঝাতে পারবে। কাল সকালে এর হেস্তনেস্ত করব।

যবনিকা

পঞ্চম দৃশ্য

হোয়েডেরারের অফিস।

জানলার যে কবাট দুটো বোমায় খুলে ছিটকে পড়েছিল দেয়ালে তাদের ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। ভাঙা কাঁচের স্তূপ সমান হয়েছে। জানলা ঢেকে এখন একটা পিন-আঁটা পর্দা ঝুলছে, তার নিচটা মাটিতে এসে পড়েছে। দৃশ্যের সূচনায় দেখা যায় হোয়েডেরার গ্যাসচুল্লীর সামনে দাড়িয়ে কফি তৈরি করতে করতে পাইপ টানছে। দরজায় আওয়াজ হয়; দরজার ফাঁক দিয়ে স্লিক মাথা বাড়ায়।

স্লিক। মেয়েটা এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

হোয়েডেরার। না।

স্লিক। বলছে খুব নাকি দরকারী কথা আছে।

হোয়েডেরার। আচ্ছা, আসতে দাও। (যেসিকা ঢোকে, স্লিক অন্তর্ধান করে।) কি? (যেসিকা কথা বলে না।) এদিকে এস। (যেসিকা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে, তার চুলের গোছা মুখের পরে এসে পড়েছে। হোয়েডেরার তার কাছে এগিয়ে যায়।) সত্যি কিছু বলার আছে? (যেসিকা ঘাড় নাড়ে।) তা বলে ফ্যালো, তারপর ভাগো।

যেসিকা। তোমার সব সময়েই এত তাড়াতাড়ি……

হোয়েডেরার। আমার কাজ আছে।

যেসিকা। তুমি ত' এখন কাজ করছ না, কফি বানাচ্ছ। আমাকে এক কাপ দেবে?

হোয়েডেরার। দিচ্ছি। (থেমে) তাহলে?

যেসিকা। একটু সময় দাও। তোমার সঙ্গে কথা বলা এত শক্ত।

তুমি হুগোর জন্যে অপেক্ষা করছ আর সে এখন দাড়ি কামানোও শুরু করেনি।

হোয়েডেরার। ভাল কথা। দম নেবার জন্য পাঁচ মিনিট দিলাম। এই নাও তোমার কফি।

যেসিকা। আমার সঙ্গে কথা বল।

হোয়েডেরার। কি?

যেসিকা। যতক্ষণ না দম ফিরে পাই, তুমি কিছু বল।

হোয়েডেরার। আমার তোমাকে বলার কিছু নেই। তাছাড়া মেয়েদের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় আমি জানিনে।

যেসিকা। হ্যাঁ, তুমি ভাল করেই জান।

হোয়েডেরার। বটে? (চুপচাপ)

যেসিকা। কাল রাতে···

হোয়েডেরার। কি?

যেসিকা। আমার মনে হ'ল তোমার কথাই যথার্থ।

হোয়েডেরার। যথার্থ? ও! (থেমে) ধন্যবাদ, তোমার কথাতে খুব ভরসা পেলাম।

যেসিকা। তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ।

হোয়েডেরার। হ্যাঁ। (চুপচাপ।)

যেসিকা। আচ্ছা, আমি যদি পার্টিতে যোগ দিই ওরা আমাকে নিয়ে কি করবে?

হোয়েডেরার। ওরা তোমাকে যোগ দিতে দেয় কিনা আগে দেখ।

যেসিকা। ধর যদি দেয়, তাহলে কি করবে?

হোয়েডেরার। কি জানি। (থেমে) একথা জানতেই কি এখানে এসেছ?

যেসিকা। না।

হোয়েডেরার। তাহলে কী কথা? তুমি কি হুগোর সঙ্গে ঝগড়া করেছ? চলে যেতে চাও?

যেসিকা। না। আমি চলে গেলে তোমার খারাপ লাগবে।

হোয়েডেরার। খুব খুশী হব। নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করা যাবে।

যেসিকা। তুমি মোটেই সত্যি বলছ না?

হোয়েডেরার। বলছি না?

যেসিকা। না। (থেমে) কাল রাতে যখন ঘরে ঢুকলে, তোমাকে এত একলা দেখাচ্ছিল।

হোয়েডেরার। কি হল তাতে?

যেসিকা। একদম একলা একটা মানুষ, কি আশ্চর্য!

হোয়েডেরার। এত আশ্চর্য যে অমনি তুমি তাকে সঙ্গ দিতে চাইলে! আর তখন আর সে একলা রইল না। বড় মজার এই দুনিয়া।

যেসিকা। না, আমার সঙ্গে থেকেও তুমি একদম একলা থাকতে পার। আমি কোন অসুবিধা করব না।

হোয়েডেরার। তোমার সঙ্গে থেকে?

যেসিকা। কথার কথা। (থেমে) তোমার বিয়ে হয়েছিল?

হোয়েডেরার। হ্যাঁ।

যেসিকা। পার্টির মেয়ের সঙ্গে?

হোয়েডেরার। না।

যেসিকা। তুমি না বলেছিলে প্রত্যেকের উচিত পার্টির মেয়েকেই বিয়ে করা।

হোয়েডেরার। ঠিকই ত'।

যেসিকা। সে কি দেখতে সুন্দর ছিল?

হোয়েডেরার। সেটা নির্ভর করত দিনটা কেমন আর মতটা কি তার ওপর।

যেসিকা। আর আমি? তোমার কি মনে হয় আমি সুন্দর?

হোয়েডেরার। তুমি কি আমার সঙ্গে মস্করা করছ?

যেসিকা। (হেসে ওঠে) হ্যাঁ।

হোয়েডেরার। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। কি বলার আছে বলে ফ্যালো আর না হয় ভাগো।

যেসিকা। তুমি ওকে জখম করবে না।

হোয়েডেরার। কাকে?

যেসিকা। হুগোকে। তুমি ওকে স্নেহ কর, তাই না?

হোয়েডেরার। দেখ, ওসব ন্যাকা ন্যাকা কথা বাদ দাও। ও আমাকে খুন করতে চায়? এই ত' তোমার কথা?

যেসিকা। ওকে জখম কোরো না।

হোয়েডেরার। না, ওকে জখম করব না।

যেসিকা। তুমি···তুমি জানতে?

হোয়েডেরার। কাল থেকে। ও কি দিয়ে খুনের চেষ্টা করবে?

যেসিকা। মানে?

হোয়েডেরার। কি অস্ত্র দিয়ে? হাতবোমা, রিভলবার, ছোরা, ভোজালী, বিষ?

যেসিকা। রিভলবার।

হোয়েডেরার। সেই বরং ভাল।

যেসিকা। আজ সকালে আসবার সময় ও রিভলবারটা সঙ্গে আনবে।

হোয়েডেরার। ভালো। ভালো, ভালো। তা তুমি ওকে ধরিয়ে দিচ্ছ কেন? তুমি কি ওর পরে চটেছ?

যেসিকা। না। কিন্তু······

হোয়েডেরার। বলে ফেল।

যেসিকা। ও আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে।

হোয়েডেরার। আর এইভাবে বুঝি সাহায্য করছ? অবাক করলে।

যসিকা। ও তোমাকে খুন করতে চায় না। একটুও চায় না। ও তোমাকে বড্ড বেশী ভালবাসে। কিন্তু ওর ওপরে হুকুম রয়েছে। ও না বললেও আমি নিশ্চয় জানি, সে হুকুম তামিল করায় যদি বাধা পড়ে ও খুশী হবে, সত্যি সত্যি খুশী হবে।

হোয়েডেরার। দেখা যাক্।

যেসিকা। তুমি কি করবে?

হোয়েডেরার। জানিনে।

যেসিকা। শ্লিককে দিয়ে খুব আস্তে করে ওর হাত হতে রিভলবারটা নিয়ে নিও। ওর শুধু একটাই রিভলবার আছে। সেটা যদি নিয়ে নাও, সব চুকে যাবে।

হোয়েডেরার। না, তাতে ও নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবে। মানুষকে নিজের কাছে ছোট করতে নেই। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।

যেসিকা। তুমি ওকে অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে ঢুকতে দেবে?

হোয়েডেরার। নয় কেন? আমি ওকে বোঝাতে চাই। পাঁচ মিনিট খুব বিপজ্জনক অবস্থায় যাবে; কিন্তু তার বেশী নয়। আজ সকালে যদি ও মারার চেষ্টা না করে আর কখনো করবে না।

যেসিকা। (আচমকা) আমি চাই না ও তোমাকে খুন করে।

হোয়েডেরার। আমি যদি খুন হই তাতে কি তোমার কোনো মাথাব্যথা হবে?

যেসিকা। আমার? খুব খুশী হব। (দরজায় শব্দ)

স্লিক। হুগো এসেছে।

হোয়েডেরার। এক সেকেণ্ড। (স্লিক্ দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।) জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাও।

যেসিকা। আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।

হোয়েডেরার। যদি তুমি থাক ও নিশ্চয় গুলী করবে। কথা শোন, বেরোও, জলদি! (যেসিকা জানলা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তার পেছনে পর্দাটা আবার ঝুলে নিজের জায়গায় পড়ে।) ওকে নিয়ে এস।

হুগো ঢোকে। হোয়েডেরার দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে হুগোর সঙ্গে টেবিলের কাছে ফিরে আসে। সে সারাক্ষণ ওর পাশে কাছাকাছি থাকে, কথা বলতে বলতে ওর গতিবিধির পরে লক্ষ্য রাখে যাতে হুগো রিভলবারের দিকে হাত বাড়ালেই ওর কব্জিটা চেপে ধরতে পারে।

কেমন? রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল?

হুগো। এক রকম।

হোয়েডেরার। খোয়াড়ীর মুখ?

হুগো। বেজায়।

হোয়েডেরার। তুমি কি এখনো সেই ঠিক করে আছ?

হুগো। (অবাক হয়ে) ঠিক করে?

হোয়েডেরার। কাল রাতে যে বললে আমার মত বদলাতে না পারলে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?

হুগো। হ্যাঁ, ঠিক করেছি।

হোয়েডেরার। ভালো। আচ্ছা, সে কথা পরে আলাপ করা যাবে। ইতিমধ্যে কিছু কাজ সেরে নেওয়া যাক। বোসো। (হুগো তার কাজ করার টেবিলে যেয়ে বসে) আমরা কোথায় থেমেছিলাম?

হুগো। (নোট থেকে পড়ে) "সম্প্রতিকার হিসেব অনুসারে চাষমজুরের সংখ্যা ১৯০৬ সালের সাতাশী লক্ষ একষট্টি হাজার হতে কমে এখন······"

হোয়েডেরার। জান, বোমাটা যে ছুঁড়েছিল সে একজন স্ত্রীলোক?

হুগো। স্ত্রীলোক?

হোয়েডেরার। স্লিক ফুলের কেয়ারীতে তার পায়ের ছাপ দেখেছে। তুমি চেন তাকে?

হুগো। আমি কি করে চিনব? (চুপচাপ)

হোয়েডেরার। মজার, তাই না?

হুগো। খুব।

হোয়েডেরার। তোমার যে খুব মজা লেগেছে তা ত' দেখাচ্ছে না। কি হয়েছে?

হুগো। শরীর ভাল নেই।

হোয়েডেরার। সকালটা ছুটি নিতে চাও?

হুগো। না, কাজ করা যাক।

হোয়েডেরার। আবার গোড়া থেকে পড়।

হুগো। (নোটগুলো নিয়ে আবার পড়তে শুরু করে) "সম্প্রতিকার হিসেব অনুসারে····· " (হোয়েডেরার হাসতে শুরু করে। হুগো আচমকা চোখ তুলে চায়)।

হোয়েডেরার। ওর বোমা কেন আমাদের লাগেনি জান? নিশ্চয়ই চোখ বুজে বোমাটা ছুঁড়েছিল।

হুগো। (অন্যমনস্কভাবে) কেন?

হোয়েডেরার। আওয়াজের ভয়ে। মেয়েরা না শোনার জন্যে চোখ বোজে। কেন, তা যেভাবে খুশী ব্যাখ্যা করে নাও। খুদে ইঁদুরগুলোর আওয়াজে বড় ভয়। তা নাহলে মেয়েরা সব

ধুরন্ধর খুনী হতে পারত। ওদের মন ভারী সাধাসিধে, তৈরী ভাবনা ধারণাগুলোকে তাই ওরা চট্ করে মেনে নেয়—আর ভগবানে বিশ্বাসের মত সেগুলোতে অনড় বিশ্বাস রাখে। কিন্তু আমাদের কাছে নীতির নামে কোনো মানুষকে খুন রা অত সিধে ঠ্যাকে না। ওসব নীতি আদর্শ যে আমাদেরই বানানো, তাদের চেহারা যে আমাদের জানা। আমরা তাই কখনো একেবারে নিশ্চিত হতে পারি না যে আমরাই ঠিক। তুমি কি নিশ্চিত জান যে তুমি ঠিক?

হুগো। আমি নিশ্চিত।

হোয়েডেরার। সে যাই হোক, তুমি কখনো খুনী হতে পারবে না। আসলে এটা পেশার প্রশ্ন।

হুগো। পার্টি হুকুম দিলে যে কোন লোকই খুন করতে পারে।

হোয়েডেরার। পার্টি যদি তোমাকে শূন্যে বাঁধা দড়ির পরে নাচতে হুকুম দেয় তুমি তা পারবে? খুনীরা খুনী হয়েই জন্মায়। তুমি বড্ড বেশী ভাব; তুমি কখনো মানুষ খুন করতে পারবে না।

হুগো। মনস্থির করলে খুব পারতাম।

হোয়েডেরার। তোমার সঙ্গে কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি একমত হইনি বলে তুমি আমার এই দু' চোখের মাঝখানে ঠাণ্ডা মেজাজে গুলি করতে পার?

হুগো। হ্যাঁ, যদি মনস্থির করতে পারি; কিম্বা পার্টি যদি আমাকে হুকুম দেয়।

হোয়েডেরার। অবাক করলে। (হুগো পকেটে হাত দেবার জন্যে নড়তেই হোয়েডেরার চট্ করে তার হাতটা ধরে টেবিলের পরে রাখে।) ধর যদি তোমার ঐ হাতে একটা রিভলবার থাকত, আর এই আঙুলটা থাকত ঠিক তার ঘোড়ার পরে…

হুগো। হাত ছেড়ে দাও।

হোয়েডেরার। (না ছেড়ে) ধর আমি এখন যেভাবে আছি ঠিক এইভাবে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আর তুমি আমাকে তাগ করছ···

হুগো। ছেড়ে দাও। কাজ কর।

হোয়েডেরার। তুমি আমার দিকে চেয়ে আছ আর ঠিক যখন খুন করতে যাচ্ছ এমন সময় ধর তোমার মনে হল: "যদি আগাগোড়া ও-ই ঠিক ভেবে থাকে তাহলে?" কি বলছি বুঝতে পারছ?

হুগো। আমি ভাবব না। আমাকে খুন করতে হবে এ ছাড়া আমি আর কিছুই ভাবব না।

হোয়েডেরার। তুমি ভাববে। বুদ্ধিজীবীকে সব সময়েই ভাবতে হয়। বন্দুকের ঘোড়াটা টেপবার আগেই তুমি তোমার কাজের সম্ভাব্য সব ফলাফল কল্পনায় দেখতে পাবে—একটা মানুষের সারা জীবনের সাধনা ধ্বংসস্তূপে পর্যবসিত, একটা সমগ্র কর্মধারা বিধ্বস্ত, বিলুপ্ত, আমার শূন্য স্থান পূর্ণ করার কেউ নেই, পার্টি হয়ত কোনদিনই আর ক্ষমতা পাবে না······

হুগো। আমি বলছি তোমাকে, আমি ভাবব না!

হোয়েডেরার। ভাবনাকে তুমি রুখতে পারবে না। আর তাই ত' তোমার পক্ষে ঠিক। তুমি যেভাবে তৈরী তাতে তুমি যদি আগে না ভাবো তারপর সারাজীবন ধরেও ওকথা আর ভেবে শেষ করতে পারবে না। (থেমে) আচ্ছা, তোমরা সবাই কেন এমন খুনীর খেলা খেলতে চাও বলত? ওদের না হয় ভাববার ক্ষমতা নেই—কাউকে খুন করতে ওদের একটুও আটকায় না কেননা জীবন যে কি তা ওদের

ধারণাই নেই। যারা অন্যের মরার কথায় ভয় পায় আমার কাছে তাদের দাম অনেক বেশী। তাদের এই ভয়ই প্রমাণ যে তারা বাঁচা কাকে বলে তা জানে।

হুগো। আমার বাঁচার কোনো যোগ্যতা নেই। জীবন কি তা আমি জানি না, জানতেও চাই না। এখানে আমি বেমানান, আমি সবার পথে বাধা। আমাকে কেউ ভালবাসে না, কেউ বিশ্বাস করে না।

হোয়েডেরার। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

হুগো। তুমি?

হোয়েডেরার। নিশ্চয়। তুমি এখনো ছেলেমানুষ, বয়ঃপ্রাপ্তির বেদনা তাই তোমার কাছে বড় কঠিন ঠেকছে। কিন্তু কেউ যদি তোমার এই বাড়ার পথকে সুগম করায় সাহায্য করে, তুমি একদিন ভারী চমৎকার একটা মানুষ হয়ে উঠবে। ওদের বোমা গুলিগোলা এড়িয়ে যদি টিকতে পারি, আমি তোমাকে আমার কাছে রেখে সাহায্য করব।

হুগো। কি দরকার ছিল তোমার এ কথা বলবার? আজ কেন আমাকে এ কথা বললে?

হোয়েডেরার। (তাকে ছেড়ে দিয়ে) শুধু দেখিয়ে দিতে যে যদি নেহাৎ পেশাদার খুনে না হও তবে কোনো বুদ্ধিমান মানুষকে চট্ করে সাবাড় করে দেওয়া যায় না।

হুগো। মন ঠিক করা থাকলে এ কাজ আমার নিশ্চয় পারা উচিত। (আপন মনে প্রায় হতাশভাবে) একাজ আমার অবশ্যই পারা উচিত।

হোয়েডেরার। আমি তোমার দিকে যতক্ষণ চেয়ে আছি তুমি আমাকে খুন করতে পার? (তারা পরস্পরের দিকে একদৃষ্টিতে

চেয়ে থাকে। হোয়েডেরার টেবিল থেকে সরে এক পা পিছিয়ে আসে।) সত্যিকারের যারা খুনে তারা মাথার মধ্যে কি হয় তা পর্যন্ত জানে না। কিন্তু তুমি, তুমি তা জান। আমাকে তুমি তাগ করছ, এ দেখার পর আমার মাথার মধ্যে কি হতে পারে জানলে তুমি কি তা সহ্য করতে পারতে? (থামে। সমস্তক্ষণ ওর দিকে চেয়ে আছে) এক কাপ কফি খাবে? (হুগো জবাব দেয় না) তৈরী করাই আছে। দিচ্ছি।

হুগোর দিকে পেছন ফিরে কাপে কফি ঢালে। হুগো উঠে দাঁড়ায়, যে পকেটে রিভলবার আছে তার মধ্যে হাত ঢোকায়। স্পষ্ট বোঝা যায় সে নিজের সঙ্গে লড়াই করছে। হোয়েডেরার একটুক্ষণ পরেই ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর ধীর ভাবে কাপটা হাতে নিয়ে হুগোর কাছে আসে। কাপটা এগিয়ে ধরে।

ধর। (হুগো কাপটা নেয়) তুমি বরং তোমার রিভলবারটা আমাকে দাও। এস, দিয়ে দাও। দেখলে ত, আমি তোমাকে সুযোগ দিলাম, তুমি তা নিলে না। (হুগোর পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলবারটা বার করে।) এটা শুধু একটা খেলনা। (ডেস্কের কাছে গিয়ে রিভলবারটা ছুঁড়ে তার ওপরে ফেলে দেয়।)

হুগো। আমি তোমাকে ঘেন্না করি! (হোয়েডেরার তার কাছে ফিরে আসে।)

হোয়েডেরার। না, তুমি তা কর না। কেন তুমি আমাকে ঘেন্না করতে যাবে?

হুগো। তুমি ভাবছ আমি কি ভীতু।

হোয়েডেরার। কেন? তুমি খুন করতে জান না, কিন্তু তার মানে নয় যে তুমি মরতে জান না। বরং তার উল্টো।

হুগো। আমার আঙ্গুলটা ঠিক বন্দুকের ঘোড়ার পরে ছিল।

হোয়েডেরার। হ্যাঁ।

হুগো। অথচ আমি…(নিরুপায় ভঙ্গী করে)

হোয়েডেরার। হ্যাঁ। এই কথাই তোমাকে বলছিলাম—তুমি যা ভেবেছিলে এ তার চাইতে অনেক শক্ত।

হুগো। আমি জানতাম তুমি ইচ্ছে করে পেছন ফিরেচ। আর তারই জন্যে……

হোয়েডেরার। সে যাই হোক ·

হুগো। আমি বেইমান নই।

হোয়েডেরার। বেইমানীর কথা কে বলেছে? সেও ত' একটা পেশার প্রশ্ন।

হুগো। ওদের কথামত কাজ কারনি বলে ওরা ভাববে আমি বেইমান।

হোয়েডেরার। ওরা কারা? (হুগো নীরব) তোমাকে কি লুই পাঠিয়েছিল? (হুগো নীরব।) তুমি বলবে না। ঠিক কথা। (থেমে) শোন, তোমার ভাগ্য আমার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। গতকাল হতে তুরুপের সব তাস আমার হাতে। আমি তোমার আমার দুজনের মাথা বাঁচাব। আগামীকাল আমি শহরে যাব, লুইএর সঙ্গে কথা বলব। সে কঠিন চীজ বটে, কিন্তু আমিও তাই। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুমি মানিয়ে নিতে পারবে। আসলে শক্ত কাজ হবে, তোমার নিজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া।

হুগো। শক্ত? বেশী সময় নেবে না। শুধু আমার রিভলবারটা আমাকে ফিরিয়ে দিলেই হবে।

হোয়েডেরার। না।

হুগো। আমি যদি আমার নিজের মাথাটা উড়িয়ে দিই তাতে তোমার কি আসে যায়। আমি ত' তোমার শত্রু।

হোয়েডেরার। প্রথমত, তুমি আমার শত্রু নও। তাছাড়া তোমাকে দিয়ে এখনো কাজ হতে পারে।

হুগো। তুমি ভাল করেই জান আমি ফুরিয়ে গেছি।

হোয়েডেরার। কি যে আজেবাজে বকো! তুমি নিজের কাছে প্রমাণ করতে গিয়েছিলে যে তুমি প্রত্যক্ষ কাজের মানুষ হতে পার আর তার জন্যে সবথেকে কঠিন পথ বেছে নিয়েছিলে। লোকে স্বর্গে যাবার ইচ্ছে হলে এমনিতরই করে। এটা তোমার বয়সের ধর্ম। তুমি তা পারনি, বেশত, তাতে হয়েছে কি? আসলে প্রমাণ করার কিছুই নেই। বিপ্লব ত' গুণের ব্যাপার নয়, পটুতার ব্যাপার—আর স্বর্গ কোথাও নেই। শুধু কাজ করে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নেই; এই-ই সব। আর যে মানুষ যা করতে পারে তার তাই করা উচিত—কাজটা যদি সহজ হয় আরো ভালো কথা। যা সবচেয়ে কঠিন তাই-ই সবচেয়ে ভালো কাজ নয়। সবচেয়ে ভালো তাই যা ভালো করে করা যায়।

হুগো। আমার কোন কিছু করারই ক্ষমতা নেই।

হোয়েডেরার। তোমার লেখার ক্ষমতা আছে।

হুগো। লেখা! কথা! সবসময় খালি কথা!

হোয়েডেরার। বেশত, নয় কেন? তোমাকে জিততে হবে। অপটু খুনীর চাইতে না হয় ভালো লিখিয়েই হলে।

হুগো। (ইতস্তত করে। কিন্তু খানিকটা বিশ্বাসের সঙ্গে) হোয়েডেরার, তোমার যখন আমার মত বয়েস···

হোয়েডেরার। বল।

হুগো। তখন তুমি হলে আমার অবস্থায় কি করতে?

হোয়েডেরার। আমি? আমি গুলি করতাম। কিন্তু তার মানে নয় আমার পক্ষে সেইটেই সবচাইতে ভাল কাজ হত। তাছাড়া আমরা ঠিক এক ধরণের মানুষ নই।

হুগো। আমার যে কি সাধ তোমার মত মানুষ হই! কি আশ্চর্য তুমি!

হোয়েডেরার। তাই ভাব, না? (ছোট্ট করে হেসে) একদিন তোমাকে আমার কথা বলব।

হুগো। একদিন? (থেমে) হোয়েডেরার, আমার সুযোগ আমি হারিয়েছি। এখন আমি জানি আমি তোমাকে কখনো গুলি করতে পারতাম না। আমি তোমার পরে আমার টান আছে। কিন্তু ভুল বুঝো না—কাল রাতে আমরা যা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমাব কখনো একমত হবে না। আমি কখনো তোমার হয়ে কাজ করব না। আর তুমি আমাকে বাঁচাবে এ আমি চাইনে। কাল নয়, কোনদিনই নয়।

হোয়েডেরার। যা তোমার ইচ্ছে।

হুগো। এখন আমাকে যাবার অনুমতি দাও। সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে ভেবে দেখতে হবে।

হোয়েডেরার। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত নির্বোধের মত কোন কাজ করবে না কথা দিচ্ছ?

হুগো। যদি তুমি বল।

হোয়েডেরার। আচ্ছা, যেতে পার। খানিকটা হেঁটে এস, যত শিগ্‌গির পার ফিরো। ভুলে যেওনা তুমি এখনো আমার সেক্রেটারী। আমাকে যতক্ষণ না সাবাড় করছ, কি আমি

তোমাকে না বরখাস্ত করছি, তুমি ততক্ষণ আমার কর্মচারী।

(হুগো বেরিয়ে যায়।)

হোয়েডেরার। (দরজার কাছে যেয়ে) শ্লিক !

শ্লিক। অ্যাঁ ?

হোয়েডেরার। ছেলেটার মেজাজ একটু বেসামাল হয়েছে। ওর পরে নজর রেখো। যদি আত্মহত্যাটত্যা করতে যায় আটকে দিও, তবে সেটা আস্তে করে। আর যদি এখানে আসতে চায় তবে আমাকে খবর দেবার নাম করে পথ আটকিয়ো না। ওর যেমন ইচ্ছে আসতে যেতে দিও। ওকে ঘাবড়ে দিও না।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে টেবিলে গ্যাসচুল্লীর কাছে ফিরে এক কাপ কফি ঢেলে নেয়। যেসিকা জানলায় ঝোলান পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢোকে।

বিচ্ছু মেয়ে, তুমি ফের এসেছ ? কি চাই ?

যেসিকা। আমি জানলার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি।

হোয়েডেরার। সুতরাং ?

যেসিকা। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

হোয়েডেরার। চলে গেলেই ত' পারতে।

যেসিকা। তোমাকে এভাবে ফেলে যেতে পারলাম না।

হোয়েডেরার। তুমি ত' কোন সাহায্য করতে পারতে না।

যেসিকা। তা জানি। (থেমে) আর কিছু না পারি হয়ত তোমার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমাকে তাগ করে মারা গুলিটাকে মাঝপথে রুখতে পারতাম।

হোয়েডেরার। তুমি ভারী রোমান্টিক, তাই না ?

যেসিকা। তুমিও ত' তাই।

হোয়েডেরার। কি ?

যেসিকা। তুমিও রোমান্টিক। ওকে নিজের কাছে খাটো না করার জন্যে তুমি নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিলে।

হোয়েডেরার। মাঝে মাঝে এমন ঝুঁকি নিতে হয়, নইলে সে প্রাণের সত্যি দাম জানব কি করে?

যেসিকা। তুমি ওকে সাহায্য করতে চাইলে আর ও সেটা প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তুমি রাগ করনি। মনে হল তুমি ওকে স্নেহ কর।

হোয়েডেরার। অতএব?

যেসিকা। কিছু না। ঐ পর্যন্ত। (পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে)

হোয়েডেরার। বেরিয়ে যাও! (যেসিকা নড়ে না) যেসিকা, আমাকে কেউ কিছু দিতে এলে তা প্রত্যাখ্যান করা আমার অভ্যাস নয়। আর আজ ছ'মাস হল কোনো মেয়েলোক আমি ছুঁইনি। তোমার এখনো চলে যাবার সময় আছে। কিন্তু আর পাঁচমিনিট পরে বড্ড দেরী হয়ে যাবে। শুনতে পাচ্ছ? (যেসিকা নড়ে না) ও বেচারীর জগতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, আর এখন ও ভয়ানক সব সঙ্কটের মুখোমুখী হতে চলেছে। ওকে সাহস যোগাবার জন্যে কাউকে ওর একান্ত দরকার।

যেসিকা। সে সাহস তুমি ওকে দিতে পার, আমি পারি না। আমরা শুধু পরস্পরকে আঘাত দিতে পারি।

হোয়েডেরার। তোমরা পরস্পরকে ভালোবাস।

যেসিকা। তাও সত্যি নয়। আমরা দুজনে বড্ড বেশী একরকমের। (চুপচাপ)

হোয়েডেরার। এটা কখন ঘটল?

যেসিকা। কি?

হো'য়েডেরার। এইসব। তোমার মাথার মধ্যে এইসব।

যেসিকা। আমি জানি না। বোধহয় কাল, তুমি যখন আমার দিকে চাইলে আর আমার মনে হল কী নিঃসঙ্গ তুমি।

হোয়েডেরার। যদি জানতাম···

যেসিকা। তাহলে তুমি অ' াতে না?

হোয়েডেরার। আমি···(তার দিকে চায়, কাঁধ ঝাঁকি দেয়। একটু থেমে) কি আশ্চর্য। তোমার যদি একজন মরমসথার এত দরকার পড়ে থাকে লেঅঁ কিম্বা শ্লিকই ত' রয়েছে। আমাকে বাছলে কেন?

যেসিকা। আমার কোন মরমসথার দরকার পড়ে ন, আমি কাউকে বাছিওনি। বাছবার আমার দরকার পড়েনি।

হোয়েডেরার। তুমি আমাকে তিতবিরক্ত করে তুলেছ। (থেমে) দাঁড়িয়ে আছ কি জন্যে? তোমার সঙ্গে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। তুমি নিশ্চয়ই চাওনা যে আজ তোমাকে গদীতে পেড়ে ফেলে দুদিন বাদে তোমাকে খারিজ করি।

যেসিকা। মন ঠিক করে ফেল।

হোয়েডেরার। তুমি নিশ্চয় জান···

যেসিকা। আমি কিছু জান না। আমি না নারী, না শিশু, চিরদিন স্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছি। কেউ আমাকে চুমো খেলে আমার হেসে উঠতে ইচ্ছে করত। এখন আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে, আর আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন এইমাত্র জেগে উঠলাম, আর এখন বুঝি প্রভাত। তুমি বাস্তব—রক্ত মাংসের একটা বাস্তব মানুষ। আমার তোমাকে সত্যি ভয় করছে; আমি বুঝতে পারছি তোমাকে আমি সত্যিকারের একান্ত করে ভালবাসব।

আমাকে নিয়ে তোমার যা খুশী কর—যাই ঘটুক আমি কখনো তোমাকে দোষ দেব না।

হেয়েডেরার। চুমো খেলে তোমার হেসে উঠতে ইচ্ছে করে? (যেসিকা বিব্রতভাবে মাথা নীচু করে।) কি?

যেসিকা। হ্যাঁ।

হোয়েডেরার। তার মানে তুমি অসাড়, হিম?

যেসিকা। ওরা ত' তাই বলে।

হোয়েডেরার। আর তুমি, তোমার কি মনে হয়?

যেসিকা। আমি জানিনে।

হোয়েডেরার। তাহলে দেখা যাক্। (তাকে চুমো খায়) এখন?

যেসিকা। মোটেই হাসতে ইচ্ছে করছে না।

দরজাটা খুলে যায়। হুগো ঢোকে।

হুগো। তাহলে এই ব্যাপার!

হোয়েডেরার। হুগো···

হুগো। থাক্ থাক্। (থেমে) তাই তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলে। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম: ও কেন ওর লোকদের দিয়ে আমাকে খতম করাল না কিম্বা ঘাড় ধরে বার করে দিল না? আমি মনে মনে বললাম: ও কিছু আর এতটা পাগল কি এতটা দরাজ হতে পারে না। কিন্তু এখন সব স্পষ্ট হয়ে গেছে। এসবও আমার বউএর খাতিরে। তাই ভালো।

যেসিকা। শোন···

হুগো। যেতে দাও, যেসিকা, ঢুকতে দাও। আমার তোমার পরে রাগ হয়নি, আমার মনে হিংসেও হয়নি। আমরা ত' পরস্পরকে ভালবাসি না। কিন্তু ও, ও ওর ফাঁদে আমাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল।

"আমি তোমাকে সাহায্য করব, আমি তোমাকে মানুষ হতে সাহায্য করব।" কি বোকাই না ছিলাম! আমাকে নিয়ে ও তামাসা করছিল।

হোয়েডেরার। হুগো, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আমি···

হুগো। থাক, কারণ দেখবার কোনো দরকার নেই। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ; এই একবার অন্তত তোমাকে বেসামাল অবস্থায় দেখবার সুযোগ তুমি আমাকে দিয়েছ। আর তারপর···তারপর···(লাফ দিয়ে ডেস্কের ওপর হতে রিভলবারটা তুলে নিয়ে হোয়েডেরারকে নিশানা করে) আর তারপর তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছ!

যেসিকা। (চেঁচিয়ে ওঠে) হুগো···

হুগো। চেয়ে দেখ, হোয়েডেরার, আমি তোমার চোখে চোখ রেখেছি, আমি তোমাকে তাগ করছি, আমার হাত কাঁপছে না, আর তোমার মাথার মধ্যে কি হচ্ছে তা নিয়ে আমার এক কানাকড়িরও মাথাব্যথা নেই।

হোয়েডেরার। থামো, লক্ষ্মীভাই থামো, বোকার মত কাজ কোর না। একটা মেয়েলোকের জন্যে এমন বোকামী কোর না!

হুগো তিনবার গুলি করে। যেসিকা আর্ত চীৎকার করতে থাকে। জর্জ আর শ্লিক ঘরে ঢোকে।

বুদ্ধু, সব পণ্ড করে দিলে।

শ্লিক। হারামজাদা! (রিভলবার বার করে)

হোয়েডেরার। তোমরা কেউ ওকে মেরো না। (একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে পড়ে যায়) ও ঈর্ষার বশে গুলি করেছে।

হ্লিক। কি বলছ?

হোয়েডেরার। মেয়েটার সঙ্গে শুয়েছিলাম। (থেমে) ফালতু মুছে গেলাম। (মারা যায়।)

—যবনিকা—

উপসংহার

ওলগার ঘর।

অন্ধকারে ওদের গলা শোনা যায়। তারপর আস্তে আস্তে আলো হয়ে উঠবে।

ওলগা। এটা তাহলে সত্যি? সত্যি তুমি যেসিকার জন্যে ওকে খুন করেছিলে?

হুগো। আমি···আমি দরজাটা খুলেছিলাম বলেই ওকে খুন করতে হল। এইটুকুই শুধু জানি। যদি দরজাটা না খুলতাম··· ও দাঁড়িয়েছিল—ওর দু' বাহুর মধ্যে যেসিকা—ওর থুতনীতে যেসিকার ঠোঁটের রং লেগে। কি খেলো ব্যাপার! অথচ কত দীর্ঘদিন ধরেই না আমি ট্রাজেডির মধ্যে কাটিয়েছি। সেই ট্রাজেডিকে বাঁচাবার জন্যেই আমাকে গুলি ছুঁড়তে হল।

ওলগা। তাহ'লে তোমার ঈর্ষা হয়নি?

হুগো। ঈর্ষা? হয়ত হয়েছিল। কিন্তু সে যেসিকার জন্যে নয়।

ওলগা। আমার দিকে চাও আর সত্যি করে জবাব দাও। আমি যা জানতে চাইছি তার গুরুত্ব ভয়ানক। তুমি যা করেছ তার জন্যে তুমি কি গর্ব বোধ কর? কাজটা কি এখনো তোমার উচিত মনে হয়? আবার যদি ও কাজ তোমাকে করতে হয় তুমি কি তা করবে?

হুগো। ওটাই কি আমি করেছি? খুন ত' আমি করিনি, ভাগ্য করেছিল। আমি যদি দু' মিনিট আগে কি পরে দরজাটা খুলতাম তাহলে ওদের জড়াজড়ি অবস্থায় দেখতে

পেতাম না আর তাহলে গুলিও করতাম না। (থেমে) আমি ওকে বলতে এসেছিলাম যে ওর সাহায্য নিতে আমি রাজী।

ওলগা। বুঝেছি।

হুগো। ভাগ্য তিনবার গুলি ছুঁড়ল সস্তা গোয়েন্দা কহিনীতে যেমন হয়। ভাগ্য যখন মাথা গলায় তখন তুমি অনেক "যদি"র কথাই ভাবতে পারঃ "যদি আমি চেস্টনাট গাছগুলোর নীচে আর একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম; যদি আমি হেঁটে বাগানের শেষ পর্যন্ত যেতাম, যদি আমি আমার ঘরে ফিরে যেতাম…।" কিন্তু আমি, এ সবের মধ্যে আমি নিজে কোনখানটায় আসছি? এ একট খুনী নেই খুন। (থেমে) জেলের মধ্যে অনেক সময় নিজেকে জিজ্ঞেস করতাম, যদি এখানে ওলগা থাকত সে কি বলত? আমি কি ভাবলে সে ঠিক মনে করত?

ওলগা। (নীরসভাবে) তারপর?

হুগো। আমি ভাল করেই জানি, তুমি কি বলতে। তুমি বলতে, "হুগো একটু বিনয়ী হও। তোমার যুক্তি, তোমার উদ্দেশ্য, এসবের আমরা কানাকড়ি দাম দিই না। আমরা তোমাকে বলেছি এই লোকটাকে খুন করতে, তুমি তাকে খুন করেছ। কাজের ফলটাই শুধু বিবেচ্য।" আমি…আমি বিনয়ী নই ওলগা। আমি কখনো খুনটাকে তার পেছনকার নানা উদ্দেশ্য হতে আলাদা করতে পারিনি।

ওলগা। তাই ভালো।

হুগো। কি বললে? তাই ভালো? তুমি একথা বলছ, ওলগা? যে তুমি কিনা চিরদিন আমাকে বলে এসেছ…

ওলগা। বুঝিয়ে বলছি। ক'টা বাজে ?

হুগো। (হাতঘড়ির দিকে চেয়ে) বারটা বাজতে কুড়ি।

ওলগা। ভালো। এখনো সময় আছে। তুমি কি বলছিলে ? তোমার কাজের অর্থ বুঝতে পারনি ?

হুগো। আমার বরং মনে হচ্ছে আমি একটু বেশীই বুঝেছি। এ যেন এমন বাক্স যে কোন চাবীতেই যা খোলা যায়। ইচ্ছে করলে একথাও বলতে পারি যে, রাজনীতিক উত্তেজনাতেই আমি ওকে খুন করেছি। আর দরজা খোলামাত্র আমার মনে যে প্রচণ্ড রাগ এসেছিল সেটা শুধু ঐ উত্তেজনাকে কার্যকরী করার পথে শেষ ছোট্ট একটা ধাক্কা মাত্র।

ওলগা। (উদ্বিগ্ন ভাবে তার দিকে চেয়ে) হুগো, তুমি কি বিশ্বাস কর, তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর—তুমি উচিত কারণের জন্যেই ওকে খুন করেছিলে ?

হুগো। ওলগা, আমি সব কিছু বিশ্বাস করতে পারি। এমন কি, আমি অনেক সময় নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি সত্যিই ওকে খুন করেছিলাম।

ওলগা। প্রশ্ন কর সত্যিই ওকে খুন করেছিলে কিনা ?

হুগো। মানে সবটাই যদি আসলে একটা প্রহসন হয় ?

ওলগা। তুমি ত' সত্যিই বন্দুকের ঘোড়াটা টিপেছিলে।

হুগো। হ্যাঁ, আঙুল আমি সত্যিই নেড়েছিলাম। মঞ্চের ওপরে অভিনেতারাও ত আঙুল নাড়ে। দেখ, লক্ষ্য কর। এই ত' আমি তর্জনী রেখেছি, এই তোমার দিকে তাগ করছি। (তর্জনী গুটিয়ে ডান হাত দিয়ে ওকে তাগ করে।) অবিকল সেই তখনকার ভঙ্গী। হয়ত আমি সত্যি নই, হয়ত সত্যি ছিল বন্দুকের গুলিটা। হাসছ কেন ?

ওলগা। তুমি ব্যাপারটা আমার পক্ষে অনেক সহজ করে দিচ্ছ, তাই।

হুগো। আমি ভেবেছিলাম আমি বুঝি বড্ড ছেলেমানুষ, তাই পাথরের মত কোন একটা পাপকে গলায় ঝোলাতে চেয়েছিলাম। ভয় হয়েছিল ওটা বুঝি বড্ড ভারী হয়ে উঠবে। কি বোকাই না ছিলাম আমি। কি হাল্কা, কি ভয়ানক হাল্কা। এর কোন ভারই নেই। আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমার বয়েস বেড়েছে, দু' বছর জেলে কাটালাম, যেসিকা থেকে আলাদা হয়ে গেছি, এখন কমরেডরা আমাকে মুক্তি দেবে বলে মনস্থির না করা পর্যন্ত আমাকে এই বেয়াড়া বিমূঢ় জীবন টেনে চলতে হবে। এসবই আমার পাপের ফল, তাই না? অথচ এর কোন ভার নেই, এর ভার আমি টের পর্যন্ত পাচ্ছি না। গলায় নয়, কাঁধে নয়, এমন কি, বুকের মধ্যে পর্যন্ত নয়। বুঝছ না, এটা এখন আমার নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাইরে থেকে এ আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে অথচ আমি একে না পারি ছুঁতে, না পাই দেখতে—এ আমার নিজের নয়। এ যেন একটা মারাত্মক ব্যাধি—কোন কষ্ট না দিয়ে ক্রমে মেরে ফেল। কোথায় সে? সে কি আছে? আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। দরজাটা খুলল···ওলগা, হোয়েডেরারকে আমি ভালবেসেছিলাম। অমন করে জগতে আর কাউকে আমি ভালবাসিনি। তার কাজকর্ম চেয়ে চেয়ে দেখতে, তার কথা শুনতে আমার ভাল লাগত। তার হাত দুটো, তার মুখ সব আমার ভাল লাগত—যখন তার সঙ্গে থাকতাম আমার ভেতরকার সব ঝড় শান্ত হয়ে আসত। আমাকে যা মেরে ফেলছে সে আমার

পাপ নয়, সে তার মৃত্যু। (থেমে ব্যস, এই সব। কিছু ঘটেনি। কিছু না। আমি দশদিন শহরতলীতে কাটিয়েছি, দু'বছর জেলে। আমি বদলাইনি, এখনো বড্ড বেশী বকি। খুনীদের একটা বিশেষ চিহ্ন থাকার কথা। বাটনহোলে একটা পপিফুল। (থেমে) ভাল। তাহ'লে, কি সিদ্ধান্ত?

ওলগা। তুমি পার্টিতে ফিরে যোগ দিতে পার।

হুগো। ভাল।

ওলগা। রাত বারোটায় লুই আর শার্ল তোমাকে খুন করতে আসবে। আমি তাদের ভেতরে আসতে দেব না। তাদের বলব তোমাকে আবার কাজে লাগানো চলবে।

হুগো। (হেসে ওঠে) আবার কাজে লাগানো চলবে। কথাটা ভারী মজার ত'। বাড়ীর আবর্জনা সম্বন্ধেও তোমরা ঐ কথাটা বল—তাই না?

ওলগা। তুমি রাজী?

হুগো। নয় কেন?

ওলগা। কাল তুমি নতুন দায়িত্ব পাবে।

হুগো। ভাল।

ওলগা। ওফ্। চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে।)

হুগো। কি হ'ল?

ওলগা। বাঁচলাম। (থেমে) তিন ঘণ্টা ধরে তুমি বক্‌বক্ করছ আর সমস্তক্ষণ আমি ভয়ে সিঁটিয়েছিলাম।

হুগো। ভয় কেন?

ওলগা। শেষ পর্যন্ত ওদের কি বলতে হবে, তাই ভেবে। যাক্, সব ভালয় ভালয় ঠিক হয়ে গেছে। তুমি আমাদের মধ্যে আবার ফিরে আসবে, মরদের মত কাজ করবে।

হুগো। আগের দিনের মত তুমি আমাকে সাহায্য করবে ?

ওলগা। হ্যাঁ হুগো, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

হুগো। তোমাকে আমার ভারী ভাল লাগে, ওলগা। তুমি ঠিক আগের মতই আছ। তেমনি খাঁটি, তেমনি সাদাসিধে। তুমিই আমাকে শিখিয়েছ খাঁটি হওয়া কাকে বলে।

ওলগা। আমাকে কি আগের চাইতে বুড়ী দেখাচ্ছে ?

হুগো। না। (তার হাত ধরে।)

ওলগা। আমি রোজ তোমার কথা ভেবেছি।

হুগো। ওলগা, বল।

ওলগা। কি ?

হুগো। সেই প্যাকেটটা—তুমি পাঠাওনি, তাই না ?

ওলগা। কোন্ প্যাকেট ?

হুগো। চকোলেটের।

ওলগা। না, আমি পাঠাইনি। কিন্তু ওরা যে পাঠাচ্ছে তা আমি জানতাম।

হুগো। তুমি তবু দিলে পাঠাতে ?

ওলগা। হ্যাঁ।

হুগো। কিন্তু তুমি সত্যি কি ভেবেছিলে ?

ওলগা। (নিজের চুল দেখিয়ে) দেখ।

হুগো। কি ? সাদা চুল ?

ওলগা। এক রাতে সাদা হয়ে গেছে। তুমি আর আমাকে ছেড়ে যেও না। যদি কঠিন কাজের ভার পড়ে, দু'জনে তা এক সঙ্গে তামিল করব।

হুগো। (মৃদু হেসে) রাসকোলনিকফ্‌কে মনে পড়ে ?

ওলগা। (চমকে ওঠে) রাসকোলনিকফ ?

হুগো। তুমি আমার জন্যে যে ছদ্মনাম বেছেছিলে। না, ওলগা, তুমি ভুলে গেছলে।

ওলগা। না, মনে আছে।

হুগো। আমি আবার সেই নাম নেব।

ওলগা। না।

হুগো। কেন? আমার ও নামটা খুব পছন্দ হয়েছিল। তুমি বলেছিলে, ওটা আমাকে একদম নিখুঁত মানায়।

ওলগা। ও নামে তুমি বড্ড বেশী চেনা।

হুগো। চেনা? কার কাছে চেনা?

ওলগা। (হঠাৎ ক্লান্তভাবে) ক'টা বাজে?

হুগো। পাঁচ মিনিট বাকী।

ওলগা। হুগো শোন। আমাকে কথার মাঝখানে থামিও না। তোমাকে আমার এখনো কিছু বলা বাকী। তেমন কিছু না—এতে বেশী গুরুত্ব দিও না। তোমার···তোমার প্রথমে একটু অবাক্ লাগবে। তারপর আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবে।

হুগো। বল।

ওলগা। তুমি· তুমি আমাকে তোমার তোমার ব্যাপারটা সব বলে খুব ভালো করেছ। তুমি যদি এতে গর্ব বোধ করতে কিম্বা শুধু আত্মতৃপ্তি পেতে তাহ'লে আরও কঠিন হয়ে উঠত।

হুগো। কঠিন? কি কঠিন হত?

ওলগা। ভুলে যাওয়া।

হুগো। ভুলে যাওয়া? কিন্তু ওলগা···

ওলগা। হুগো, তোমায় ভুলতেই হবে। আমি ত' তোমার কাছে বেশীকিছু চাইছি না—তুমি ত' নিজেই বললে, তুমি কি করেছ, কেন করেছ তা পর্যন্ত তুমি জান না। তুমি যে হোয়েডেরারকে

খুন করেছ এতেও তোমার সন্দেহ আছে। তুমি ঠিক পথই নিয়েছ, তোমাকে শুধু আর একটু এগিয়ে যেতে হবে। তাহলেই হবে। ব্যাপারটা ভুলে যাও—ওটা একটা দুঃস্বপ্ন। ও কথা আর কখনো উল্লেখ কোর না, আমার কাছেও না। হোয়েডেরারকে যে লোকটা খুন করেছিল সে মারা গেছে। তার নাম ছিল রাসকোলনিকফ্। তাকে বিষাক্ত লিক্যর চকোলেট খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। (হুগোর চুলে বিলি কাটে) আমি তোমার জন্যে অন্য নাম খুঁজে দেব।

হুগো। কি হয়েছে ওলগা? কি করেছ তোমরা?

ওলগা। পার্টি তার কর্মপন্থা বদলেছে। (হুগো তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে।) আমার দিকে অমন কোরে চেয়ো না। বুঝতে চেষ্টা কর। তোমাকে যখন আমরা হোয়েডেরারের কাছে পাঠাই তখন রুশের সঙ্গে আমাদের সংবাদ চলাচলে কিছুদিন ছেদ পড়েছিল। নির্দেশের অভাবে আমাদের একলাই নিজেদের কর্মপন্থা বাছতে হয়েছিল। আমার দিকে অমন করে চেয়ো না, হুগো, আমার দিকে অমন করে চেয়ো না!

হুগো। তারপর?

ওলগা। তারপর আমাদের মধ্যে যোগসূত্র আবার ফিরে আসে। গত শীতকালে রুশিয়া আমাদের জানায় যে তাদের ইচ্ছে বিশুদ্ধ সামরিক কারণে আমরা রিজেন্টের সঙ্গে রফা করি।

হুগো। আর তোমরা...তোমরা তা মেনে নিলে?

ওলগা। হ্যাঁ। আমরা সরকার আর পেন্টাগণের সঙ্গে মিলে ছ'জন সদস্যের একটা গুপ্ত কমিটি তৈরী করেছি।

হুগো। ছ'জন সদস্য। আর তা'তে তোমাদের তিনটে আসন?

ওলগা। হ্যাঁ। তুমি কি করে জানলে?

হুগো। মনে হল। বলে যাও।

ওলগা। তারপর থেকে আমাদের ফৌজরা বলতে গেলে কোন লড়াইতেই আর অংশ নেয়নি। এতে আমরা বোধ হয় লাখখানেক লোককে মৃত্যুর হাত হতে বাঁচিয়েছি। অবশ্যি জার্মানরা তক্ষুণি দেশ আক্রমণ করে।

হুগো। ঠিক। আর সোভিয়েট সরকার বোধহয় এও তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে একা সর্বহারা দলের হাতে তারা সব ক্ষমতা দিতে রাজী নয়, যে তাতে মিত্রশক্তিদের সঙ্গে মন কষাকষি হতে পারে—আর তাছাড়া সেক্ষেত্রে দেশের মধ্যে বিদ্রোহ হলে তোমরা সহজেই তার ধাক্কায় লোপ পেয়ে যাবে?

ওলগা। কিন্তু·····

হুগো। আমার মনে হচ্ছে যেন এ সব কথাই আমি এর আগে শুনেছি। তাহলে হোয়েডেরার···?

ওলগা। ও যখন চেষ্টা করেছিল তখনো ঠিক উপযোগী সময় হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া এ কর্মপন্থা চালু করার পক্ষে ও উপযুক্ত লোক ছিল না।

হুগো। তাই ওকে খুন করা দরকার ছিল—এত খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমরা তাহলে বোধহয় ওর স্মৃতিকে এখন আবার ভদ্রস্থ করে নিয়েছ?

ওলগা। করতে হয়েছে।

হুগো। যুদ্ধের শেষে ওর স্মৃতিতে মূর্তি গড়া হবে, আমাদের নগরে নগরে ওর নামে পথ হবে, ইতিহাসের পাতায় ওর নাম লেখা থাকবে। ওর কথা ভেবে আনন্দ পাচ্ছি। আর ওকে যে খুন করল সে কে? জার্মানীর ভাড়াটে কোন গুপ্তচর?

ওলগা। হুগো…

হুগো। আমার কথার জবাব দাও।

ওলগা। আমাদের কর্মীরা জানে তুমি আমাদেরই একজন ছিলে। তারা এই প্রণয়ঘটিত হত্যার কাহিনী কোনদিন বিশ্বাস করেনি। সুতরাং তাদের ব্যাপারটা বোঝাতে হয়েছে যতটা বিশ্বাসযোগ্য করে পারা যায়।

হুগো। তাদের ভাঁওতা দিয়েছ।

ওলগা। ভাঁওতা, তা নয়। কিন্তু আমরা…আমরা এখন লড়াই করছি, হুগো। সৈন্যদের ত' সব সময় পুরোপুরি সত্যি বলা চলে না। (হুগো হাসিতে ফেটে পড়ে) কি ব্যাপার ? হুগো ! হুগো !

হুগো একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে পড়ে। হাসতে হাসতে তার চোখ জলে ভরে আসে।

হুগো। ও ত' ঠিক এই কথাই বলেছিল ! ও ত' ঠিক এই কথাই বলেছিল ! কি প্রহসন।

ওলগা। হুগো !

হুগো। দাঁড়াও, ওলগা, আমাকে হাসতে দাও। দশ বছরের মধ্যে আমি প্রাণ খুলে একবারও হাসতে পাইনি। এ ত' বড় বেয়াড়া খুন, কেউ এর দায়িত্ব নিতে চায় না। আমি এ খুন কেন করলাম তা জানি না—আর তোমরা এ খুন নিয়ে কি করবে তা জানো না। (তার দিকে চেয়ে) তোমরা সব একরকমের।

ওলগা। হুগো, দোহাই তোমার…

হুগো। সব একরকম। হোয়েডেরার, লুই, তুমি—তোমরা সব একজাতের। তোমরা হলে ঠিককরিয়ের জাত—যারা নির্মম,

যারা বিজয়ী, যারা নেতা। শুধু আমিই একা ভুল দরজা খুলে ফেলেছি।

ওলগা। হুগো, তুমি ত' হোয়েডেররকে ভালবাসতে।

হুগো। আমার বিশ্বাস এই মুহূর্তে তাকে যত ভালবাসছি এমন আর কখনো তাকে ভালবাসিনি।

ওলগা। তাহলে তার আরব্ধ কাজ আমরা যাতে সমাধা করতে পারি তাতে তুমি নিশ্চয় সাহায্য করবে? (হুগো তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকায়। ওলগা পিছিয়ে আসে।) হুগো।

হুগো। (শান্ত গলায়) ভয় পেও না, ওলগা, আমি তোমাকে মারব না। কিন্তু দোহাই কথা বোল না। আমাকে একটু সময় দাও, আমার ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নিতে অল্প একটু সময় দাও। ভালো। আমাকে তাহলে আবার কাজে লাগানো চলবে। চমৎকার। কিন্তু একেবারে একা, নিরাবরণ, অতীতের যত দায় ঝঞ্ঝাট সব হতে মুক্ত। শুধু আমি আমার চামড়াখানা বদলে ফেললেই হল—আর যদি তার সঙ্গে আমার স্মৃতিটাও মুছে পরিষ্কার করে নিতে পারি তবে ত' আরও ভালো। কিন্তু এই খুনটা—ওটাকে আর কোন কাজে লাগানো চলবে না—তাই না? ওটা একটা ভুল, ওর কোন দাম নেই। ওটা যে আস্তাকুড়ে পড়ে আছে সেখানেই পড়ে থাকুক। আর আমি, আমার নাম কালকেই পাল্টে দেব। আমার এবার নাম হবে যুলিয়াঁ সোরেল, কি রাস্তিয়াঁ, কি মুস্ক্যা— আর আমি বেশ পেন্টাগণের লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করব।

ওলগা। আমি…

হুগো। চুপ, ওলগা, দোহাই তোমার, একটিও কথা বোল না। (একটু ভেবে নিয়ে) আমার জবাব—না।

ওলগা। কি?

হুগো। না, তোমাদের সঙ্গে আমি কাজ করব না।

ওলগা। হুগো, তুমি বুঝতে পারছ না। ওরা সঙ্গে রিভলবার নিয়ে এখানে আসছে···

হুগো। আমি জানি। ওদের আসতে বরং একটু দেরী হচ্ছে।

ওলগা। নিজেকে এভাবে কুকুরের মত গুলি করে মারতে দিতে তুমি কিছুতেই পার না। মিছিমিছি মরতে তুমি কিছুতেই চাইতে পার না। হুগো, তোমাকে আমরা বিশ্বাস করব। তুমি দেখবে, তুমি সত্যিই আমাদের সহকর্মী হয়েছ। তুমি প্রমাণ দিয়েছ···

একটা গাড়ীর এঞ্জিনের আওয়াজ হয়।

হুগো। ওরা এসে গেছে।

ওলগা। হুগো, এ যে মহাপাপ হবে। পার্টি

হুগো। আর বড় বড় কথা নয় ওলগা। এ কাহিনীতে বড্ড বেশী বড় বড় কথার আমদানী হয়েছিল—অনেক ক্ষতি করেছে তারা। (গাড়িটা চলে যায়) ওটা ওদের গাড়ি নয়। আমার কথাটা বুঝিয়ে বলার কিছু সময় আছে। শোন: আমি কেন হোয়েডেরারকে খুন করেছিলাম জানি না, কিন্তু কেন তাকে খুন করা আমার উচিত ছিল তা জানি। সে অন্যায় নীতি অনুসরণ করেছিল, সে নিজের সহকর্মীদের ভাঁওতা দিয়েছিল, সে যে ঝুঁকি নিয়েছিল তাতে পার্টিতে পচ ধরার আশঙ্কা ছিল। যদি অফিসে ওর সঙ্গে একা থাকার

সময় ওকে গুলি করার মত আমার সাহস থাকত, তবে এগুলোই হত সে খুনের কারণ আর সেক্ষেত্রে আমি নিজের কথা ভেবে একটুও লজ্জা পেতাম না। আমার নিজেকে নিয়ে লজ্জা এই কারণে যে আমি তাকে···পরে খুন করেছি। আর এখন তুমি আমাকে বলছ তাকে সম্পূর্ণ অকারণে মেরেছি ভেবে নিয়ে আরওবেশী করে নিজের জন্যে লজ্জা পেতে। ওলগা, হোয়েডেরারের রাজনীতি সম্বন্ধে তখনো যা ভাবতাম, এখনও তাই ভাবি। আমি যখন জেলে ছিলাম তখন তুমিও বোধ হয় তাই ভাবতে—আর তা জেনে আমি মনে জোর পেতাম। আজ আমি জানি, আমার এ ধারণায় আমি এখন একা—কিন্তু তার জন্যে আমার সে ধারণা বদলাবে না।

গাড়ীর এঞ্জিনের শব্দ।

ওলগা। এবারে ওরাই এসেছে। শোন, এ আমি পারব না··· এই রিভলবারটা তুমি নাও, আমার শোয়ার ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও, তারপর তোমার বরাত।

হুগো। (রিভলবারটা না নিয়ে) তোমরা এখন হোয়েডেরারকে মস্তলোক বানিয়েছ। কিন্তু আমি তাকে যেমন ভালবাসতাম তোমরা কোনদিনই তাকে তেমন করে ভালবাসবে না। আমি যদি আমার কৃতকর্মকে অস্বীকার করি, তাহলে সে শুধু একটা নামহীন শব, পার্টির ফেলে দেওয়া একটা আবর্জনা মাত্র হয়ে থাকবে। (গাড়িটা থামে) আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিহত। একটা স্ত্রীলোকের জন্যে নিহত।

ওলগা। পালাও।

হুগো। হোয়েডেরারের মত মানুষ আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা

যায় না। সে মরে তার আদর্শ, তার নীতির জন্যে। তার মৃত্যুর জন্যে সে নিজে দায়ী। আমি যদি তোমাদের সকলের সামনে আমার পাপকে স্বীকার করি, যদি আমার রাস্‌কোলনিকফ্‌ নাম আবার ঘোষণা করি, যদি আমার কৃতকর্মের উচিত মূল্য দিতে রাজী হই, তবেই সে তার উপযুক্ত মৃত্যুর গৌরব পেতে পারবে।

দরজায় আঘাতের শব্দ।

ওলগা। হুগো, আমি…

হুগো। (দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে) আমি এখনো হোয়েডেরারকে খুন করিনি, ওলগা। এখনো করিনি। আমি এখন তাকে খুন করতে যাচ্ছি। তার সঙ্গে নিজেকেও।

দরজায় আরো শব্দ।

ওলগা। (আর্ত চীৎকারে) পালাও! পালিয়ে যাও!

হুগো দরজা খুলে সামান্য নীচু হ'যে অভিবাদন জানায়।

হুগো। (ঘোষণার স্বরে) আর কাজে লাগানো চলবে না।

যবনিকা